শ্রীগুরুচরিতামৃত।

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ" ॥

CALCUTTA

PRINTED AND PUBLISHED AT THE BAPTIST MISSION PRESS
FOR THE
BIBLE TRANSLATION SOCIETY.
Auxiliary of the Baptist Missionary Society

Third Edition. 1918.

নিষ্ঠুর হেরোদের আদেশে শিশুদিগের বধ।
(মথি ২ ; ১৬ ১৮)।

1st Edition, 1916 5,000 copies.
2nd Edition, 1917 .. 5,000 ,,
3rd Edition, 1918 10,000

শ্রীগুরুচরিতামৃত।

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ"

বন্দনা।

নমি বিশ্বপতি প্রভো জগতকারণ।
বারেক করহ কৃপা পতিতপাবন॥

না জানি ধরম কথা নাহি মোর জ্ঞান।
পাপ-পারাবারে পড়ে হয়েছি অজ্ঞান॥

দাও মোরে ধর্ম্মজ্ঞান আমি দুরাচার।
গাহিতে এ সত্যবেদ সংসার মাঝার॥

স্বনেত্রে দেখেছে যারা প্রথম অবধি।
মূর্ত্তিমান বাক্যে যারা সেবে নিরবধি॥

আমাদের মধ্যে যাহা হ'ল সংঘটন।
শিখাইল সে বিষয়ে তাহারা যেমন॥

সেই মতে অনেকেই সব বিবরণ।
প্রবৃত্ত হয়েছে বটে করিতে বর্ণন॥

আমিও প্রথম হ'তে সকল বিষয়।
অন্বেষণে সবিশেষ জেনেছি নিশ্চয়॥

মহোদয় থিয়ফিল ! আপনার কাছে।
একে একে জানাইব যাহা ঘটিয়াছে ॥

শিখেছেন যে বিষয় ওহে মহাশয়।
প্রমাণ পাবেন তার নাহিক সংশয় ॥

যিহূদার রাজা ছিল হেরোদ যখন।
সখরিয় নামে এক যাজক সুজন ॥

অবিয়ের পালা মাঝে ছিল গুণধাম।
হারোণ বংশের জায়া ইলাশেবা নাম ॥

অতি সাধু দুইজন প্রভুর গোচরে।
তাঁহার আদেশ বিধি সদা মান্য করে ॥

নির্দ্দোষ জীবনে করে ঈশ্বরের সেবা।
না ছিল সন্তান তাদের বন্ধ্যা ইলীশেবা ॥

উভয়ের হয়েছিল বয়স অনেক।
সন্তানের আশা আর না ছিল ক্ষণেক ॥

একদিন সখরিয় পালা অনুসারে।
করিছে যাজন সেবা ঈশ্বর গোচরে ॥

মন্দিরের বিধিমতে গুলিবাঁট ক'রে।
ধূপ জ্বালাইতে হ'ল মন্দির ভিতরে ॥

ধূপদাহ কালে তথা বহু লোকজন।
বাহিরে করিতেছিল প্রার্থনা ভজন ॥

ঈশ্বরের এক দূত আসিয়া তখন।
বেদির দক্ষিণ পাশে দিল দরশন।

দিব্যদূতে সখরিয় করিয়া দর্শন।
মহাত্রাসে অভিভূত আতঙ্কিত মন

দূত বলে সখরিয় নাই কোন ভয়।
তোমার মিনতি শুনেছেন দয়াময়

তব নারী ইলীশেবা প্রসবিবে সুত।
যোহন হইবে নাম ভুবন বিদিত॥

আনন্দ উল্লাস কত হইবে তোমার।
তার জন্মে হবে দেখ আনন্দ অপার॥

প্রভুর গোচরে সে তো হইবে মহান্।
কি সুরা কি দ্রাক্ষারস না করিবে পান্॥

মাতার উদর হ'তে পবিত্র আত্মায়।
পরিপূর্ণ হবে সেই কহিনু তোমায়॥

ইস্রেল সন্তানদের অনেকের মন।
ফিরাবে প্রভুর প্রতি সেই মহাজন॥

এলিয়ের আত্মাবশে এলিয়ের তেজে।
প্রভুর সম্মুখে সদা চলিবে সে নিজে॥

সন্তানগণের প্রতি পিতাদের মন।
ফিরায়ে আনিতে সদা করিবে যতন॥

অবাধ্য পাতকী যাতে ছাড়িয়া কুপথ।
সুবিবেকী হয়ে লয় ধার্ম্মিকের পথ॥

প্রজাদল প্রভুতরে সুসজ্জিত হয়।
এ কারণে ধরাতলে হবে সে উদয়॥

সুধাইল সখরিয় দূতেরে তখন।
কিরূপে জানিব আমি সত্য এবচন॥

বয়সে প্রাচীন আমি, নারীও প্রাচীনা।
কেমনে জানিব ইহা সিদ্ধ হবে কি না॥

করিলেন দিব্যদূত নিজেরে প্রকাশ।
জান আমি গাব্রিয়েল ঈশ্বরের দাস॥

সতত দাঁড়াই আমি যাঁহার সকাশে।
পাঠালেন সেই ঈশ মোরে তব পাশে॥

কহিতে তোমার সনে কথা সবিশেষ।
দিতে শুভ সমাচার প্রভুর আদেশ॥

না ঘটিবে এ সকল দেখ যতদিন।
মূক হয়ে রবে তুমি বচনবিহীন॥

কারণ আমার এই বাক্য সুসময়।
সফল হইবে বলি না কর প্রত্যয়॥

এ দিকে সকল লোক যাজকের তরে।
অপেক্ষায় ছিল বসি মন্দির চত্বরে॥

মন্দিরে বিলম্ব তার দেখি বহুক্ষণ।
বিস্মিত হইল সেথা ছিল যতজন॥

মূক হয়ে সখরিয় বাহিরে আসিল।
কাহাকেও কোন কথা কহিতে নারিল।

সকলে বুঝিতে তবে পারিল তখন।
পেয়েছে মন্দিরে কোন দিব্য দরশন॥

করিল সে কতজনে বিবিধ ইঙ্গিত।
তদবধি মূক হয়ে রহে পুরোহিত॥

পরে তার সেবা কাল হইলে পূরণ।
চলে গেল নিজ গৃহে নীরবে সেজন॥

অনন্তর ইলীশেবা হয়ে গর্ভবতী।
পাঁচ মাস সংগোপনে রহিলেন সতী॥

বলে সতী মোর অতি ঘোর অপযশ।
ছিল যে সমাজে তাই হয়ে কৃপাবশ॥

ঘুচালেন পরমেশ এতদিন পরে।
দয়া দৃষ্টি করিলেন আমার উপরে॥

অনন্তর ছয়মাস পরে গাব্রিয়েল।
ঈশ্বরের প্রেরণায় আইল গালীল॥

নাসরৎ নামে তথা আছিল নগর ।
মরিয়ম কুমারীর ছিল যথা ঘর ॥

বাগ্‌দত্তা সে কুমারী আছিল তখনে ।
দায়ূদকুলের যুবা যোষেফের সনে ॥

ভিতরে পশিয়া দূত করে সম্ভাষণ ।
ধন্যা নারী ঈশ্বরের করুণাভাজন ॥

সহায় তোমার প্রভু হউক কল্যাণ ।
শুনি বাণী মরিয়ম বড় ভয় পান ॥

চমকিয়া করে সতী মনে আন্দোলন ।
কেন মোরে দূত করে হেন সম্ভাষণ ॥

দূত কহে মরিয়ম ভয় নাহি কর ।
প্রসন্ন হলেন প্রভু তোমার উপর ॥

গর্ভবতী হয়ে তুমি প্রসবিবে সুত ।
যীশু নাম হবে তাঁর ভুবন বিদিত ॥

হইবেন এ জগতে অতীব মহান্ ।
পরমেশ পুত্র বলি হবেন বাখান ॥

দায়ূদের সিংহাসনে প্রভু পরমেশ ।
বসাবেন সে কুমারে জানিও বিশেষ ॥

যুগে যুগে যাকোবের কুলের উপর ।
রাজত্ব হইবে স্থির অনন্ত অজর ॥

জিজ্ঞাসেন মরিয়ম কিরূপে তা হয় ।
নাহি জানি পুরুষের আমি পরিচয় ॥

উত্তরিয়া দিব্য দূত কহে এ বচন ।
আসিবেন তব'পরে পবিত্র আত্মন ॥

তোমার উপর জেনো ঈশ্বর শকতি ।
ছায়ারূপে করিবেন দেহে অবস্থিতি ॥

এ কারণ জন্মিবেন পবিত্র কুমার।
ঈশ্বর নন্দন বলি নাম হবে তাঁর ॥

আর শুন ইলীশেবা কুটুম্ব তোমার।
বৃদ্ধ কালে গর্ভবতী হয়েছে এবার ॥

বন্ধ্যা ব'লে অপযশ আছিল যাহার।
গর্ভবতী হলেন তিনি বলি সমাচার ॥

ছয় মাস আছে গর্ভে সন্তান তাহার।
ঈশ্বরের কোন বাণী না হবে অসার ॥

বলে মরিয়ম আমি দাসী হই তাঁর।
পূর্ণ হ'ক মম প্রতি বচন তাঁহার ॥

অতঃপর মরিয়ম চলিল সত্বরে।
যিহূদা দেশের কোন পার্ব্বত্য নগরে ॥

সখরিয় গৃহে দেখ প্রবেশিয়া সতী।
করিল সে শান্তিবাদ ইলীশেবা প্রতি ॥

শুনিল সে শান্তিবাদ ইলীশেবা যবে।
ঘটিল অপূর্ব্ব যাহা বলি শুন এবে ॥

নাচিয়া উঠিল তার উদরে তনয়।
পূর্ণ হ'ল ইলীশেবা পবিত্র আত্মায় ॥

জয় শব্দে উচ্চ রবে গায়ে ঈশগুণ।
নারী মধ্যে ধন্যা তুমি মরিয়ম শুন ॥

আরো ধন্য উদরের ফল গো তোমার।
আসিবেন প্রভু-মাতা নিকটে আমার ॥

কোথা হতে হল মম সৌভাগ্য এমন।
কেননা তোমার শান্তিবাদ গো যখন ॥

প্রবেশিল জান মম শ্রবণ বিবরে।
নাচিল তখন শিশু আমার উদরে ॥

প্রভু হ'তে তার প্রতি যা হল প্রকাশ।
ধন্য তিনি যেই জন করেন বিশ্বাস॥

সে সকল সিদ্ধ হবে প্রভুর বচন।
করিলেন মরিয়ম মহিমা কীর্ত্তন॥

আমার অন্তরে প্রাণ, প্রভুর মহিমা গান
করিতেছে সানন্দে কীর্ত্তন।
আমার আত্মা ও মন ত্রাণকর্ত্তা সনাতন
গুণ করে উল্লাসে স্মরণ॥

দীনহীনাদাসী প্রতি করিলেন দয়া অতি
ঈশ্বরের ইচ্ছা এ কারণ।
এ অবোধ সর্ব্বকালে বলিবে মোরে সকলে
ধন্যা নারী ধন্য সে নন্দন॥

পরাক্রমী হন যিনি আমার কারণে তিনি
সাধিলেন উত্তম করম।
পবিত্র তাঁহার নাম পবিত্র তাঁহার ধাম
গাউক অন্তর সদা মম॥

যারা মনে অহঙ্কারী অন্তরে ছলনাকারী
করেন তাদেরে চূর্ণ যিনি।
সিংহাসন হতে জনে, সম্রাটে ও রাজাগণে
সরাইয়া দিতেছেন তিনি॥

নীচ জনে উচ্চ স্থান দিতেছেন ন্যায়বান
হন্ তিনি করুণা আধার।
ক্ষুধিত তৃষিত জনে তৃপ্ত করেছেন অন্নে
দেন দানে উত্তম আহার॥

ধনবান জনে আর শূন্যহস্তে এইবার
করিলেন দেখ'গো বিদায়।
ইস্রেলের উপকার করেছেন দয়াধার
তিনি নিজ দাসের সহায়॥

পূর্ব্বপুরুষের সনে আপন বাক্য যেমনে
করিলেন শ্রীমুখে প্রকাশ।
অব্রাহাম কুলে তার চির করুণা অপার
স্মরি এবে করেন বিকাশ॥

ইলীশেবা গৃহে থাকি সতী তিন মাস।
অতঃপর ফিরে গেল আপন নিবাস॥

হ'ল প্রসবের কাল পূরণ যখন।
প্রসবিল ইলীশেবা অপূর্ব্ব নন্দন॥

শুনি সমাচার প্রতিবেশী বন্ধুগণ।
বন্ধ্যাপ্রতি প্রভু দয়া করিল স্মরণ॥

আনন্দ উৎসব তারা করিল অপার।
অষ্টম দিবসে সবে মিলিল আবার॥

ত্বকচ্ছেদ বালকের হ'ল বিধিমত।
রাখিতে তাহার নাম হইল উদ্যত॥

পিতৃনাম অনুসারে হবে নাম তার।
সখরিয় নাম দিতে করিল বিচার॥

বালকের মাতা বলে শুন বন্ধুগণ।
হইবে এ শিশু নাম জগতে যোহন॥

বলিল তাহারে তারা বংশে আপনার।
এ প্রকার নাম কভু নাই তো কাহার॥

জিজ্ঞাসিল অতঃপর সঙ্কেতে পিতারে।
ইচ্ছা কিবা আপনার বলুন সবারে॥

একখানি লিপিপত্র চাহিয়া সুজন।
লিখিলেন নাম তার হইবে যোহন॥

শুনিয়া সকলে মনে হইল বিস্মিত।
তখনি রসনা তাঁর খুলিল ত্বরিত॥

কহিলেন কথা তিনি আপনার মুখে।
করিলেন ধন্যবাদ ভগবানে সুখে॥

অপূর্ব্ব ঘটন হেরি প্রতিবেশী জন।
ভয়াকুল মনে করে কত আন্দোলন॥

যিহূদা পার্ব্বত্য দেশে সকল অঞ্চলে।
বলাবলি করে ইহা লোকেরা সকলে॥

যত লোক এ বারতা করিল শ্রবণ।
অন্তরে বিশ্বাস করি করে আন্দোলন॥

কি প্রকার হবে এই বালক জগতে।
কারণ আছেন প্রভু তাহার সঙ্গেতে॥

সে কালেতে সখরিয় পিতা যে তাহার।
পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হইয়া এবার॥

বলিলেন ভাববাণী শুন দিয়া মন।
করিলেন মহানন্দে ঈশ সঙ্কীর্ত্তন॥

ধন্য প্রভু গুণাকর যিনি যাকোব-ঈশ্বর
করেছেন মোদের পালন।
আপন প্রজার জন্য সত্য নিত্য প্রভু ধন্য
করিলেন এ মুক্তি সাধন॥

আর তিনি আমাদের নিজ দাস দায়ূদের
কুলে ত্রাণশৃঙ্গের উত্থান।
করেছেন; এ কারণ পুরাকালে বিধি হেন
লেখা ছিল ঈশ্বর বিধান॥

সাধু ভাববাদিগণ বলেছেন যে বচন
হবে শত্রু হ'তে পরিত্রাণ।
দেখ পিতৃগণ প্রতি করিয়া কৃপা মহতী
স্মরিলেন পবিত্র বিধান॥

পিতা অব্রাহাম সনে ছিলা যে দিব্য বন্ধনে
এ ত সেই শপথের সার।
দিয়াছেন এই বর শত্রু হতে নিরন্তর
পাই যেন আমরা নিস্তার॥

নির্ভয় ও সাধুতায় ধার্ম্মিকতা, প্রেমে তাঁয়
আরাধনা করিব তাঁহার।
যত কাল এই ভবে মোদের জীবন র'বে
পূজিব ঐ নিত্য নিরাকার॥

তুমি হে বালক শুন বলি তোমায় এ বচন
হ'বে খ্যাত ভাববাদী তাঁর।
তুমি প্রভুর সম্মুখে চলিবে ীই সুখে
করিয়া প্রস্তুত পথ তাঁর॥

দেখ তাঁর প্রজাগণ পাবে পাপের মোচন
পরিত্রাণ জ্ঞান পাবে আর।
মোদের ঈশ্বর যিনি কৃপাময় প্রেমী তিনি
সাধিবেন এসব এবার॥

ঊর্দ্ধ হতে উষা জান করি তত্ত্ব অবধান
আমাদের করিবে যতন।
যারা থাকে অন্ধকারে মৃত্যুচ্ছায়া কারাগারে
হেরিবে ঐ উদিত তপন॥

আমাদের এ চরণ শান্তি পথে বিচরণ
করিবে সভয়ে চিরকাল।
শ্রীগুরুচরিতামৃত, যেন অমরে অমৃত
পান করে সাধুরা সকল॥

বাড়িতে লাগিল সেই অপূর্ব্ব নন্দন।
আত্মায় সে বলবান হয় অনুক্ষণ॥

যতকাল ইস্রায়েলে ছিল অপ্রকাশ।
করিল সে ততদিন প্রান্তরে নিবাস॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আগস্ত কৈসর তবে কহেন বিশেষে।
আদম সুমারি হবে সকল প্রদেশে॥

সুরিয়া শাসনকর্ত্তা কুরীণিয় যবে।
প্রথম এ নাম লেখা আরম্ভিল তবে॥

আপন আপন নাম লিখিবার তরে।
চলিল সকল লোক যে যার নগরে॥

গালীলীয় নাসরৎ নগর হইতে।
চলিল যোষেফ্ যুবা নাম লিখাইতে॥

যিহূদার বৈৎলেহম দায়ুদ নগর।
উত্তরিলা গিয়া তথা হইয়া সত্বর॥

কারণ দায়ুদ কুলে তাঁহার জনম।
সঙ্গে ছিল বাগ্‌দত্তা জায়া মরিয়ম॥

ছিল গর্ভবতী কন্যা শুন দিয়া মন।
তথায় প্রসব কাল হইল পূরণ॥

প্রসবিলে আপনার প্রথম সন্তান।
জড়ায়ে বসনে তাঁরে রাখিল তখন॥

শোয়াইল যাব-পাত্রে করি সাবধান।
নাহি ছিল পান্থশালে তাহাদের স্থান॥

মেষের পালকগণ মাঠে সে অঞ্চলে।
থাকিত দিবস নিশি লয়ে মেষ দলে॥

ঈশ্বরের এক দূত তাহাদের সনে।
আসিয়া দাঁড়াল দেখ, শুনহ শ্রবণে॥

তাহাদের চারিদিকে প্রভুর প্রতাপ।
হইল দেদীপ্যমান করি মহাতাপ॥

এক যোড়া ঘুঘু কিংবা কপোতশাবক।
আনিত বিধান মত যারা দুঃখী লোক॥

আর দেখ শিমিয়োন ভক্ত সাধুজন।
ছিলা যিরূশালেমে সে ধার্ম্মিক সুজন॥

যাকোব সান্ত্বনা আশে তিনি অবিরত।
পবিত্র আত্মায় পূর্ণ ছিলেন সতত॥

ঈশ্বর আত্মায় তার নিকটে প্রকাশ।
হয়েছিল যে প্রকার শুনহ আভাষ॥

না হেরে প্রভুর খ্রীষ্টে তিনি কদাচন।
পাইবেন নাহি কভু মৃত্যু দরশন॥

শ্রীযীশুর পিতামাতা মন্দিরে যখন।
শুচির ব্যবস্থা বিধি করিতে পালন॥

আনিল প্রথমজাত সন্তান সুজন।
আত্মার আবেশে দেখ সেই সাধু জন॥

আইলেন ধর্ম্মধামে উল্লাস অন্তরে।
কোলে ল'যে শিশু যীশু প্রশংসে ঈশ্বরে

এখন হে প্রভো! তুমি তব বাক্য মতে।
দিতেছ বিদায় তব দাসে শান্তি পথে॥

নয়ন যুগল মোর তব পরিত্রাণ।
হেরিল; আনন্দে এবে করিব প্রয়াণ॥

যেই পরিত্রাণ সর্ব্ব জাতির সাক্ষাতে।
করেছ প্রস্তুত প্রভু আপন ইচ্ছাতে॥

তাঁহাতে বিজাতিগণ পাবে দিব্যজ্ঞান।
তব প্রজা যাকোবের বাঁড়িবে সম্মান॥

বালক বিষয় শুনি এ সকল কথা।
হইল বিস্মিত অতি তাঁর পিতামাতা॥

চাহিয়া কল্যাণ তাহাদের শিমিয়োন।
বলিলেন মরিয়মে তবে এ বচন॥

ইস্রায়েল মধ্যে এই পুত্র তব জান।
হবেন কারণ বহু পতন উত্থান॥

হইবেন এক চিহ্ন ইনিই আবার।
বলিবে বিপক্ষে কত লোকেরা তাঁহার॥

যেন লোকহৃদি চিন্তা প্রকাশিত হয়।
তাই খড়্গে বিদ্ধ হবে তোমার হৃদয়॥

ছিলা ভাববাদিনী এক হান্না নামে নারী।
আশের বংশজা পনূয়েলের কুমারী॥

বয়স অধিক তার বৃদ্ধা সবে জানে।
কুমারী অবস্থা পরে থাকেন স্বামী সনে॥

স্বামী সহ সাতবর্ষ করিলেন ঘর।
শেষে স্বামী চলে গেল ছাড়িয়ে সংসার॥

চৌরাশী বৎসর তিনি বিধবা হইয়া।
রহিলেন ধর্ম্মধামে ঈশ্বরে সেবিয়া॥

করিতেন দিবানিশি উপোস প্রার্থনা।
এরূপে করেন তিনি ঈশ উপাসনা॥

দেখি শিশু যীশু তিনি সেই দণ্ডে জান।
করিলেন ঈশ্বরের কত স্তুতি গান॥

এ যিরূশালমে ছিল যত লোক জন।
প্রার্থনায় মুক্তি আশে নিবিষ্ট তখন॥

বলিলেন যীশু-কথা তাহাদের কর্ণে।
শুভ সমাচার এই শুন সর্ব্বজনে॥

প্রভুর বিধান মতে করিয়া সাধন।
শুচি রীতিনীতি ছিল মন্দিরে যেমন॥

পরে তারা গালীলের আপন নগরে।
নাসরতে ফিরে যান নিজেদের ঘরে॥

বাড়িল বালক পরে বয়সে যখন।
হইলেন জ্ঞানে পূর্ণ আরো বলবান॥

ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাঁহার উপর।
ছিল সদাকাল শুন ওহে সর্ব্বনর॥

নিস্তারপর্ব্বেতে যিরূশালেম নগরে।
যান তাঁর পিতামাতা প্রত্যেক বৎসরে॥

বার বৎসরের হ'ল বালক যখন।
পর্ব্বের বিধান মতে তাহারা তখন॥

পুত্র লয়ে যান যিরূশালেম নগরে।
ফেরেন পর্ব্বের শেষে তাহারা সত্বরে॥

তখন বালক যীশু সে ধর্ম্ম নগরে।
রহিলেন নিজ পিতা মাতা অগোচরে॥

সহ যাত্রীদের সনে আছেন ভাবিয়া।
অগ্রসর হন তারা নিশ্চিন্ত হইয়া॥

এক দিবসের পথ করিয়া গমন।
পরে তারা সন্তানের করেন অন্বেষণ॥

স্বজাতি কুটুম্ব যত পরিচিত জন।
তাহাদের মাঝে আসি করেন সন্ধান॥

তথা হতে অন্বেষণ করিতে করিতে।
আসেন যিরূশালেমে দুজনে ত্বরিতে॥

তিন দিন পরে তারা তারে ধর্ম্মধামে।
দেখেন পণ্ডিত মাঝে বসিয়া আরামে॥

শুনি সুধীদের কথা আপনার কাণে।
জিজ্ঞাসেন প্রশ্ন কত তাহাদের সনে॥

শুনিল বালক কথা যাহারা তখন।
বুদ্ধি ও উত্তরে তারা হ'ল হতজ্ঞান॥

পুত্রেরে দেখিয়া তথা পিতামাতা জান।
হন চমৎকৃত অতি পাইয়া সন্ধান॥

বলিলেন মাতা তাঁরে হে বৎস আমার।
আমাদের প্রতি কেন হেন ব্যবহার॥

তব পিতামাতা দেখ আমরা দুজন।
কাতরে করিনু কত তোমার সন্ধান॥

কহিলেন তিনি দেখ তাদেরে এমন।
কর কেন মাতা মোর এত অন্বেষণ॥

থাকিতেই হবে মোরে পিতার সদনে।
জানিলে না তুমি ইহা বল কি কারণে॥

কহিলেন তাহাদেরে তিনি যেই কথা।
বুঝিতে নারিল তারা নিগূঢ় বারতা॥

পরে তিনি তাহাদের সনে নাসরতে।
গেলেন চলিয়া পিতামাতা ইচ্ছামতে॥

থাকিলেন তাহাদের বশীভূত হ'য়ে।
এ সকল কথা মাতা রাখিল হৃদয়ে॥

জ্ঞানে ও বয়সে দেখ যীশু গুণাকর।
ঈশ্বর ও লোকদের কাছে অতঃপর॥

বাড়িলেন অনুগ্রহে দিনে দিনে জান।
শ্রীগুরুচরিতামৃত অমৃত সমান॥

তৃতীয় অধ্যায়।

ছিলা তিবিরীয় যবে সম্রাট্ রোমের।
পঞ্চদশ বর্ষে তাঁর রাজ্য শাসনের॥

পন্তীয় পীলাত করে যিহূদা শাসন।
আছিল গালীলে রাজা হেরোদ যখন॥

ফিলিপ তাহার ভাই করেন শাসন।
যিতুরিয়া, ত্রাখনিতি প্রদেশে যখন॥

লুষানীয় রাজা ছিল অবিলিনী দেশে।
তখন ঘটিল যাহা শুন সবিশেষে॥

হানন, কায়াফা মহাযাজক যখন।
ঈশ্বরের বাণী দেখ প্রান্তরে তখন॥

সখরিয় পুত্র সাধু যোহন সকাশ।
মানব মঙ্গল তরে হইল প্রকাশ॥

যর্দ্দনের তীরবর্ত্তী সকল প্রদেশে।
প্রচার করেন তিনি সে সকল দেশে॥

পাপ মোচনের তরে করেন ঘোষণ।
মনঃপরিবর্ত্তনের শুভাবগাহন॥

যিশাইয় ভাববাদী গ্রন্থেতে যেমন।
হয়েছে লিখিত তাহা শুন দিয়া মন॥

প্রান্তরে জনৈক রব কারছে প্রচার।
করিও প্রস্তুত পথ প্রভুর এবার॥

কর তাঁর রাজপথ সকল সরল।
হবে পূর্ণ উপত্যকা আছে যে সকল॥

পাহাড় পর্ব্বত সব সমভূমি হবে।
উচ্চনীচ স্থান আর কোথা নাহি রবে॥

সোজা হবে বক্র পথ, যাহা অসমান।
সে সকল পথ হবে সরল সমান॥

এ মর শরীরে বাস করে যত জন।
ঈশ্বরের পরিত্রাণ করিবে দর্শন॥

অতঃপর লোক যত দেখ দলে দলে।
তাঁর পাশে দীক্ষা নিতে আসিল সকলে॥

কহিলেন সে সকল লোকে এ প্রকার।
হে সর্পবংশেরা শুন বচন আমার॥

করিতে সেই ভাবী কোপ হ'তে পলায়ন।
কে দিল এহেন তোমাদিগেরে চেতন?

মনঃ পরিবর্ত্তনের উপযুক্ত ফলে।
ফলবান হও গিয়া তোমরা সকলে॥

আছেন মোদের পিতা অব্রাম সুজন।
না বলিও মনে মনে এহেন বচন॥

বলি আমি তোমাদেরে শুন দিয়া মন।
এ সব পাষাণ হ'তে প্রভু সনাতন॥

অব্রাহাম তরে দেখ জন্মাতে সন্তান।
সমর্থ আছেন দেখ প্রভু দয়াবান॥

এখনও বৃক্ষের মূলে কুঠার লাগান।
রহিয়াছে জান না কি বিধির বিধান॥

ফলে না যে কোন গাছে উত্তম সুফল।
কেটে তারে ফেলা যায় গ্রাসে তা অনল॥

তখন জিজ্ঞাসে লোকে তাঁহারে এমন।
কি করিতে হবে তবে মোদের এখন॥

উত্তরে বলেন তিনি তাহাদের সনে।
যার দুটি জামা আছে সে গিয়া এক্ষণে॥

দিউক একটী তারে, নাহিক যাহার।
আছে খাদ্য যার সেও করুক সে প্রকার॥

অবগাহনের তরে করগ্রাহিগণ।
আসিয়া তাঁহারে বলে হে গুরো এখন॥

চতুর্থ অধ্যায়।

পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে যীশুবর।
যর্দ্দন হইতে ফিরে এলেন সত্বর॥

চল্লিশ দিবস থাকি আত্মার আবেশে।
করেন ভ্রমণ তিনি প্রান্তর প্রদেশে॥

দিয়াবল দ্বারা হ'ল পরীক্ষা তাঁহার।
ছিলেন চল্লিশ দিন তিনি অনাহার॥

সে সব দিবস অন্তে হলেন ক্ষুধিত।
দিয়াবল তাঁরে আসি কহিল ত্বরিত॥

হও যদি তুমি ওহে ঈশ্বর তনয়।
বল এ পাথরখানি যেন রুটী হয়॥

উত্তরে বলেন যীশু শাস্ত্রের লিখন।
কেবল রুটীতে লোক বাঁচে না কখন॥

অতঃপর সে যীশুরে লয়ে গিরিপরে।
দেখাল সকল রাজ্য পলকে আদরে॥

বলিল ঐ দিয়াবল তখন তাঁহারে।
এ সকল অধিকার, প্রতাপ তোমারে॥

যদি একবার তুমি আমার সম্মুখে।
পড়িয়া প্রণাম কর দিব সব সুখে॥

কারণ আমার হাতে এ সকল জান।
হইয়াছে সমর্পিত করিতে প্রদান॥

দান করি তারে আমি ইচ্ছা করি যারে।
বলিলেন লেখা আছে শ্রীযীশু তাহারে॥

"করিবে তোমার প্রভু ঈশ্বরে ভজন।
প্রণমিবে সদা তাঁরে করিবে সম্মান"॥

লয়ে সে যীশুরে যিরূশালেম নগরে।
মন্দিরের চূড়া'পরে দিল দাঁড় ক'রে॥

বলিল ঈশ্বর পুত্র হও যদি সত্য।
লম্ফ দাও হেথা হ'তে রহিবে অক্ষত॥

কেননা লিখিত আছে শাস্ত্রেতে নিশ্চয়।
তিনি নিজ দূতগণে তোমার বিষয়॥

দিবেন আদেশ যেন তাহারা তোমায়।
ধরিয়া করেন রক্ষা শুনহ আমায়॥

তোমারি চরণ যেন পাথর আঘাতে।
আহত না হয় তাই তুলে নেবে হাতে॥

উত্তরে বলেন যীশু শাস্ত্রের বচন।
'না ক'র পরীক্ষা তব প্রভুরে কখন" ॥

সকল পরীক্ষা করি দুস্ট সমাপন।
যীশুর নিকট হ'তে করে পলায়ন॥

হইল অন্তর, দেখ তবে দিয়াবল।
দেখিয়া সকল যত্ন তাহার বিফল॥

আত্মার প্রভাবে যীশু গালীলে তখন।
ফিরিলেন ; দেখ তাঁর যশ বিবরণ॥

গেল ব্যাপি চারিদিকে সকল অঞ্চলে।
প্রত্যেক সমাজ-গৃহে তিনি লোক দলে॥

লাগিলেন শিক্ষা দিতে শুভ সমাচার।
হইল প্রশংসা লোক সমাজে তাঁহার॥

গেলেন সে নাসরতে যীশু সেই কালে।
লালিত পালিত হন যথা বাল্যকালে॥

আপন অভ্যাস মত বিশ্রাম দিবসে।
প্রবেশি সমাজ-গৃহে পাঠের উদ্দেশে॥

দাঁড়ালেন সভামাঝে শ্রীযীশু যখন।
যিশাইয় ভাববাদী পুস্তক তখন॥

হইল প্রদত্ত দেখ শ্রীকরে তাঁহার।
পাইলেন খুলে তিনি বাক্য এপ্রকার॥

"আমাতে প্রভুর আত্মা করেন নিবাস।
ঘোষিতে সুসমাচার দীনহীন পাশ॥

করিলেন অভিষেক তিনি ত আমায়।
হয়েছি প্রেরিত আমি পিতার ইচ্ছায়॥

বন্দিদের কাছে মুক্তি অন্ধে চক্ষু দান।
উপদ্রুত জনে করি নিস্তার প্রদান॥

ঘোষিতে প্রেরিত আমি শুভ সমাচার।
প্রভুর প্রসন্ন যুগ করিব প্রচার"॥

করিয়া পুস্তক বন্ধ দিয়া ভৃত্য করে।
বলিলেন মুখে বাক্য লোকদের তরে॥

তাহাতে সমাজ-গৃহে লোকজন যত।
স্থির নেত্রে করে তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত॥

বলিলেন তাহাদেরে এ শাস্ত্র বচন।
আজ তোমাদের কাণে হইল পূরণ॥

শুনি লোকে সাক্ষ্য দিল যীশুর বিষয়।
আহা এ মুখের বাক্য যেন মধুময়॥

করিয়া আশ্চর্য্য বোধ বলিল এমন।
নহে কি এ জন সেই যোষেফ্ নন্দন॥

বলিলেন লোকে যীশু তোমরা আমায়।
অবশ্য বলিবে এই প্রবাদ কথায়॥

আপনায় ভাল কর ওহে বৈদ্যজন।
কফরনাহূমে যাহা হয়েছে সাধন॥

সে সকল হেথা এই স্বদেশেও কর।
আরও বলিলেন তিনি তাদের গোচর॥

বলি আমি সত্য কোন ভাববাদী নর।
পায় না স্বদেশে কভু কোথাও আদর॥

পুনঃ সত্য বলি আমি শুন দিয়া মন।
এলিয় সময়ে যাহা হইল ঘটন॥

তিন বর্ষ ছয় মাস অবধি আকাশ।
রুদ্ধ ছিল জান না কি শাস্ত্রেতে প্রকাশ॥

হইল সকল দেশে বিষম আকাল।
মহা অন্নকষ্ট হ'ল হায়! একি কাল॥

ইস্রায়েল মাঝে কত বিধবা তখন।
ছিল কিন্তু কারো কাছে এলিয় সুজন॥

প্রেরিত হলেন নাহি তিনি কোন মতে।
কেবল সিদোন দেশের গ্রাম সারিফতে॥

একটী বিধবা নারীর নিকটে প্রেরিত।
হইয়াছিলেন তিনি, নহ কি বিদিত?

ইলীশায় ভাববাদী ছিলেন যখন।
ইস্রায়েলে কুষ্ঠী কত ছিল অগণন॥

হয় নাই কোন লোক শুচি তাহাদের।
কেবল নামান শুচি সুরিয়া দেশের॥

শুনিয়া সমাজ-গৃহে এহেন বচন।
হ'ল মহা ক্রোধে অন্ধ উপস্থিত জন॥

ঠেলিয়া তাহারা তাঁরে নগর বাহিরে।
ল'য়ে গেল ধরে তাঁরে পর্ব্বত উপরে॥

যে পর্ব্বতে তাহাদের নগর নির্ম্মিত।
তথা হ'তে ফেলে দিতে হইল চেষ্টিত॥

কিন্তু তিনি তাহাদের মধ্য দিয়া জান।
আপন ইচ্ছায় দেখ করেন প্রস্থান॥

নামিয়া আসেন যীশু শুন অতঃপর।
গালীলের কফরনাহূম নগরে সত্বর॥

দিতেছেন উপদেশ বিশ্রাম দিবসে।
চমকিত হ'ল লোকে তাঁর উপদেশে॥

ক্ষমতায় পূর্ণ ছিল যীশুর বচন।
কিন্তু সে সমাজ-গৃহে ছিল এক জন॥

ধরেছিল তারে ভূতে অশুচি আত্মায়।
উচ্চরবে চেঁচাইয়া বলে সে তথায়॥

ওহে হে নাসরতীয় যীশু মহাশয়!
তব সনে আমাদের আছে কি বিষয়॥

এসেছ কি আমাদের করিতে বিনাশ।
জানি তুমি কোন্ জন করিনু প্রকাশ॥

হও তুমি ঈশ্বরের পবিত্র সে জন।
ধমকে শ্রীযীশু তারে বলেন তখন॥

চুপ কর, উহা হ'তে দূর হ এখন।
ফেলে দিয়ে মাঝে তারে সে ভূত তখন॥

পালাল সে জন হ'তে না করিয়া হানি।
লোকেরা অবাক হ'ল চমৎকার মানি॥

বলাবলি পরস্পর করিতে লাগিল।
এ কেমন কথা বলে মনেতে ভাবিল॥

ক্ষমতায় পরাক্রমে ইনি হে বিশেষ।
অশুচি আত্মায় দেখ করেন আদেশ॥

শুনিয়া তাঁহার কথা ভূতেরা পলায়।
ব্যাপিল যীশুর যশ দেশ সমুদায়॥

উঠিয়া সমাজ-গৃহ হ'তে তার পরে।
প্রবেশেন দেখ তিনি শিমোনের ঘরে॥

শিমোন শাশুড়ী ছিল জ্বরেতে পীড়িতা।
তাই তারা যীশু কাছে কহিল বারতা॥

দাঁড়াইয়া তার কাছে শ্রীযীশু তখন।
করেন আপন মুখে জ্বরেরে তর্জ্জন॥

তাহাতে ছাড়িল জ্বর আর সে উঠিয়া।
করিল তাদের সেবা সেই ক্ষণে গিয়া॥

নানা রোগে রোগী জনে সন্ধ্যার সময়।
আনে লোকে যীশু কাছে আরোগ্য আশয়॥

একে একে সকলের গায়ে দিয়া হাত।
করিলেন নিরাময় যীশু ত্রাণনাথ॥

কত লোক হ'তে ভূত হইয়া বাহির।
ঈশ্বরের পুত্র ব'লে করিল প্রচার॥

কিন্তু তিনি তাহাদেরে করিয়া তর্জ্জন।
কহিতে কোনও কথা করেন বারণ॥

কারণ জানিত তারা সেই খ্রীষ্ট তিনি।
পাপীদের মুক্তিদাতা অভিষিক্ত যিনি॥

প্রভাত হইলে তিনি বাহির হইয়া।
কোন নিরজন স্থানে রহিলেন গিয়া॥

করে লোকে যীশু নাথে কত অন্বেষণ।
পাইয়া তাঁহাকে করে কত নিবেদন॥

যেন তিনি তাহাদের নিকট হইতে।
না যান চলিয়া কভু অন্য নগরেতে॥

বলিলেন কিন্তু তিনি তাদের গোচরে।
আমায় যাইতে হবে অপর নগরে॥

একদা আছেন যীশু কোনই নগরে।
এল কুষ্ঠ ভরা গায়ে তথা এক নরে॥

যীশুর চরণে পড়ি উবুড় হইয়া।
বলিল কাতর স্বরে বিনতি করিয়া॥

যদি আপনার ইচ্ছা মোর প্রতি হয়।
করিতে পারেন শুচি আমায় নিশ্চয়॥

বাড়াইয়া হাত তারে পরশ তখন।
ক।রয়া বলেন তিনি এহেন বচন॥

হও শুচি কুষ্ঠ হ'তে আমার ইচ্ছায়।
তখনি তাহার রোগ দেখ চলে যায়॥

অতঃপর করিলেন আদেশ তাহারে।
বলিও না এই কথা দেখিও কাহারে॥

যাজকের কাছে গিয়া তুমি আপনার।
দেখাও নীরোগ দেহ সুখে এইবার॥

প্রমাণ দিবার তরে লোকদের কাছে।
মোশির ব্যবস্থা গ্রন্থে যে বিধান আছে॥

সেইমতে আপনার শুচির কারণ।
করিও উৎসর্গ গিয়ে নৈবেদ্য এখন॥

তাঁহার কীরতি কিন্তু জনরবে আর।
ব্যাপিল অধিকরূপে সমস্ত সংসার॥

শুনিবার তরে যীশু-মুখের বচন।
নিরাময় হ'তে আরো কত রোগী জন॥

হ'ল সমাগত দেখ জনতা বিস্তর।
কিন্তু তিনি তথা হ'তে হলেন অন্তর॥

প্রান্তরে গেলেন তিনি করিতে প্রার্থনা।
বিরলে করেন যেন ঈশ উপাসনা॥

দিতেছেন শিক্ষা তিনি এক দিন আর।
ফরীশী, আচার্য্যগণ নিকটে তাঁহার॥

গালীল যিহূদা, যিরূশালেম হইতে।
আসিয়াছে তারা শিক্ষা যীশুর শুনিতে॥

উপস্থিত ছিল প্রভুর শকতি তখন।
আরোগ্য করেন যেন রোগী যত জন॥

আর দেখ কয় জন খাটেতে করিয়া।
আনে এক পক্ষাঘাতী সেখানে বহিয়া॥

তারা সেই রোগী জনে ভিতরে আনিতে
করিল যতন যীশুর সম্মুখে রাখিতে॥

কিন্তু জনতার ভিড়ে রোগীকে ভিতরে।
আনিবার কোন পথ তারা নাহি হেরে॥

পরে তারা উঠে গেল ছাদের উপর।
সরাইয়া টালি পথ করিল সত্বর॥

সেই পথে শয্যাসহ তাকে মাঝখানে।
নামাইয়া দিল যীশু ছিলেন যে স্থানে॥

তাদের বিশ্বাস দেখি তিনি দয়াময়।
বলিলেন, ক্ষমিলাম পাপ সমুদয়॥

যাও তুমি থাক এবে সদা কুশলেতে।
ফরীশী ও অধ্যাপকে শুনিয়া মনেতে॥

করিতে লাগিল সবে এই আন্দোলন।
ঈশ্বরের নিন্দা করে এলোক কেমন॥

একমাত্র পরমেশ বিনা কেবা আর।
করিতে মোচন পাপ শকতি কাহার॥

জানিয়া তাদের চিন্তা শ্রীযীশু অন্তরে।
উত্তরে বলেন দেখ তাদের গোচরে॥

এক উপমায় তিনি তাহাদের কাণে।
বলিলেন শিক্ষা যাহা শুন সাবধানে ॥

ছিঁড়িয়ে নূতন বস্ত্র কেহ একখানি।
লাগায় না পুরাতন কাপড়েতে আনি ॥

করিলে এহেন কর্ম্ম ছিঁড়িবে নূতন।
পুরানে নূতন তালি মিলে না কখন ॥

নূতন আঙ্গুর রস পুরান কূপায়।
রাখে না সংসারে কেহ পাছে ভেঙ্গে যায়

তাহাতে আঙ্গুর রস যাইবে পড়িয়া।
ভেঙ্গে যাবে কূপাগুলি তেজেতে ফাটিয়া।

নূতন আঙ্গুর রস নূতন কূপায়।
ঘরেতে রাখিলে তবে নাহি কোন দায় ॥

পুরাতন দ্রাক্ষারস খেলে একবার।
চাহে না নূতন খেতে কোন জন আর ॥

কারণ সে বলে থাকে ভাল পুরাতন।
পঞ্চম অধ্যায় শেষ শ্রীযীশু বচন ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

যিহূদী বিশ্রাম দিনে যীশু সনাতন।
শস্যক্ষেত্র দিয়া দেখ করেন গমন ॥

শিষ্যেরা তখন তাঁর ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া।
খাইতে লাগিল, শীষ হাতেতে মাড়িয়া।

দেখিয়া ফরীশীদের কোন কোন জন।
বলিল বিশ্রামবার করিছে লঙ্ঘন ॥

যা করা উচিত নহে এ দিবসে তবে।
তোমরা করিছ কেন বল তাহা এবে ॥

উত্তরে বলেন যীশু তাদিগে তখন।
তোমরা কি কর নাই সে কথা পঠন॥

সঙ্গীসহ দায়ূদ যবে হ'লেন ক্ষুধিত।
করিলেন যাহা তাহা নহ কি বিদিত?

করেন কি কর্ম্ম তিনি সেই কালে জান।
প্রবেশি ঈশ্বর গৃহে লঙ্ঘেন বিধান॥

যে দর্শন রুটী খে'ত পুরোহিতগণ।
অপরে খাইতে শাস্ত্রে ছিল নিবারণ॥

করিলেন তাহা লয়ে আপনি ভোজন।
যত সঙ্গিগণে করি আর বিতরণ॥

বলেন এ কথা যীশু অব্রাহাম সুত।
বিশ্রাম দিনের প্রভু মনুষ্যের পুত্র॥

আর এক বিশ্রামের দিনে তিনি জান।
করেন সমাজ-গৃহে উপদেশ দান॥

ছিল এক লোক তথা সমাজ মাঝার।
গিয়াছে দক্ষিণ হস্ত শুষ্ক হয়ে যার॥

অধ্যক্ষ, ফরীশীগণ বিশ্রাম দিবসে।
আরোগ্য করেন কিনা জানিতে বিশেষে॥

তাই যীশু প্রতি দৃষ্টি রাখিল যতনে।
যেন দোষারোপ সূত্র পায় একারণে॥

কিন্তু তাহাদের চিন্তা জানিয়া অন্তরে।
বলিলেন যীশু সেই শুষ্কহস্ত নরে॥

উঠ তুমি মাঝে গিয়া দাঁড়াও এখন।
দাঁড়াল আদেশ মাত্রে উঠিয়া সে জন॥

বলিলেন যীশু চেয়ে তাহাদের পানে।
সুধাই সকলে আমি বল সাবধানে॥

কি করা উচিত হয় বিশ্রাম দিবসে।
ভাল কিম্বা মন্দ কর্ম্ম বল সবিশেষে॥

লোকের জীবন রক্ষা কিম্বা প্রাণনাশ।
বল সবে বল এবে করিয়া প্রকাশ॥

এত বলি চারিদিকে তাহাদের প্রতি।
করিলেন দৃষ্টিপাত যীশু মহামতি॥

বলিলেন সেই জনে তোমার ঐ হাত।
বাড়াইয়া দেও এবে সবার সাক্ষাত॥

বাড়ালে তখন হাত সুস্থ হ'ল তার।
দেখে তারা ক্ষেপে গেল ক্রোধেতে এবার

কি করিবে যীশু প্রতি তাই পরস্পর।
করিতে লাগিল বলাবলি অতঃপর॥

সে কালে একদা তিনি প্রার্থনার তরে।
গেলেন পর্ব্বতে উঠি নির্জ্জন প্রান্তরে॥

বিরলে ঈশ্বর ধ্যান আলাপ প্রার্থন।
করিয়া সমস্ত রাত্রি করেন যাপন॥

প্রভাত হইলে তিনি নিজ শিষ্যগণে।
ডাকিলেন, সযতনে আপনার সনে॥

বার জনে করিলেন তিনি মনোনীত।
দিলেন বিশেষ পদ নামেতে প্রেরিত॥

শিমোনের নাম তিনি দিলেন পিতর।
আন্দ্রিয় নামেতে শিষ্য তার সহোদর॥

ফিলিপ ও বর্থলময়, যাকোব, যোহন।
মথি, থোমা, আলফেয়ের যাকোব নন্দন॥

শিমোন নামেতে শিষ্য উদ্যোগী আখ্যাত।
যাকোবের পুত্র হয় যিহূদা বিখ্যাত॥

ঈষ্করিয়োতীয় যূদা বিশ্বাসঘাতক।
পাইল প্রেরিত নাম যীশুর সেবক ॥

পরে তিনি নেমে এসে তাহাদের সনে।
দাঁড়ালেন সমভূমি উপরে তখনে ॥

আসিল তাঁহার শিষ্য সেখানে বিস্তর।
সমস্ত যিহূদা, যিরূশালেম নগর— ॥

নিবাসী লোকেরা এল সেখানে সকল।
সোর, সিদোনের লোক আসে দলে দল ॥

সাগরের তীর হ'তে লোকেরা বিস্তর।
শুনিতে শ্রীযীশু শিক্ষা আইল সত্বর ॥

আর পীড়া হ'তে সুস্থ হইবার তরে।
আসিল অনেক লোক যীশুর গোচরে ॥

অশুচি আত্মায় ছিল প্রপীড়িত যারা।
হ'ল নিরাময় দেখ সকলে তাহারা ॥

করিতে পরশ তাঁরে সব লোক জন।
প্রাণপণে লোক মাঝে করিল যতন ॥

কারণ শ্রীযীশু হ'তে শকতি বাহির।
হইয়া সকলে করে আরোগ্য সুস্থির ॥

অতঃপর আপনার শিষ্যদের প্রতি।
বলিলেন দৃষ্টিপাত করি ত্রাণপতি ॥

ধন্য, হে তোমরা দীনহীন ভাগ্যবান।
হবে পরিতৃপ্ত স্বর্গে পাইয়া সম্মান ॥

ধন্য হে তোমরা এবে করিছ রোদন।
আনন্দে হাসিবে সবে সুখের কারণ ॥

ধন্য হে তোমরা হ'বে শুন দিয়া মন।
মনুষ্য-পুত্রের তরে লোকেরা যখন ॥

করিবেক তোমাদেরে ঘৃণা অকারণ।
পৃথক্ করিয়া দিবে আমার কারণ॥

নিন্দাকথায় তিরস্কার করি অপমান।
দূর করে দিবে দেখ মন্দ করি জ্ঞান॥

করিও সেদিনে নৃত্য আনন্দ অপার।
জানিও স্বর্গেতে আছে মহাপুরস্কার॥

কারণ তাদের পিতৃগণ যারা ছিল।
ভাববাদীদের প্রতি এরূপ করিল॥

হায় ধনবান্ যারা ধিক্ তোমাদেরে।
পেয়েছ সান্ত্বনা কত তোমরা সংসারে॥

ধিক্ তোমাদেরে যারা এবে পরিতৃপ্ত।
কারণ তোমরা হবে সেখানে ক্ষুধিত॥

ধিক্ তোমাদেরে ওহে হাসিতেছ যারা।
করিবে রোদন আর বিলাপ তোমরা॥

ধিক্ তোমাদেরে যবে লোকেরা সকল।
করে তোমাদের দেখ সুখ্যাতি কেবল॥

কারণ তাদের পিতৃপুরুষ তখন।
ভণ্ড ভাববাদিগণে করিত তেমন॥

তোমরা হে যত লোক করিছ শ্রবণ।
আমি তোমাদেরে বলি শুন এ বচন॥

শত্রু প্রতি কর সদা প্রেম ব্যবহার।
করে যারা তোমাদেরে দ্বেষ নিরন্তর॥

করিও তাদের সদা মঙ্গল কামনা।
দিলে শাপ লোকে কর আশীষ প্রার্থনা॥

তোমাদের অপমান করে যত জন।
করিও তাদের তরে সর্ব্বদা প্রার্থন॥

যে তোমার একগালে মারয়ে চাপড়।
দাও পেতে অন্য গাল তাহারে সত্বর॥

যে তোমার কেড়ে লয় দেখ চোগা খানি।
ক'র না বারণ তারে নিতে জামা খানি॥

যে কেহ তোমায় চাহে কর তারে দান।
যে তোমার দ্রব্য লয় কর হে প্রদান॥

চাহিও না ফিরে কভু তার কাছে আর।
এই কথা মনে রাখ শুন বাক্য সার॥

তোমাদের প্রতি লোকের যেরূপ আচার।
সতত কামনা কর তোমরা ; আবার॥

করিবে সবার প্রতি সে প্রকার জান।
সত্য এ আমার বাক্য শান্তির বিধান॥

প্রেম করে তোমাদেরে যাহারা জগতে।
করিলে তাদেরে প্রেম কি প্রশংসা তাতে॥

পাপীরাও করে প্রেম নিজ প্রেমী জনে।
যাহারা তাদের করে প্রেম সর্ব্বক্ষণে॥

দেখ যারা তোমাদের করে উপকার।
প্রতি উপকারে আছে কি প্রশংসা আর॥

পাপীরাও সেইরূপ করে আচরণ।
যীশুর শ্রীমুখ বাক্য অমিয় বচন॥

প্রতিশোধ আশা ক'রে যদি দেও ধার।
তাহাতে প্রশংসা কিবা আছে হে তোমার॥

পাপীরাও পাপিগণে দিয়া থাকে ধার।
যেন সেই পরিমাণে ফিরে পায় আবার॥

করিও তোমরা প্রেম শত্রুদের প্রতি।
করিও তাদের ভাল না করিয়া ক্ষতি॥

দিতে ঋণ না হইও নিরাশ কখন।
মহাপুরস্কার পাবে করিলে তেমন॥

হইবে তোমরা পরাৎপরের সন্তান।
কৃতঘ্ন, অসাধু প্রতি যিনি দয়াবান॥

তোমাদের পিতা হন দয়ালু যেমন।
দয়ালু তোমরা হও সংসারে তেমন॥

করোনা বিচার লোকের তোমরা তাহাতে।
হইবে না বিচারিত ঈশ্বর সাক্ষাতে॥

করিও না দোষী কারে ; তাতে তোমাদেরে।
দোষী করা যাইবে না সে মহাবিচারে॥

ছেড়ে দেও দোষী জনে তাহাতে তোমার।
মুকতি হইবে জান ইহা শিক্ষা সার॥

কর দান অকাতরে তোমরা যতনে।
তোমাদের প্রতি দত্ত হবে জান মনে॥

পূর্ণ পরিমাণে মেপে চাপাইয়া আর।
ঝাঁকরিয়া উপচিয়া কোলেতে তোমার॥

আনন্দে তোমায় দিবে শুন একারণ।
যে মাপে মাপিবে তুমি পাইবে তেমন॥

বলেন তাদেরে তিনি প্রবাদ কথায়।
অন্ধ কি অন্ধেরে পথ কখন দেখায়॥

করিলে তেমন কাজ তারা দুইজন।
গর্ত্ত মধ্যে প'ড়ে যাবে একর্ম্ম কেমন॥

গুরু হ'তে শিষ্য বড় নয় কদাচন।
সিদ্ধ হ'লে শিষ্য হয় গুরুর সমান॥

তোমার ভ্রাতার চোখে যে কুটাটী আছে
দেখিছ সে কুটা তুমি থেকে তার কাছে

আছে এক কড়িকাঠ তোমার নয়নে।
ভাবিয়া দেখ না কেন আপনার মনে॥

যেই কড়িকাঠ আছে চোখেতে তোমার।
দেখিতেছ নাহি ভুলে কভু এক বার॥

বলিবে কেমনে তুমি ভ্রাতারে তখন।
এস ভাই এস কাছে আমার এখন॥

তোমার নয়ন হ'তে কুটাটী এবার।
করিব বাহির চোখ হবে পরিষ্কার॥

যেই কড়ি কাঠ আছে চোখেতে তোমার।
ভাবিয়াও দেখ নাই তুমি একবার॥

ওহে ভণ্ড আগে নিজ চোখ হ'তে জান।
ফেলিও বাহির করে কড়িটা প্রমাণ॥

তবে ভাইয়ের চোখ হতে কুটাটী বাহির।
করিতে দেখিবে তুমি স্পষ্ট পরিষ্কার॥

ভাল গাছে মন্দ ফল কভু নাহি হয়।
মন্দ গাছে ভাল ফল কভু না মিলয়॥

নিজ নিজ ফল দ্বারা গাছ জানা যায়।
ফলে পরিচিত হয় গাছ সমুদায়॥

কাঁটা বন হ'তে লোক পাড়ে না ডুম্বুর।
শ্যাকুলের ঝোপ হ'তে তোলে না আঙ্গুর॥

উত্তম ভাণ্ডার দেখ সাধুর হৃদয়।
তা হ'তে উত্তম হ'বে বাহির নিশ্চয়॥

দুষ্ট লোক দুষ্ট মন-ভাণ্ডার হইতে।
অসত্য বাহির করে সত্য বিপরীতে॥

হৃদয় পূর্ণতা হ'তে মুখ কথা কয়।
মনে যাহা থাকে তাহা বহির্গত হয়॥

প্রভু বলি কেন কর মোরে সম্বোধন।
অথচ যা বলি আমি কর না পালন॥

যে কেহ আমার কাছে করে আগমন।
শুনিয়া আমার শিক্ষা করয় পালন॥

সে হয় কাহার তুল্য শুন দিয়া মন।
বলি আমি তোমাদেরে এ সত্য বচন॥

সে হয় এমন কোন সুবুদ্ধির মত।
বানাইতে ঘঁর, করে যে গভীর খাত॥

স্থাপন করিল ভিত্তি পাষাণ উপরে।
বন্যা-মহাস্রোত এসে লাগিল সে ঘরে

পারিল না হেলাইতে সে দৃঢ় সদন।
উত্তম সে ভিত্তি মূল ছিল এ কারণ॥

কিন্তু যে শুনিয়া শিক্ষা না করে পালন।
এমন একের তুল্য হয় সেই জন॥

বিনা ভিত্তি মূলে সেই ভূমির উপরে।
করিল নির্ম্মাণ ঘর থাকিবার তরে॥

বহিয়া বন্যার স্রোত লাগিল যখন।
অমনি হইল তার গৃহের পতন॥

সপ্তম অধ্যায়।

বলিয়া সকল কথা লোকদের কাণে।
গেলেন কফরনাহুমে তিনি সেইক্ষণে॥

শত সেনাপতি দাস কোন এক জন।
মৃত প্রায় হ'য়েছিল পীড়াতে তখন॥

প্রিয় পাত্র ছিল সেই সেনাপতির ঘরে
যীশুর সংবাদ শুনি সেনাপতি বরে॥

যিহূদীদিগের কত প্রাচীনে ডাকিয়া।
পাঠাইল যীশু কাছে ইহা নিবেদিয়া॥

যেন তিনি এসে তার দাসেরে বাঁচান।
গেল তারা যীশু কাছে শুন দিয়া কাণ॥

বলিতে লাগিল কত করিয়া বিনতি।
করুন আপনি দয়া সে জনার প্রতি॥

কারণ পাইতে দয়া যোগ্য সেই অতি।
প্রেম করে আমাদের স্বজাতির প্রতি॥

মোদের সমাজ-গৃহ আপনি নির্ম্মাণ।
করিয়াছে সেই জন আছে এ প্রমাণ॥

চলিলেন তাহাদের সনে ত্রাণপতি।
শুনে আগমন কথা সেই শতপতি॥

পাঠাইল বন্ধুজনে করি নিবেদন।
আপনারে কষ্ট যেন নাহি তিনি দেন॥

আমি এত যোগ্য নহি আপনি আমার।
বাড়ীতে পায়ের ধূলা দেন একবার॥

সেই জন্য আপনার শ্রীমুখ সকাশে।
আসিতে অযোগ্য নিজে ভাবিল এ দাসে॥

আপনি শ্রীমুখে শুধু করুন প্রকাশ।
তাহাতেই নিরাময় হ'বে মোর দাস॥

কারণ আমিও আছি কর্ত্তার অধীনে।
আর কত আছে সেনা আমার অধীনে॥

আদেশিলে যাও ব'লে কোন এক জনে।
আমার আদেশ মতে যায় সে তখনে॥

আর এক জনে বলি এস হে এখনি।
আইসে আদেশ মত সে জন তখনি॥

বলিলে আমার দাসে কর এই কাজ।
করে সে আদেশ মত না করিয়া লাজ॥

শুনিয়া এসব কথা শ্রীযীশু তাহার।
হ'লেন বিস্মিত অতি দেখিয়া ব্যাপার॥

মুখ ফিরাইয়া তিনি বলিলেন কথা।
পশ্চাতে আসিতেছিল যে সব জনতা॥

বলি আমি তোমাদেরে শুন দিয়া মন।
ইস্রায়েলে এত বড় বিশ্বাসী সুজন॥

পাই নাই কভু আমি দেখিনি নয়নে।
পাঠান হইয়াছিল যে সকল জনে॥

ফিরিয়া তাহারা গৃহে সে পীড়িত দাসে।
দেখিয়া আরোগ্য ধন্য বলিয়া প্রকাশে॥

কিছু কাল পরে যীশু সত্য সনাতন।
নাইন্ নগর পানে করেন গমন॥

চলিল সঙ্গেতে তাঁর যত শিষ্যগণ।
চলিল বিস্তর লোক সংখ্যা অগণন॥

আইলেন যীশু যবে নগরের দ্বারে।
দেখিলেন শব এক আছে শবাধারে॥

লইতেছে লোকে তারে করিয়া বহন।
আপন মাতার সে যে একই নন্দন॥

ছিল সে বিধবা তাই করে বড় শোক।
চলে সাথে সাথে তার নগরের লোক॥

দেখিয়া মাতারে প্রভু করুণ নয়নে।
বলিলেন কাঁন্দিও না পাবে গো নন্দনে

খাটের নিকটে গিয়ে তিনি অতঃপর।
করেন পরশ খাট যিনি দয়াধার॥

দাঁড়াল বাহকগণ চমকি তখন।
বলেন যুবকে তিনি "উঠ হে এখন" ॥

তাহাতে ঐ মৃত যুবা উঠিয়া বসিল।
কত কথা সেইক্ষণে কহিতে লাগিল ॥

পরে তিনি বিধবার কোলের সন্তান।
দিলেন মাতার কোলে করুণানিধান ॥

পাইল সকলে ভয় দেখিয়া এমন।
করিতে লাগিল সবে ঈশ সংকীর্ত্তন ॥

আমাদের মাঝে এক পুরুষ প্রধান।
হইলা উদয় ভাববাদীর মহান্ ॥

দেখিলেন শুভ নেত্রে প্রভু দয়াবান্।
আপন প্রজার করি তত্ত্ব অবধান ॥

সকল যিহূদা দেশে চারিদিকে আর।
ব্যাপল সুযশ তাঁর লোকের মাঝার ॥

যোহনের শিষ্যগণ তাঁরে এ সকল।
জানাল সংবাদ সব যথা অবিকল ॥

যোহন আপন দুই শিষ্যেরে তখন।
ডাকিয়া প্রভুর কাছে করেন প্রেরণ ॥

সুধাও তাঁহারে গিয়া তোমরা এখন।
শুনিলাম এবে মোরা যাঁর বিবরণ ॥

হবে যাঁর আগমন তুমি কি সে জন।
থাকিব কি অপেক্ষায় কিম্বা অন্য জন ॥

কহিল সে দুইজন আসি যীশু কাছে।
যেমন গুরুর শিক্ষা তারা পাইয়াছে ॥

যোহন অবগাহক নিকটে তোমার।
পাঠালেন আমাদেরে বল সমাচার ॥

হ'বে যাঁর আগমন তুমি কি সে জন।
থাকিব কি অপেক্ষায় অন্য কোন জন॥

সেই কালে তিনি দেখ কত লোকজনে।
রোগ ব্যাধি পাপ-আত্মা হইতে যতনে॥

করেন মুকতি কত অন্ধজনে আর।
দেন দরশন শক্তি দয়ার আধার॥

বলেন তাদেরে যীশু তখন উত্তরে।
যাও গিয়া যোহনেরে বল হে সত্বরে॥

নয়নে দেখিলে যাহা শুনিলে শ্রবণে।
প্রভাবের কর্ম্ম যত বলিও যতনে॥

দেখিছে অন্ধেরা নেত্রে খঞ্জেরা চলিছে।
পরমেশ গুণ তারা আনন্দে গাহিছে॥

হইতেছে কুষ্ঠী যারা দেখ পরিষ্কৃত।
শুনিছে বধিরগণ, প্রাণ পায় মৃত॥

দরিদ্র নিকটে দেখ শুভ সমাচার।
হইছে যে প্রচারিত শুনহ আবার॥

ধন্য সে পুরুষ দেখ বড় ভাগ্যবান।
না পায় আমাতে যেই বিঘ্নের কারণ॥

যোহনের দূতগণ করিলে প্রস্থান।
বলেন সবারে তিনি তাঁহার সন্ধান॥

গিয়াছিলে কি দেখিতে তোমরা প্রান্তরে।
বাতাসে কম্পিত নল দেখিবার তরে॥

কি দেখিতে গিয়াছিলে তবে সেই স্থানে।
ক্ষোম বস্ত্র পরিহিত কোন ভদ্র জনে॥

দেখ যারা ক্ষোম বস্ত্র করে পরিধান।
সুখ ভোগে কাল কাটে পাইয়া সম্মান।

রাজার বাটীতে থাকে তাহারা সুখেতে।
তবে কি দেখিতে গেলে সেই প্রান্তরেতে ॥

ভাববাদী জনে কিবা করিতে দর্শন।
বলি আমি সত্য এবে শুন দিয়া মন ॥

ভাববাদী হতে তিনি শ্রেষ্ঠ মহাজন।
পুরুষ প্রধান তিনি শাস্ত্রের বচন ॥

দেখ আমি নিজ দূত অগ্রেতে তোমার।
পাঠালাম ধরাধামে শুন বাক্য সার ॥

করিবে প্রস্তুত পথ সে তোমার আগে।
যেমন লিখিত আছে দেখ আদি ভাগে ॥

বলি আমি তোমাদেরে শুন বিবরণ।
অবলা উদরজাত যতেক সন্তান ॥

তাহাদের মাঝে কেহ যোহন হইতে।
বড় হ'য়ে জন্মে নাই এই পৃথিবীতে ॥

তথাপি ঈশ্বর রাজ্যে অতি ক্ষুদ্র জন।
যোহন হইতে শ্রেষ্ঠ করহ শ্রবণ ॥

যখন সকল লোক করিল শ্রবণ।
করগ্রাহিগণ করে ঈশ সংকীর্ত্তন ॥

ধর্ম্মময় পরমেশে করিল স্বীকার।
হয়েছিল যাহাদের জলেতে সংস্কার ॥

ফরীশী ও অধ্যাপকেরা যোহনের দ্বারা।
হয়নি অবগাহিত গরবে তাহারা ॥

ঈশ্বরের অভিপ্রায় আপন বিষয়।
করিল বিফল দেখ করিয়া সংশয় ॥

তবে আমি একালের লোকদের সনে।
কিসের তুলনা দিব তাই ভাবি মনে ॥

তাহারা কিসের তুল্য শুন দিয়া কাণ।
বলি আমি হয় তারা বালক সমান॥

বাজারে বসিয়া যারা ডাকি পরস্পর।
বলে মোরা বাজালাম বাঁশিতে সুস্বর॥

তোমাদের কাছে কত ; কিন্তু হে তোমরা।
নাচিলে না হইলাম নিরাশ আমরা॥

কাঁদিলাম মোরা দেখ কিন্তু যে রোদন।
করিলে না একবার বল এ কেমন॥

যোহন অবগাহক আসিয়া জগতে।
ভোজন করেন নাই রুটী কোন মতে॥

করেন নাই কভু দেখ দ্রাক্ষারস পান।
ভূতগ্রস্ত তারে বল তোমরাই জান॥

করেন মনুষ্য পুত্র পান ও ভোজন।
তাই বলে থাক তাঁরে দেখ এই জন॥

পেটুক ও মদ্যপায়ী এ লোক কেমন।
আরো পাপী করগ্রাহীর বন্ধু এই জন॥

নিজের সন্তান দ্বারা কিন্তু প্রজ্ঞা জান।
নির্দ্দোষী গণিত হ'ল পাইয়া সম্মান॥

ফরীশী দলের মাঝে কোন এক জন।
করিতে ভোজন তাঁরে করে নিমন্ত্রণ॥

প্রবেশ করিয়া যীশু ফরীশী গৃহেতে।
বসেন ভোজনে শিষ্যদিগের সঙ্গেতে॥

আর সে নগরে দেখ একটী রমণী।
আছিল পাপিনী জান বড় অভাগিনী॥

যীশু সেই ফরীশীর বাড়ীতে ভোজন।
করিতে বসিয়াছেন জানিয়া তখন॥

পূরিয়া আতর সাদা পাথর কৌটায়।
লইয়া আইল তথা দিতে তাঁর পায়॥

কাঁন্দিতে কাঁন্দিতে নারী পিছনে তাঁহার।
দাঁড়াল পায়ের কাছে কম্পিত শরীর॥

ধুইল নয়ননীরে যীশুর চরণ।
মুছিয়া মাথার চুলে করিলা চুম্বন॥

মাখাল ভকতি ভরে সুগন্ধি আতর।
হইয়া নয়ন নীরে রমণী কাতর॥

নিমন্ত্রণকারী সেই ফরীশী তখন।
দেখিয়া সকল মনে করে আন্দোলন॥

ভাববাদী যদি হ'ত এই মহাজন।
তাহাকে পরশ করে সে নারী কেমন॥

সে যে হয় পাপীয়সী জানিতে পারিত।
উত্তরে বলেন যীশু তাহাকে ত্বরিত॥

বলিবার আছে কিছু শিমোন তোমায়।
বলুন যে আজ্ঞা গুরু বলুন আমায়॥

বলেন শ্রীযীশু ছিল এক মহাজন।
তাহার নিকটে ঋণী ছিল দুই জন॥

ধারিত জনৈক পাঁচ শত সিকি জান।
পঞ্চাশ সিকির ঋণী ছিল অন্য জন॥

না থাকায় পরিশোধ উপায় তাদের।
ক্ষমিল সে দয়া করি ঋণ দুজনের॥

এ দুই জন মাঝে কেবা মহাজনে।
করিবে অধিক প্রেম বলহ এক্ষণে॥

উত্তরে শিমোন বলে আমার বিচার।
ক্ষমিল অধিক্ ঋণ মহাজন যার॥

করিবে সে প্রেম বেশী নাহিক সংশয়।
বলেন শ্রীযীশু তারে শুন মহাশয়॥

করিলে এখানে তুমি উচিত বিচার।
ফিরিয়া সে নারী প্রতি বলেন আবার॥

দেখিতেছ এ দুঃখিনী নারীরে এখন।
এলাম তোমার গৃহে আমি হে যখন।

দিলে না আমায় জল পা ধোবার তরে।
কিন্তু এই অবলাটি নয়নের নীরে॥

ধুইয়া চরণ মোর কেশে আপনার।
দিয়াছে মুছিয়া দেখ প্রেম কি অপার॥

করিলে না দেখ তুমি চুম্বন আমায়।
আসিয়াছি যে অবধি তোমার আলয়॥

করিছে চুম্বন নারী আমার চরণ।
এ অবধি ক্ষান্ত নয় কর দরশন॥

দিলে নাক তৈল তুমি আমার মাথায়।
মাখাল সুগন্ধি তৈল দেখ মোর পায়॥

তাই আমি কহিতেছি শুন দিয়া মন।
হ'ল ক্ষমা সব পাপ ইহার এখন॥

করিল অধিক প্রেম তাই ত কারণ।
বুঝ মনে মনে তুমি এই বিবরণ॥

অল্প পাপ ক্ষমা পায় শুন যেই জন।
করে অল্প প্রেম সেই সত্য এ বচন॥

বলিলেন সে নারীরে তিনি এ প্রকার।
হয়েছে সকল পাপ ক্ষমা গো তোমার॥

বসেছিল যারা তাঁর সঙ্গেতে ভোজনে।
বলিতে লাগিল তারা ইহা মনে মনে॥

পাপ ক্ষমা করে বল কেমন এ জন।
বলেন সে নারী প্রতি শ্রীযীশু তখন॥

তোমার বিশ্বাস ত্রাণ করেছে তোমায়।
শান্তিতে গমন কর নাহি কোন দায়॥

অষ্টম অধ্যায়।

অতঃপর ঈশ রাজ্যের শুভ সমাচার।
নগরে নগরে গ্রামে করিতে প্রচার॥

করেন ভ্রমণ যীশু দয়ার আধার।
ছিল সেই বার জন সঙ্গেতে তাঁহার॥

আছিল আবার সঙ্গে নারী কয় জন।
পাইল পাপাত্মা হতে যাহারা মোচন॥

মগদলিনী মরিয়ম নাম যে নারীর।
যাঁহা হতে সাত ভূত হইল বাহির॥

হেরোদের কোষাধ্যক্ষ কুষের গৃহিণী।
যোহানা নামেতে খ্যাতা সধবা রমণী॥

শোশন্না ছিলেন সঙ্গে আর কয় নারী।
সেবে নিজ অর্থ দিয়া তাদের সবারি॥

যখন প্রভুর কাছে লোকেরা বিস্তর।
বিভিন্ন নগর হতে আসিল সত্বর॥

তাহাদেরে দেখি প্রভু যীশু সনাতন।
দেন শিক্ষা উপমায় লোকেরে তখন॥

বুনিবার তরে বীজ চাষী এক জন।
চলিল আপন ক্ষেতে হয়ে এক মন॥

পথ ধারে পড়ে বীজ বুনিবার কালে।
দলিল পথিক তাহা চলিবার কালে॥

আকাশের পক্ষিগণ আসিয়া তথায়
খাইল খুঁটিয়া বীজ পথে যাহা পায় ॥

পড়িল কতক বীজ পাষাণ উপরে।
হ'ল অঙ্কুরিত তাহা দেখহ সত্বরে ॥

না পাইয়া রস তাহা গেল শুকাইয়া।
উপমা বচনে শিক্ষা বুঝ মন দিয়া ॥

পড়িল কতক বীজ আর কাঁটা বনে।
সঙ্গে সঙ্গে কাঁটা গাছ উঠিয়া সেখানে।

চাপিয়া রাখিল সব বাড়িল না আর।
পড়ে কত বীজ ভাল ভূমিতে আবার ॥

তাহাতে বাড়িয়া গাছ ফলে শতগুণ।
কহিয়া এ কথা উচ্চে বলিলেন শুন ॥

শুনিতে শ্রবণ আছে জগতে যাহার।
শুনুক সে জন বাণী শুভ সমাচার ॥

সুধাইল শিষ্যগণ তাঁরে অতঃপর।
এ দৃষ্টান্ত ভাব কিবা বলুন সত্বর ॥

কহিলেন প্রভু যীশু দয়ার সাগর।
সকল নিগূঢ় তত্ত্ব ঈশ্বর রাজ্যের ॥

তোমাদের জ্ঞাত হেতু হয়েছে প্রদত্ত।
আর সব লোক কাছে এ কথা গুপত।

উপমা বচনে তাই লোকদের কাণে।
হইতেছে শিক্ষা দত্ত তাহাদের সনে ॥

দেখিয়' না দেখে যেন তাহারা নয়নে
শুনিয়া শ্রবণে যেন নাহি বুঝে মনে ॥

উপমার শিক্ষা সার শুন দিয়া মন।
সেই বীজ হয় জান ঈশ্বর বচন ॥

পথের পার্শ্বের লোক হয় এ প্রকার।
শুনিতেছে যারা বাক্য শুভ সমাচার॥

তাহাদের মন হ'তে কিন্তু শয়তান।
করিছে হরণ বাক্য করিয়া ছলন॥

হইয়া বিশ্বাসী যেন তারা পরিত্রাণ।
না পায় জগতে কোন সত্যের প্রমাণ॥

আনন্দে গ্রহণ করে শুনি বাক্য যারা।
পাষাণ উপরে বীজ সমান তাহারা॥

না থাকায় উহাদের শিকড় ভিতরে।
করয় বিশ্বাস মাত্র ক্ষণ কাল তরে॥

পড়িলে সঙ্কটে তারা পলায় সরিয়া।
পড়ে পরীক্ষায় ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া॥

কাঁটা বনে বীজ সম তারা সব জান।
যাহারা ঈশ্বর বাক্য করিছে শ্রবণ॥

চলিতে চলিতে কিন্তু সংসার চিন্তায়।
ধন জন সুখ ভোগে ধর্ম্ম ভুলে যায়॥

ধরিলেও তারা ফল পাকে না কখন।
কারণ চাপিয়া রাখে অমূল্য রতন॥

উত্তম ভূমিতে বীজ জানিও তাহারা।
শুনিয়া ঈশ্বর বাক্য হৃদয়ে যাহারা॥

আপন আপন সাধু সরল অন্তরে।
যতনে জন্মায় ফল ধৈর্য্য সহকারে॥

জ্বালিয়া প্রদীপ কেহ পাত্র চাপা দিয়া।
রাখে না খাটের নীচে কভু লুকাইয়া॥

কিন্তু রাখে সে প্রদীপ দীপাধার'পরে।
যেন আলো পায় লোক যে আসে ভিতরে॥

নাহিক সংসারে গুপ্ত কিছুই এমন।
হবে নাক প্রকাশিত যে কথা কখন॥

নাহিক সংসারে কোন বিষয় গোপন।
পাবে না প্রকাশ যাহা দেখ কদাচন॥

অতএব কাণে শুন হয়ে সাবধান।
কারণ যাহার আছে পাবে সেই দান॥

যার নাই তার বোধে যাহা কিছু আছে।
সে সকল হবে নীত তাহা হ'তে পাছে॥

অনন্তর যীশু মাতা আর ভ্রাতৃগণ।
সাক্ষাৎ করিতে সবে করে আগমন॥

জনতার জন্য তারা যীশুর সাক্ষাতে।
আসিতে অক্ষম হ'ল রহিল পশ্চাতে॥

পরে তাঁরে এ সংবাদ জানান হইল।
আপনার মাতা আর ভ্রাতারা সকল॥

বাহিরে দাঁড়িয়ে আছে দেখিবার তরে।
কহিলেন তাঁহাদেরে শ্রীযীশু উত্তরে॥

আমার জননী আর মোর ভ্রাতৃগণ।
সেবে যারা পরমেশে করিয়া যতন॥

শুনিয়া ঈশ্বর বাক্য করয় পালন।
ভক্তি প্রেম ফুলে করে সদা আরাধন॥

একদিন প্রভু যীশু ল'য়ে শিষ্যগণ।
করিলেন একখানি তরী আরোহণ॥

বলিলেন শিষ্যদেরে এ কথা তখন।
হ্রদের ওপারে যাই আমরা এখন॥

খুলিয়া তাহারা তরী বাহি ধীরে ধীরে।
চলিল ; শ্রীযীশু নিদ্রা গেলেন অচিরে।

তখন উঠিল হ্রদে ঝড় ভয়ঙ্কর।
জল পূর্ণ তরী খানি বিষম ব্যাপার॥

পড়িয়া তাহারা সবে এহেন সঙ্কটে।
জানাইল শ্রীযীশুরে যাইয়া নিকটে॥

হে নাথ, হে নাথ, মোরা হলেম বিনাশ।
জাগিয়া দেখেন তিনি প্রবল বাতাস॥

জলের তরঙ্গে আর বাতাসে তখন।
দিলেন আদেশ তিনি করিয়া তর্জ্জন॥

থামিল বাতাস আর তরঙ্গ উভয়।
হ'ল হ্রদে মহা শান্তি দূরে গেল ভয়॥

কহিলেন পরে তিনি নিজ শিষ্যগণে।
কোথায় বিশ্বাস বল তোমাদের মনে॥

তখন তাহারা ভীত হ'য়ে অতিশয়।
পরস্পার বলে একি আশ্চর্য্য বিষয়॥

কেমন পুরুষ ইনি বুঝিতে ত নারি।
জল ও পবন মানে আদেশ যাঁহারি॥

পরে তারা গালীলের আসি পর পারে।
প্রবেশেন গেরাসেনী দেশে হ্রদ ধারে॥

নামিলেন কূলে তথা শ্রীযীশু যখন।
সে নগরে ভূতাক্রান্ত কোন এক জন॥

আইল সম্মুখে তাঁর হয়ে দিগম্বর।
পরিত না কাপড় সে অতি ভয়ঙ্কর॥

করিত না গৃহে বাস থাকিত কবরে।
দেখিয়া যীশুরে সেই ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥

সম্মুখে পড়িয়া শেষে বলে এ বচন।
ওহে যীশু পরাৎপর ঈশ্বর নন্দন॥

।ক সম্বন্ধ আছে মোর আপনার সনে।
দিবেন যাতনা কেন নিবেদি চরণে॥

অশুচি আত্মায় তিনি সেই লোক হ'তে।
করেন আদেশ এবে বাহিরে যাইতে॥

করিত সে আক্রমণ তারে বার বার।
হাত কড়ি বেড়ি দিয়া বেন্ধে রাখা ভার॥

শৃঙ্খল ও বেড়ি ভেঙ্গে ছিঁড়িয়া বন্ধন।
ভূতের আবেশে যেত প্রান্তরে নির্জ্জন॥

জিজ্ঞাসেন ভূতে যীশু কি নাম তোমার।
ভূত বলে নাম হয় বাহিনী আমার॥

কারণ অনেক ভূত তাহাতে প্রবেশ।
করেছিল পাইবারে আশ্রয় বিশেষ॥

বিনয়ে ভূতেরা তাঁরে করে নিবেদন।
যেতে যেন রসাতলে আজ্ঞা নাহি দেন॥

পর্ব্বত উপরে তথা শূকরের পাল।
তখন চরিতেছিল সে দল বিশাল॥

বিনয়ে বলিল তাঁরে ভূতেরা তখন।
মোদেরে আদেশ এবে হউক এমন॥

শূকরের পাল মাঝে করিতে আশ্রয়।
দিলা তবে অনুমতি ঈশ্বর তনয়॥

সেই লোক হ'তে তারা বাহির হইয়া।
শূকর পালের মাঝে প্রবেশিল গিয়া॥

তাতে সে শূকর পাল ঢালু পথ দিয়া।
বেগে ছুটি হ্রদে পড়ি মরিল ডুবিয়া॥

শূকর পালকগণ হেরি এ ঘটনা।
পলাইয়া গ্রামে গ্রামে করিল রটনা॥

ঘটনা কি ঘটিয়াছে দেখিবার তরে।
আইল নগর হ'তে লোকেরা সত্বরে॥

দেখিল যীশুর কাছে ভূতাক্রান্ত জন।
বাহির হয়েছে তাহা হ'তে ভূতগণ॥

পরিয়া কাপড় ভাল মানুষের মত।
যীশুর চরণ তলে বসে আছে শান্ত॥

দেখিয়া পাইল ভয় সকলে তাহারা।
দেখেছিল এ ঘটনা স্বনেত্রে যাহারা॥

কিরূপে হইল ভাল ভূতাক্রান্ত জন।
বলিল লোকের কাণে যত বিবরণ॥

ছিল যত লোক জন সকল প্রদেশে।
বিনয় করিয়া বলে যীশুরে বিশেষে॥

ত্বরায় মোদের হ'তে করুন প্রস্থান।
সবে ভয়াকুল ছিল হ'য়ে হতজ্ঞান॥

পরে তিনি এক খানি তরী আরোহণে।
ফিরিলেন পরপারে শিষ্যদের সনে॥

যে জন হইতে ভূত বাহির হইল।
সেই জন শ্রীচরণে বিনতি করিল॥

থাকিতে সে পারে যেন শ্রীযীশুর সনে।
দিলেন বিদায় কিন্তু প্রভু সেই জনে॥

বলিলেন তুমি যাও ফিরে নিজ ঘরে।
করেছেন যেই কার্য্য ঈশ তব তরে॥

প্রচার করহ সব নিজ গ্রামে গিয়া।
তাই চলে গেল সেই বিদায় হইয়া॥

করেছেন যেই কাজ যীশু তার তরে
করিল ঘোষণা সেই আপন নগরে॥

ফিরিয়া আইলে যীশু লোকেরা তখন
আগ্রহে করিল তাঁরে সাদরে গ্রহণ ॥

কারণ লোকেরা ছিল অপেক্ষায় তাঁর।
যায়ীর নামেতে লোক আইল এবার ॥

সমাজ ঘরের সেই অধ্যক্ষ সুজন।
যীশুর চরণে পড়ি করে নিবেদন ॥

আসুন আমার ঘরে গুরো একবার।
করুন প্রদান প্রাণ কন্যার আমার ॥

এক মাত্র কন্যা সেই নাহি অন্য জন।
বয়স বৎসর বার হয়েছে এখন ॥

মৃতপ্রায় হয়েছিল কন্যা একারণ।
হ'য়ে শোকাকুল পিতা করে নিবেদন ॥

যাইতে যাইতে যীশু লোকেরা সকল।
চাপাচাপি করে তাঁরে দেখিতে কেবল ॥

দ্বাদশ বরষাবধি একটী রমণী।
আক্রান্ত প্রদর রোগে ছিল অভাগিনী ॥

বিতরি সর্ব্বস্ব ধন কত বৈদ্যগণে।
নারিল আরোগ্য হ'তে ছিল দুঃখ মনে ॥

আসিয়া পিছনে দেখ বস্ত্র খোপ তাঁর।
পরশে বিশ্বাস ভরে এক চিত্তে আর ॥

হ'ল রক্ত স্রাব বন্ধ নারীর অমনি।
জিজ্ঞাসেন প্রভু যীশু শ্রীমুখে তখনি ॥

বল কে জনতা মাঝে পরশে আমায়।
অস্বীকার করে সব লোকেরা তথায় ॥

বলিল পিতর আর সঙ্গী যত জন।
ওহে গুরো চাপাচাপি ক'রে লোকগণ ॥

পড়িতেছে আপনার উপরে আসিয়া।
বলিলেন যীশুবর এ কথা শুনিয়া॥

করেছে পরশ কেহ আমারে নিশ্চয়।
জানিয়াছি মনে আমি নাহিক সংশয়॥

হ'ল আমা হতে মহা শকতি নির্গত।
দেখিল সে নারী যবে নঁহে সে গুপত॥

কাঁপিতে কাঁপিতে নারী আসিয়া তখন।
প্রণমি সম্মুখে বলে যত বিবরণ॥

কি কারণে করেছিল পরশ তাঁহারে।
হয়েছে আরোগ্য রোগ তার কি প্রকারে॥

লোকের সাক্ষাতে তাহা করিল বর্ণন।
বলিলেন যীশু তারে হে কন্যে এখন॥

করিল আরোগ্য তব বিশ্বাস তোমায়।
শান্তিতে চলিয়া যাও দিলাম বিদায়॥

বলিছেন তিনি কথা সময়ে এমন।
সমাজ অধ্যক্ষ গৃহ হ'তে এক জন॥

আসিয়া বলিল শুন কন্যাটী তোমার।
গিয়াছে মরিয়া এবে এই সমাচার॥

দিও না গুরুকে ক্লেশ আর অকারণ।
শুনিয়া বলেন যীশু তাহারে তখন॥

না করিও ভয় কর বিশ্বাস কেবল।
হইবে আরোগ্য কন্যা তোমারি সম্বল॥

পরে তিনি সেই গৃহে হ'য়ে উপস্থিত।
পিতর যাকোব আর যোহন সহিত॥

বালিকার পিতামাতা বিনা কারে আর
ভিতরে না লইলেন সঙ্গে আপনার॥

করিছে বালিকা তরে সকলে রোদন।
কাঁদিতেছে হায় হায় ক'রে কত জন॥

কাঁদিও না বলিলেন যীশু দয়াময়।
মরে নাই শুয়ে আছে কন্যাটি নিশ্চয়॥

জানিত মরেছে কন্যা লোকেরা সকল।
শুনি করে উপহাস তাঁহাকে কেবল॥

কিন্তু তিনি হস্ত ধরি কন্যার তখন।
উঠ কন্যে বলি তারে করেন আহ্বান॥

তখন তাহার আত্মা আইল ফিরিয়া।
পলকে উঠিল কন্যা বিছানা ছাড়িয়া॥

খেতে দিতে তারে কিছু দিলেন আদেশ।
হ'ল তার পিতামাতা চকিত বিশেষ॥

দিলেন আদেশ তিনি তাদের সেখানে।
বলিও না এ ঘটনা কারে কোন স্থানে॥

নবম অধ্যায়।

অতঃপর প্রভু যীশু শিষ্য বার জনে।
ডাকিয়া কর্ত্তৃত্ব ভার দিলেন সেক্ষণে॥

ভূতের উপরে শক্তি রোগ ব্যাধি আর।
করিতে আরোগ্য তিনি দেন অধিকার॥

ঈশ্বর রাজ্যের কথা করিতে ঘোষণ।
রোগীদের নানা রোগ করিতে মোচন॥

তাই তিনি শিষ্যগণে করিয়া প্রেরণ।
দিলেন আদেশ যাহা শুন দিয়া মন॥

লইও না কিছু মাত্র পাথেয় সঙ্গেতে।
লইও না থলি ঝুলি ছড়ি কোন মতে॥

লইও না খাদ্য দ্রব্য টাকা কড়ি আর।
লইও না জামা দুটি সঙ্গে আপনার॥

প্রবেশিবে যেই ঘরে থাকিও তথায়।
করিলে প্রস্থান যেও হইয়া বিদায়॥

যেই জন তোমাদেরে না করে গ্রহণ।
সে নগর হ'তে কর প্রস্থান যখন॥

তাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য হইবে বলিয়া।
ফেলিও পায়ের ধূলা তোমরা ঝাড়িয়া॥

যীশুর আদেশ ল'য়ে তারা শিরোপরে।
চারিদিকে গ্রামে গ্রামে চলিল সত্বরে॥

ঘোষিল সকল স্থানে শুভ সমাচার।
করিল আরোগ্য কত রোগিগণে আর॥

এ সব ঘটনা ক্রমে হেরোদ রাজার।
উঠিল শ্রবণে তাই ভাবে দুরাচার॥

কারণ বলিত ইহা কোন কোন জন।
উঠেছেন মৃত্যু হতে সন্ন্যাসী যোহন॥

দিয়াছেন দরশন এলিয় সুজন।
বলিত এ কথা আর কোন্ কোন জন॥

আর কোন কোন লোক বলিত এমন।
প্রাচীন কালের ভাববাদী এক জন॥

উঠেছেন দেহ লয়ে নাহিক সংশয়।
বলিল হেরোদ কিন্তু এ কে মহাশয়॥

আমি ত যোহন শির করেছি ছেদন।
কিন্তু বল কেবা ইনি পুরুষ কেমন॥

যাহার বিষয় শুনি এই বিবরণ।
তাই তাঁরে দেখিবারে করিল যতন॥

ফিরিয়া প্রেরিতগণ আইল সত্বর।
জানাল যা করেছিল যীশুর গোচর॥

পরে তিনি সঙ্গে ল'য়ে তাদের সকলে।
চলিলেন বৈৎসৈদা নগরে বিরলে॥

জানিয়া লোকেরা সবে তাঁহার সন্ধান।
চলিল সে পথ ধ'রে পেতে দরশন॥

দেখিয়া জনতা এত যীশু দয়াময়।
করেন গ্রহণ সবে হইয়া সদয়॥

ঈশ্বর রাজ্যের কথা করেন প্রচার।
করিলেন নিরাময় রোগী জনে আর॥

অতঃপর হ'ল যবে দিবা অবসান।
দেখি সেই বার শিষ্য যীশুরে জানান॥

এ লোক সমূহ প্রভু করুন বিদায়।
যেন এরা চারিদিকে গ্রামে গ্রামে যায়॥

করে যেন রাত্রিবাস ও খাদ্য অন্বেষণ
দেখুন এ স্থান হয় কেমন নির্জ্জন॥

বলিলেন দয়াময় তাদেরে তখন।
এ সবারে তোমরাই করাও ভোজন॥

বলে তারা দুটি মাছ রুটি পাঁচ খানি।
ছাড়া আর কিছু নাই সঙ্গে মোরা জানি॥

তবে কি আমরা গিয়া এ জনতা তরে।
আনিব কিনিয়া খাদ্য যা পাই নগরে॥

পুরুষ সহস্র পঞ্চ ছিল অনুমান।
বলিলেন লোকগণে বসাও এক্ষণ॥

পঞ্চাশ পঞ্চাশ জন করি সারি সারি।
বসাও যতনে গিয়া আদেশ আমারি॥

সেরূপ করিয়া তারা দিল বসাইয়া।
পাঁচ রুটী দুটি মাছ শ্রীকরে লইয়া ॥

করিয়া স্বর্গের দিকে ঊর্দ্ধে নিরীক্ষণ।
সে গুলিরে আশীর্ব্বাদ করেন তখন ॥

ভাঙ্গিয়া নিজের করে বিতরণ তরে।
সঁপিলেন শিষ্যগণে দিতে সব নরে ॥

পরিতৃপ্ত হ'ল সবে করিয়া ভোজন।
আহারান্তে গুঁড়া গাঁড়া করিল চয়ন ॥

হ'ল পূর্ণ বার ডালা শিষ্যেরা চকিত।
শুভ সমাচারে ইহা হয়েছে লিখিত ॥

অতঃপর প্রভু যীশু নির্জ্জনে যখন।
প্রার্থনা করিতেছেন ল'য়ে শিষ্যগণ ॥

সুধালেন তাহাদেরে যীশু গুণাধার।
আমি কে লোকেরা করে কেমন বিচার ॥

কেহ বলে আপনি অবগাহক যোহন।
কেহ কেহ বলে হন এলিয় সুজন ॥

আর কেহ কেহ বলে প্রাচীন কালের।
ভাববাদীদের মাঝে কোন সাধু নর ॥

হ'লেন উদয় এবে সংসার মাঝার।
জিজ্ঞাসেন শিষ্যে পুনঃ এই সমাচার ॥

কি বল তোমরা কিন্তু আমি কে এখন।
উত্তরে পিতর তথা বলে এ বচন ॥

ঈশ্বরের সেই খ্রীষ্ট পতিত পাবন।
শুনি তিনি দৃঢ়রূপে করেন বারণ ॥

না বলিতে এই কথা কাহারো গোচর।
বলিলেন শিষ্যগণে শুন সমাচার ॥

মনুষ্যপুত্রেরে দুঃখ ভোগ যে বিস্তর।
করিতে হইবে এই সংসার মাঝার॥

প্রাচীন পণ্ডিত আর যাজক প্রধান।
করিবে অগ্রাহ্য তাঁরে ক'রে অপমান॥

মারিয়া ফেলিবে তাঁরে প্রাণে করি হত।
উঠিবেন তিন্ দিনে মৃত্যু হ'তে সত্য॥

বলেন সকলে তিনি শুন দিয়া মন।
যে করিতে চাহে মম পশ্চাৎ গমন॥

করুক সে আপনারে তবে অস্বীকার।
লউক আপন ক্রুশ তুলিয়া আবার॥

পশ্চাতে আসুক মম নিত্য সেই জন।
বলিলাম সত্য মন্ত্র পবিত্র বিধান॥

যে কেহ আপন প্রাণ চায় বাঁচাইতে।
হারাইবে নিজ প্রাণ পাবে না রাখিতে॥

যে কেহ আমার তরে হারাইবে প্রাণ।
বাঁচাইবে সেই জন আপন পরাণ॥

কারণ মনুষ্য যদি বিশ্ব সমুদায়।
করিয়া আনন্দে লাভ আত্মায় হারায়॥

তবে কি হইল লাভ সংসারে তাহার।
শ্রীযীশুর শিক্ষাসার শুভ সমাচার॥

যে কেহ আমায় আর আমার শিক্ষায়।
ক'রে থাকে মনে মনে লজ্জার বিষয়॥

তাহাকে মনুষ্য পুত্র লজ্জার বিষয়।
গণিবেন পরকালে বিচার সময়॥

যে কালে মনুষ্যপুত্র নিজের প্রতাপে।
পতার ও পবিত্র দূতদলের প্রতাপে॥

আসিবেন ধরাধামে এ কথা নিশ্চয়।
সে জন তখন হবে লজ্জার বিষয়॥

বলি আমি তোমাদেরে না কর সংশয়।
এখানে দাঁড়িয়ে আছে যত লোকচয়॥

তাহাদের মাঝে আছে কোন কোন জন।
যাবৎ ঈশ্বর রাজ্য না করে দর্শন॥

না পাইবে কোন মতে মৃত্যুর আস্বাদ।
জানালেম তোমাদেরে এ শুভ সংবাদ॥

এ সকল কথা অন্তে আট দিন পরে।
যোহন যাকোব আর লইয়া পিতরে॥

উঠেন পর্ব্বতে তিনি প্রার্থনা করিতে।
করেন ঈশ্বর ধ্যান যবে একচিত্তে॥

এমন সময়ে তাঁর মুখের আকার।
হ'ল রূপান্তর দেখ কিবা চমৎকার॥

তাঁহার কাপড় হল সাদা ধপ্‌ধপে।
হেরিলে ঝলসে আঁখি হেন চক্‌চকে॥

আর দেখ দুই মহা পুরুষ তথায়।
করিল আলাপ আসি অপূর্ব্ব ভাষায়॥

মোশি ও এলিয় দুই পুরুষ তখন।
করেন প্রতাপে তথা দেখ আগমন॥

শ্রীযীশুর মহাযাত্রা বিষয় তখন।
লাগিল করিতে তাঁরা কথোপকথন॥

হইবে যিরূশালেমে যে কর্ম্ম সাধন।
তাই করেছেন মর্ত্ত্যে তিনি আগমন॥

তখন পিতর আর শিষ্যেরা নিদ্রায়।
এত যে কাতর ছিল বলা নাহি যায়॥

জাগিয়া দেখিল তারা প্রতাপ তাঁহার ।
উপস্থিত দুই মহা পুরুষ আবার ॥

যীশুর নিকট হ'তে তাঁহারা যখন ।
প্রস্থান করিতেছেন পিতর তখন ॥

বলিল যীশুরে, নাথ, মোদের হেথায় ।
থাকা ভাল এ শিখরে বলুন আমায় ॥

করিব নির্ম্মাণ মোরা তিনটী কুটীরে ।
আপনার জন্যে আর মোশি এলি তরে ।

কিন্তু সে বলিল যাহা বুঝে নাই তাহা ।
শুন সবে মন দিয়া ঘটেছিল যাহা ॥

কথা বলিবার কালে মেঘ এক খানি ।
আসিয়া তাদেরে ছায়া করিল তখনি ॥

প্রবেশিল তারা দুটী সেই মেঘ রথে ।
দেখিয়া হইল ভীত শিষ্যেরা মনেতে ॥

হ'ল সেই মেঘ হ'তে এ আকাশবাণী ।
"ইনিই আমার পুত্র মনোনীত তিনি ॥

তোমরা ইহাঁর কথা মন দিয়া শুন" ।
রহিলেন যীশু একা নাহি অন্য জন ॥

রহিল নীরব তারা পেয়ে দরশন ।
জানাইল নাহি তার কিছুই তখন ॥

পর্ব্বত হইতে তারা পরদিনে জান ।
আইল নামিয়া যবে জনতা তখন ॥

করিল সাক্ষাৎ সবে মিলি তাঁর সনে ।
জনতার মধ্য হ'তে কোন এক জনে ॥

উচ্চৈঃস্বরে বলে গুরো করিয়া বিনতি ।
করুন করুণা দৃষ্টি মোর পুত্র প্রতি ॥

কারণ সে একমাত্র আমার নন্দন।
দেখুন পাপাত্মা তারে করে আক্রমণ॥

হঠাৎ চীৎকার করে হায় বাছা মোর।
মুচড়িয়া ধরে সেটা যাতনা বিস্তর॥

মুখ হতে ফেনা উঠে হায় কি যাতনা।
করে ক্ষত বিক্ষত যে দিয়া কষ্ট নানা॥

বড় আশা ক'রে আমি ছাড়াইতে তারে।
আনিলাম তব শিষ্যদিগের গোচরে॥

করিলাম তাহাদেরে কত যে বিনয়।
পারে না ছাড়াতে ভূত ওহে দয়াময়॥

বলেন উত্তরে যীশু ওহে অবিশ্বাসী।
বিপথগামীর বংশ শুন এবে ভাষি॥

তোমাদের কাছে আমি আর কত কাল।
থাকিব সহিষ্ণু হ'য়ে বহিয়া জঞ্জাল॥

লয়ে এস তব পুত্র আমার নিকটে।
আনিবার কালে পুত্র পড়িল সঙ্কটে॥

মারিয়া আছাড় ভূত ফেলে দিল তারে।
মুচড়ায়ে ভয়ঙ্কর প্রাণে কিবা মারে॥

কিন্তু যীশু সে অশুচি আত্মায় তখন।
দিলেন ধমক ভারি করিয়া তর্জ্জন॥

নিরাময় করি সেই বালকে সত্বরে।
সঁপিলেন পিতা কোলে চমকিত নরে॥

ঈশ্বর মহিমা সবে করে সংকীর্ত্তন।
বলে ধন্য ধন্য যীশু পতিত পাবন॥

যে সকল কর্ম্ম তিনি করেন সাধন।
তাহাতে আশ্চর্য্য হল নর জাতিগণ॥

কহিলেন শিষ্যগণে যীশু ত্রাণাকর।
এ সকল বাক্য মম দৃঢ় মনে ধর॥

কেননা মনুষ্যপুত্র লোকদের করে।
হইবেন সমর্পিত কিছু দিন পরে॥

কিন্তু এই কথা তারা বুঝিতে নারিল।
তাহাদের হ'তে ইহা গুপত রহিল॥

বুঝিতে না পারে যেন তারা এ বিষয়।
জিজ্ঞাসিতে গুরুবরে পায় মনে ভয়॥

অতঃপর শিষ্য মাঝে শ্রেষ্ঠ কোন্ জন।
এই কথা আপনারা করে আলোচন॥

তাহাদের হৃদি চিন্তা বিতর্ক জানিয়া।
আনিলা নিকটে এক শিশুরে ডাকিয়া॥

করাইয়া দাঁড় কাছে বলেন তাদেরে।
যে কেহ আমার নামে এই বালকেরে॥

করয় গ্রহণ; জান আমারে সে জন।
গ্রহণ করিছে জেনো সত্য এ বচন॥

যে কেহ আমারে করে গ্রহণ সংসারে।
গ্রাহ্য করে তাঁরে যিনি পাঠালেন মোরে

তোমাদের মাঝে ক্ষুদ্র সব চেয়ে যেই।
হইবে প্রধান বলি তোমাদের সেই॥

বলিল যোহন প্রভো কেহ তব নামে।
ছাড়াইছে ভূতগণে দেখিলাম গ্রামে॥

করিয়াছিলাম মোরা তারে নিবারণ।
আমাদের অনুগামী সে নয় যখন॥

বলিলেন যীশু কিন্তু চেয়ে তার পানে।
করিও না নিবারণ সে আমায় জানে॥

কেননা যে তোমাদের না হয় বিপক্ষ।
সেই জন তোমাদের আছয় সপক্ষ॥

ঊর্দ্ধে নীত হইবার সময় যখন।
হইয়া আসিতেছিল যীশুর পূরণ॥

যাইতে যিরূশালেমে হলেন তৎপর।
পাঠালেন দূতগণে আগে যীশুবর॥

তথা গিয়া যীশু তরে যেন আয়োজন।
সময়ে করিতে পারে কুশলে সাধন॥

তাই শমরীয় কোন গ্রামেতে প্রবেশ।
করিয়া আশ্রম তথা খোঁজে সবিশেষ॥

দিল না আশ্রয় তাঁরে শমরীয়গণ।
জানিয়া যিরূশালেমে যীশুর গমন॥

দেখিয়া তাদের কাজ যাকোব যোহন।
বলিল হে প্রভো হ'য়ে বিরক্ত তখন॥

কি ইচ্ছা করেন গুরো বলুন এখন।
করিয়াছিলেন পূর্ব্বে এলিয় যেমন॥

তেমন কি বলিব হে আকাশ-অনল।
নামিয়া করুক ভস্ম এ গ্রাম সকল॥

ফিরাইয়া মুখ তিনি তাহাদের পানে।
বলেন ধমক দিয়া শুন সাবধানে॥

কেমন আত্মার লোক তোমরা জগতে।
জান নাই এ অবধি থাকি মোর সাথে।

কারণ মনুষ্যপুত্র মনুষ্য বিনাশ।
করিতে আসেন নাই করিনু প্রকাশ॥

মানব উদ্ধার তরে তাঁর আগমন।
পরে সবে অন্য গ্রামে করিল গমন।

যীশুর গমন কালে আসি এক জন।
তাঁহার নিকটে বলে করি নিবেদন॥

যাবেন যে কোন স্থানে আমি আপনার।
সাথে সাথে যাব মনে করেছি বিচার॥

কহিলেন যীশু আছে গর্ত্ত শৃগালের।
আছে পক্ষীদের বাসা যারা আকাশের॥

মনুষ্যপুত্রের কিন্তু মাথা রাখিবার।
নাহিক জগতে স্থান, বুঝ একবার॥

বলিলেন পরে তিনি আর এক জনে।
হও মোর সাথী তুমি এস মম সনে॥

বলিল সে জন প্রভো হ'ক মোর প্রতি।
পিতার কবর দিতে অগ্রে অনুমতি॥

বলিলেন তিনি তারে শুন দিয়া কাণ।
মৃতেরা করুক মৃতে কবর প্রদান॥

তুমি ঈশ্বরের রাজ্য শুভ সমাচার।
দেশে দেশে গিয়া কর লোকেরে প্রচার।

আর এক জন বলে প্রভু আপনার।
সাথে সাথে যাব আমি এ ইচ্ছা আমার॥

কিন্তু আগে অনুমতি করুন আমায়।
যাইতে কুটুম্ব সনে লইতে বিদায়॥

কহিলেন যীশু তারে শুন দিয়া মন।
দিয়া হাত লাঙ্গলেতে যেই কোন জন॥

ফিরিয়া পশ্চাতে যদি করে নিরীক্ষণ।
ঈশ্বর রাজ্যের যোগ্য নহে কদাচন॥

দশম অধ্যায়

অতঃপর প্রভু যীশু সত্তর শিষ্যেরে।
করেন নিযুক্ত শুভ বারতা প্রচারে॥

ছিলেন উদ্যত যেতে যে স্থানে আপনি।
সেই সেই গ্রামে আর নগরে তখনি॥

পাঠালেন আগে দুই দুই জন ক'রে।
বলিলেন তাহাদের শ্রবণ গোচরে॥

কার্য্যকারী অল্প বটে শস্য ত প্রচুর।
শস্য-ক্ষেত্র স্বামী পাশে চাও হে মজুর॥

যেন তিনি ক্ষেত্রে লোক করেন প্রেরণ।
কর‌হ তোমরা সবে সে ক্ষেত্রে গমন॥

কেন্দুয়ার দলে মেষশাবক যেমন।
করিলাম তোমাদেরে সেরূপ প্রেরণ॥

থলি ঝুলি কি পাদুকা সঙ্গেতে লইয়া।
যাইও না কদাচন শুন মন দিয়া॥

করিও না সম্ভাষণ পথে কোন জনে।
প্রবেশ করিবে দেখ যে কোন সদনে॥

বলিও প্রথমে শান্তি হউক এ গৃহে।
শান্তির সন্তান কেহ থাকিলে সে গৃহে॥

বর্ত্তিবে তাহার প্রতি তোমাদের শান্তি।
নতুবা আসিবে ফিরে তোমাদের প্রতি॥

থাকিবে যে গৃহে তারা যা করে প্রদান।
করিও আনন্দে সবে ভোজন ও পান॥

কার্য্যকারী যোগ্য পেতে আপন বেতন।
কারণ ঈশ্বর হ'তে ইহা নিরূপণ॥

দেখ আমি তোমাদেরে শকতি প্রদান।
করিলাম সাপ বিছা করিতে দলন ॥

দিলাম ক্ষমতা শত্রু শকতি উপরে।
করিবে কর্ত্তৃত্ব তোমরা আমারই বরে ॥

কিছুতেই কোন মতে তোমাদের হানি।
করিবে না এ জগতে কেহ আমি জানি ॥

ভূতেরা যে তোমাদের হয় বশীভূত।
ইহাতে আনন্দে নাহি হও অভিভূত ॥

কিন্তু তোমাদের নাম স্বরগে লিখিত।
হইয়াছে তাই হও সবে আনন্দিত ॥

পবিত্র আত্মার বশে তিনি সে সময়ে।
বলিলেন এই কথা উল্লাসিত হ'য়ে ॥

হে পিতঃ স্বরগ মর্ত্ত্যে এক মাত্র প্রভু।
করি তব ধন্যবাদ তুমি হে স্বয়ম্ভু ॥

পণ্ডিত ও বিজ্ঞ হ'তে এ সব বিষয়।
রেখেছ গোপন ক'রে তুমি দয়াময় ॥

অপোগণ্ড শিশুসনে করিলে প্রকাশ।
ইহাতে তোমার ইচ্ছা হইল বিকাশ ॥

করেছেন পিতা মোরে সকলি অর্পণ।
বলেন শ্রীমুখে যীশু শুন এ বচন ॥

পুত্রকে জানে না কেহ পিতা অবগত।
পিতাকে জানে না কেহ পুত্রই বিদিত ॥

পুত্র যদি দয়া করি করেন মানস।
তাহারি নিকটে পিতা হন সপ্রকাশ ॥

বিরলে বলেন তিনি পরে শিষ্যগণে।
ধন্য চক্ষু তাহাদের যাহারা যতনে ॥

তোমরা দেখেছ যাহা দেখেছে নয়ন।
বলি আমি তোমাদেরে সত্য এ বচন॥

দেখিতেছ যাহা, কত ভাববাদী জন।
রাজারাও ইচ্ছা কার পেল না দর্শন॥

শুনিতেছ যাহা যাহা তোমরা এ কালে।
বাসনা তাদের ছিল শুনিতে সে কালে॥

আর দেখ এক জন আচার্য্য উঠিয়া।
করিতে পরীক্ষা তাঁর জিজ্ঞাসে আসিয়া॥

কি করিলে পাব আমি অনন্ত জীবন।
বলুন আমারে গুরো করি নিবেদন॥

সুধালেন প্রভু যীশু তাহারে তখন।
কি লেখে ব্যবস্থা গ্রন্থে পড়েছ কেমন॥

উত্তরে বলিল সেই জেনেছি এমন।
তোমার সমস্ত প্রাণ হৃদি আর মন॥

তোমার সমস্ত শক্তি চিত্ত দিয়া জান।
ঈশ্বর প্রভুরে প্রেম কর সর্ব্বক্ষণ॥

আত্মবৎ প্রেম কর প্রতিবাসী জনে।
বলিলেন যীশু তাঁরে এ মন্ত্র সেক্ষণে॥

সে প্রকার কর গিয়া পাইবে জীবন।
আপনি নির্দ্দোষ ব'লে করিতে প্রমাণ॥

সুধায় কে প্রতিবাসী আমার এখন।
বলেন এ কথা লয়ে শ্রীযীশু তখন॥

যেতেছিল পথ দিয়া কোন এক নর।
ঘটিল যা তার প্রতি শুন অতঃপর॥

সে যিরূশালেম হতে যিরীহো নগরে।
যাইতে যাইতে পথে দস্যুদের করে॥

পড়িল ; কাপড় তারা লইল খুলিয়া।
আধ মরা ক'রে গেল সে পথে ফেলিয়া॥

দৈব ক্রমে এক জন যাজক প্রবর।
সে পথে নামিয়া গিয়া হয় অগ্রসর॥

দেখিয়া তাহারে পথে বিপদে পতিত।
গেল পাশ কাটাইয়া না হ'য়ে চিন্তিত॥

আর সেইরূপে দেখ লেবী এক জন।
আসিয়া ঘটনা স্থানে দেখিয়া তেমন॥

অন্য পাশ দিয়া পথে গেল সে চলিয়া।
শেষে এক শমরীয় মিলিল আসিয়া॥

দেখিয়া তাহারে তার দয়া হল মনে।
কাছে গিয়া দ্রাক্ষারস তৈল সযতনে॥

ঢালিয়া তাহার ক্ষতে করিয়া বন্ধন।
করাল বাহন পরে তারে আরোহণ॥

ল'য়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে পান্থশালা ঘরে।
করিল শুশ্রূষা কত সে পথিক নরে॥

পরদিন পান্থশালা রক্ষকের করে।
দিয়া দুটি সিকি বলে রাখ এই নরে॥

করিও যতনে সেবা মোর নিবেদন।
যা কিছু খরচ বেশী করিব অর্পণ॥

যখন ফিরিয়া আমি আসিব আবার।
করিব সকল ঋণ শোধ হে তোমার॥

এ তিন জনার মাঝে করহ বিচার।
দস্যু করে প্রপীড়িত সে দুঃখী জনার॥

হইল কে প্রতিবাসী বলহ এখন।
সে বলে করিল দয়া তারে যেই জন॥

বলেন তাহারে যীশু তুমি গিয়া তবে।
করিও তেমন কাজ লোক প্রতি এবে॥

করিল তাহারা পথে যখন গমন।
প্রবেশেন কোন গ্রামে শ্রীযীশু তখন॥

মার্থা নামে কোন নারী আপনার ঘরে।
করিল আতিথ্য তাঁরে ভকতি আদরে॥

ছিল মরিয়ম নামে মার্থার ভগিনী।
প্রভুর চরণে বসে শুনে দিব্যবাণী॥

ছিল মার্থা ব্যস্তা অতি সেবার বিষয়।
তাই এসে অবশেষে করিল বিনয়॥

দয়া করি প্রভু নিজে করুন বিচার।
সব কাজ মোরে দিয়ে ভগিনী আমার॥

বসে আছে তব পাশে বলুন উহারে।
যেন সে আসিয়া করে সাহায্য আমারে॥

করেন উত্তরে প্রভু তাহারে বিদিত।
মার্থা মার্থা তুমি বহু বিষয়ে চিন্তিত॥

আবশ্যক আছে মাত্র একই বিষয়।
মরিয়ম মনোনীত করে তা নিশ্চয়॥

সে উত্তম অংশ যাহা করে মনোনীত।
তাহা হ'তে কভু তাহা হইবে না নীত॥

একাদশ অধ্যায়।

অতঃপর প্রভু যীশু কোন এক স্থানে।
প্রার্থনা করিতেছেন পিতা সন্নিধানে॥

কহিল তাঁহারে শেষে শিষ্য এক জন।
শিখান মোদের সবে করিতে প্রার্থন॥

আপনার শিষ্যগণে যোহন যেমন।
দিয়াছেন শিক্ষা মোরা করেছি শ্রবণ॥

বলিলেন তাহাদেরে তোমরা যখন।
করিবে প্রার্থনা বলি এমন বচন॥

হউক পবিত্র মান্য তব নাম পিতঃ।
আসুক তোমার রাজ্য জগতে ত্বরিত॥

মোদের দৈনিক খাদ্য দেওদয়া করে।
ক্ষম যত অপরাধ মোদের সত্বরে॥

আমরা আপনাদের অপরাধী জনে।
যেমন করেছি ক্ষমা ক্ষমহ তেমনে॥

আনিও না পরীক্ষাতে আমাদেরে আর
শিষ্যগণে প্রভু যীশু বলেন আবার॥

তোমাদের মাঝে কারো বন্ধু যদি থাকে
নিশাকালে গিয়া সেই বন্ধু যদি ডাকে॥

বলে মোরে তিন খানা রুটী দাও ধার।
এসেছে পথিক বন্ধু, অতিথি আমার॥

তাহাকে খাইতে দিতে কিছুই এমন।
নাহিক আমার ঘরে করি নিবেদন॥

যদি সে ভিতর হ'তে করে এ উত্তর।
ক'র না বিরক্ত মোরে নিশা এবে ঘোর

এখন দুয়ার বন্ধ, ছেলেরা আমার।
শুইয়া আমার কাছে ঘুমেতে বিঘোর॥

পারি না উঠিয়া দিতে রুটী এত রাতে
বলি আমি তোমাদের সবার সাক্ষাতে॥

বন্ধু ব'লে রুটী যদি না দেয় উঠিয়া।
তথাপি তাহার এত আগ্রহ দেখিয়া॥

আবশ্যক যত তারে রুটী দেবে আনি।
বলি আমি তোমাদেরে শুন মম বাণী॥

যাচ্ঞা কর তোমাদেরে হইবে প্রদত্ত।
কর অন্বেষণ পাবে তোমরা সমস্ত॥

কপাটে আঘাত কর তোমাদের তরে।
খোলা যাবে দ্বার তবে যাইবে ভিতরে॥

কারণ যে কেহ চায় সেই জন পায়।
যে খোঁজে সন্ধান পায় দুঃখ তার যায়॥

কপাটে আঘাত করে আর যেই জন।
তার তরে খোলা যাবে দুয়ার তখন॥

তোমাদের মাঝে পিতা হ'য়ে কোন নর।
চাহিলে সন্তান রুটী দেয় কি পাথর॥

অথবা চাহিলে মাছ দিবে কি সে সাপ।
ডিম ব'লে বিছা দিয়া বাড়াবে সন্তাপ॥

হইয়া তোমরা মন্দ করিছ প্রদান।
আপন সন্তানে ভাল দ্রব্য অনুক্ষণ॥

তবে তোমাদের সেই পিতার সাক্ষাতে।
যাহারা বিনতি ক'রে চায় প্রার্থনাতে॥

তাহাদেরে তিনি কত অধিক নিশ্চয়।
দিবেন পবিত্র আত্মা নাহিক সংশয়॥

ছাড়ালেন গোঁগা ভূতে তিনি অতঃপর।
গেলে ভূত গোঁগা বলে কথা আর বার॥

তাহাতে লোকেরা হ'ল চমকিত অতি।
কিন্তু কেহ কেহ বলে শ্রীযীশুর প্রতি॥

এই জন ভূতরাজ শয়তানের বলে।
ছাড়াইছে ভূত আত্মা জানহ সকলে॥

লইতে পরীক্ষা তাঁর কোন কোন জন।
আকাশে আশ্চর্য্য চিহ্ন করে অন্বেষণ॥

জানিয়া তাদের মতি তিনি অন্তর্যামী।
বলেন সকল জনে ত্রিভুবন স্বামী॥

দেখ কোন দেশে যদি ঘটে দলাদলি।
সে দেশ বিনষ্ট হয় উচ্ছিন্ন সকলি॥

ঘরের বিপক্ষে ঘর উঠিলে নিশ্চিত।
হইবে পতন তার সকলে বিদিত॥

হয় যদি শয়তান শত্রু আপনার।
চলিবে তাহার রাজ্য বল কি প্রকার॥

বলিছ তোমরা আমি শয়তানের বলে।
ছাড়াই ভূতাদি যত তাহারি কৌশলে॥

ছাড়াই পাপাত্মা যদি আমি তার বলে।
তোমাদের সন্তানেরা কাহার কৌশলে॥

ছাড়ায়, ভূতেরে তবে দেও না উত্তর।
তাহারাই তোমাদের করিবে বিচার॥

ঈশ্বর অঙ্গুলি দ্বারা আমি যদি জান।
ছাড়াই ভূতাত্মা তবে শুন দিয়া কাণ॥

ঈশ্বরের রাজ্য আছে তোমাদের কাছে।
আঁখি মেলে দেখ এই উপস্থিত আছে॥

অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত বলবান জন।
যখন আপন ঘর করয় রক্ষণ॥

নিরাপদে থাকে তার সম্পত্তি তখন।
তার চেয়ে বলবান আসিবে যখন॥

করিবে তাহারে পরাজয় সেই জন।
অস্ত্র শস্ত্র সাজ আদি যতেক ভূষণ॥

যাহাতে ভরসা ছিল তা করি হরণ।
ল'য়ে তার লুট দ্রব্য করে বিতরণ॥

যে কেহ নহেক জান আমার সপক্ষ।
সেই জন লোক মাঝে আমার বিপক্ষ॥

যে কেহ আমার সাথে না করে চয়ন।
ছড়াইয়া ফেলে সেই জান অকারণ॥

যখন অশুচি আত্মা মনুষ্য হইতে।
বাহির হইয়া যায় বিপথে ভ্রমিতে॥

জল শূন্য স্থান দিয়া ভ্রমণ করত।
বিশ্রামের অন্বেষণ করে সে সতত॥

না পায় বিশ্রাম যবে সে বলে তখন।
যথা হতে আসিলাম সেখানে এখন॥

ফিরিয়া যাইব আমি এ কথা ভাবিয়া।
যত্ন করে প্রবেশিতে সেই ঘরে গিয়া॥

দেখিয়া মার্জ্জিত তাহা অতি সুশোভিত
তখন ডাকিয়া আনে আপন সহিত॥

আপনা অপেক্ষা দুষ্ট সাত ভূতে আর।
প্রবেশি সে ঘরে বাস করে এইবার॥

প্রথম দুর্দ্দশা হ'তে সেই মানবের।
শেষ দশা ভয়ঙ্কর দুঃখ নরকের॥

বলিলেন এই কথা শ্রীযীশু যখন।
জনতার মাঝে এক রমণী তখন॥

উচ্চে বলে সেই গর্ব্ভ আমি মানি ধন্য।
আপনারে করেছিল যে গর্ব্ভ ধারণ॥

আর ধন্য সেই স্তন যাহাতে আপনি।
করেছেন ক্ষীর পান আমি ধন্য গণি॥

কহিলেন যীশু শুনি বরং ধন্য তারা।
শুনিয়া ঈশ্বর শিক্ষা পালিছে যাহারা॥

আইল অনেক লোক নিকটে যখন।
বলেন তাদেরে তিনি এ সব বচন॥

এ কালে মানব বংশ দুষ্ট দুরাচার।
করে চিহ্ন অন্বেষণ নিকটে আমার॥

কিন্তু যোনা চিহ্ন বিনা কোন চিহ্ন আর।
যাবে না দেখান তাহাদিগকে আবার॥

কারণ নীনবীবাসী নিকটে যেমন।
হইলেন চিহ্নরূপ যোনাহ তখন॥

এ কালে লোকের কাছে সে চিহ্ন স্বরূপ।
হ'বেন মনুষ্যপুত্র জানিও সেরূপ॥

দক্ষিণ দেশের রাণী বিচার সময়।
এ কালের লোক সাথে উঠিয়া নিশ্চয়॥

করিবে সকলে দোষী সত্য এ বচন।
তোমরা শাস্ত্রে কি ইহা করনি পঠন॥

শলোমনের জ্ঞান কথা শ্রবণে শুনিতে।
আইল সে পৃথিবীর এক প্রান্ত হ'তে॥

আর দেখ শলোমন হইতে মহান্।
আছেন এখানে দেখ পুরুষ প্রধান॥

নীনবী নিবাসী সবে বিচার সময়।
একালের লোক সনে উঠিয়া নিশ্চয়॥

করিবে সকলে দোষী দাঁড়াইয়া জান।
কারণ তাহারা যোনার প্রচার শ্রবণ॥

করিয়া ফিরাল মন কুপথ হইতে।
ভাববাদী গ্রন্থে ইহা পাইবে দেখিতে॥

আর দেখ যোনা হ'তে পুরুষ প্রধান।
এই খানে বিরাজিত তিনিই মহান্॥

প্রদীপ জ্বালিয়া কেহ গুপত আগারে।
রাখে না কাঠার নীচে লুকাইয়া তারে॥

কিন্তু রাখে সযতনে দীপাধারোপরে।
ভিতরে প্রবেশি যেন আলো পায় ঘরে॥

শরীর প্রদীপ হয় তোমারি নয়ন।
তোমার এ নেত্র হয় সরল যখন॥

তখন তোমার সব দেহ দীপ্তিময়।
কিন্তু চক্ষু মন্দ হ'লে জানিও নিশ্চয়॥

তোমার শরীর হয় অন্ধকারময়।
এ হেতু দেখিও কভু না করি সংশয়॥

আছে যে আলোক আজ অন্তরে তোমার।
তাহা যেন হয় নাক কভু অন্ধকার॥

তোমার শরীর যদি হয় দীপ্তিময়।
না থাকে কোনই অংশ অন্ধকারময়॥

তবে ত সম্পূর্ণরূপে শরীর তোমার।
হইবে আলোকময় বুঝ বাক্য সার॥

জ্বলিলে প্রদীপ তেজে আলোকে যেমন
চারিদিগ্ উজ্জ্বল; হ'বে তোমার তেমন॥

দিতেছেন শিক্ষা তিনি এমন সময়।
জনৈক ফরীশী তাঁরে আপন আলয়॥

করিতে ভোজন পান করে নিমন্ত্রণ।
যাইয়া বসেন তিনি করিতে ভোজন॥

দেখিয়া বিস্মিত হ'ল ফরীশী তখন।
কারণ ভোজন পূর্ব্বে অঙ্গ প্রক্ষালন॥

নাহি করিলেন তিনি ; কিন্তু প্রভু তারে।
বলেন তোমরা এবে বুঝহ বিচারে॥

তোমরা ফরীশী যত থালা ও বাটীর।
পরিষ্কার ক'রে থাক কেবল বাহির॥

অন্তরে যে অত্যাচার তোমাদের ভরা।
বুঝ না এ কথা কেন অবোধ তোমরা॥

করেন বাহির ভাগ নিরমাণ যিনি।
ভিতর ভাগের স্রষ্টা নহেন কি তিনি॥

বরং যা ভিতরে আছে কর বিতরণ।
তাতে সবে শুচি হ'বে দেখিবে তখন॥

কিন্তু হায়! ফরীশীরা ধিক্ তোমাদেরে।
দিয়া থাক দশমাংশ সদা যত্ন ক'রে॥

পোদিনা, আরুদ আর শাক আছে যত।
দিতে দশমাংশ তাদের না হও বিরত॥

কিন্তু ঈশ্বরের প্রেম ও ন্যায় বিচার।
অবহেলা ক'রে থাক তোমরা আবার॥

এ গুলি পালন করা যথা সমুচিত।
সে গুলি লঙ্ঘন করা তথা অনুচিত॥

হায় ফরীশীরা ধিক্ ধিক্ তোমাদেরে।
প্রধান আসন চাহ সমাজের ঘরে॥

হাটে, ঘাটে, ও নগরে তোমরা আবার।
ভাল বাস লোকদের পেতে নমস্কার॥

ধিক্ ধিক্ তোমাদেরে কারণ তোমরা।
গুপত কবর তুল্য মধ্যে অস্থি ভরা॥

চলিয়া গেলেও লোকে উপরে তাহার।
না পারে জানিতে কভু ; হও সেপ্রকার॥

তখন ব্যবস্থাবেত্তা কোন এক জন।
বলিল তাঁহারে করি গুরু সম্বোধন॥

বলিয়া এমন কথা মোদের আপনি।
করিলেন অপমান মুখেতে এখনি॥

বলিলেন যীশু হায়! শাস্ত্রবেত্তাগণ।
ধিক্ তোমাদের বলি কারণ যখন॥

চাপাইয়া দাও ভারি বোঝা লোকোপরে।
নিজেরা অঙ্গুলি দিয়া পলকের তরে॥

কর না পরশ কভু বোঝা সে সকল।
ধিক্ তোমাদেরে হ'বে দুর্গতি কেবল॥

তোমাদের পিতৃগণ পূর্ব্বকালে যত।
করেছিল ভাববাদিগণে প্রাণে হত॥

তোমরা তাঁদের কর কবর নির্ম্মাণ।
তাই সবে সাক্ষী ব'লে দিতেছ প্রমাণ॥

করিল সেই পিতৃগণ যে কাজ সাধন।
করিছ তোমরা সেই কর্ম্ম সমর্থন॥

করেছিল তারা বধ ভাববাদিগণে।
তাদের কবর গাঁথ তোমরা যতনে॥

কহিলেন ঈশ্বরের প্রজ্ঞা এ কারণে।
প্রেরিতদিগেরে আর ভাববাদিগণে॥

করিব প্রেরণ আমি তাদের নিকটে।
বধিবেক কারে কারে ফেলিয়া সঙ্কটে॥

করিবে তাড়না কত নাহিক গণনা।
সাধু লোকদের হ'বে অশেষ যাতনা॥

জগৎ পত্তনাবধি ভাববাদী যত।
হইয়াছে হত আর রক্তপাত কত॥

এ সব লোকের কাছে তার প্রতিশোধ
লইতে হইবে বুঝ যদি থাকে বোধ ॥

যেই কালে হেবলের হ'ল রক্তপাত।
সে অবধি সখরিয় হনন পর্য্যন্ত ॥

যজ্ঞবেদি মন্দিরের মধ্যস্থানে যিনি।
হইয়াছিলেন হত সখরিয় তিনি ॥

বলি তোমাদেরে আমি সত্য এ বচন।
এ কালের লোক হ'তে নিশ্চয় এখন ॥

নিতে হ'বে প্রতিশোধ নাহিক সংশয়।
হাঁ, ব্যবস্থাবেত্তাগণ শুন এ বিষয় ॥

তোমরা জ্ঞানের চাবি করিয়া হরণ।
ক।রলে না জেনে শুনে প্রবেশ কখন ॥

প্রবেশ করিতে চেষ্টা ছিল যাহাদের।
বাধা দিয়ে দূর ক'রে দিলে তাহাদের ॥

সে খান হইতে যীশু করিলে প্রস্থান।
অধ্যাপক ফরীশীরা আইল তখন ॥

ড় করে ভারি বলাতে বচন।
নানা বিষয়ের কথা যেন তিনি ক'ন ॥

করিতে লাগিল বড় উত্তেজনা তাঁরে।
মুখের বচনে তাঁর দোষ ধরিবারে ॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

হাজার হাজার লোক আসিয়া যখন।
মিলিল যীশুর কাছে তথায় তখন ॥

চাপাচাপি ক'রে এক অন্যের উপরে।
পড়িতে লাগিল দেখ শ্রীযীশু গোচরে ॥

প্রথমে বলেন তিনি নিজ শিষ্যগণে।
ফরীশীদিগের তাড়ী হ'তে সযতনে॥

সাবধান হ'য়ে থাক তোমরা দূরেতে।
এ তাড়ী যে কপটতা জানিও মনেতে॥

নাহি কিছু আচ্ছাদিত জগতে এমন।
না হ'বে যা প্রকাশিত রহিবে গোপন॥

নাহিক কিছুই এই সংসারে গুপত।
যাইবে না জানা যাহা বলিলাম সত্য॥

অতএব যাহা কিছু বলেছ আন্ধারে।
যাইবে আলোতে শুনা তাহা এ সংসারে॥

বলেছ যা কাণে কাণে অন্তর আগারে।
প্রচারিত হ'বে তাহা ছাদের উপরে॥

বলি শুন বন্ধুগণ হইয়া সুস্থির।
যাহারা বধিতে পারে এ ছার শরীর॥

পারে না করিতে কিছু তারা অতঃপর।
করিও না ভয় কভু সে সকল নর॥

করিবে কাহারে ভয় শুন এ মহীতে।
বধিয়া নরকে যিনি পারেন ফেলিতে॥

আছে এ শকতি যাঁর ভয় কর তাঁরে।
করিও অবশ্য ভয় বলেছি সবারে॥

পাঁচটি চটক পাখী দুই পয়সায়।
তোমরা ত জান সবে হ'তেছে বিক্রয়॥

তথাপি তাদের মাঝে প্রত্যেকটী জান।
ঈশ্বর গোচরে কভু নহে বিস্মরণ॥

এমন কি তোমাদের মস্তকের কেশ।
সকলি গণিত আছে জানিও বিশেষ॥

হইও না ভীত তবে তোমরা কখন।
অনেক চটক পক্ষী হইতে প্রধান ॥

বলি আমি তোমাদেরে শুন বাক্য আর।
লোকের সাক্ষাতে মোরে যে করে স্বীকার

মনুষ্য পুত্রও স্বর্গ দূতের গোচরে।
করিবেন দয়া ক'রে স্বীকার তাহারে ॥

যে কেহ মনুষ্যদের সাক্ষাতে আমাকে।
অস্বীকার করে জান আমিও তাহাকে ॥

ঈশ্বর দূতের কাছে দেখ অস্বীকার।
করিব যে পরকালে নাহিক নিস্তার ॥

যদি কেহ বিপক্ষেতে মনুষ্য পুত্রের।
বলে কোন মন্দ কথা ক্ষমা হ'বে তার ॥

পবিত্র আত্মার নিন্দা করে যেই আর।
পাইবে না ক্ষমা কভু এ বাক্য আমার ॥

লোকে যবে তোমাদেরে সমাজের ঘরে।
শাসনকর্ত্তার কাছে ল'য়ে যাবে ধ'রে ॥

কেমন উত্তর দিবে, বলিবে কি কথা।
ভাবিও না সে বিষয় শুন এ বারতা ॥

শিখাবেন পবিত্রাত্মা সবে সে সময়।
যাহা বলা তোমাদের সমুচিত হয় ॥

পরে লোকদের মাঝে তাঁরে এক জন।
বলে গুরো মোর ভ্রাতায় বলুন এখন ॥

পৈতৃক সম্পত্তি সব আমার সহিত।
করে সে বিভাগ যেন এ মোর বাঞ্ছিত ॥

বলেন তাহারে তিনি সম্বোধি হে নর।
বল কে আমায় তোমাদিগের উপর ॥

করেছে বিভাগ কিম্বা বিচার করতা।
অতঃপর বলিলেন এ প্রকার কথা॥

সকল প্রকার লোভ হ'তে সর্ব্বক্ষণ।
আপনারে কর রক্ষা হ'য়ে সাবধান॥

বিষয় সম্পত্তি বেশী হইলে জগতে।
হয় না জীবন লাভ তাতে কোন মতে॥

বলেন তাদেরে এই উপমা বচন।
ছিল এক ধনী জন শুন দিয়া মন॥

জন্মিল প্রচুর শস্য সে ধনীর ক্ষেতে।
করিতে লাগিল তাই বিচার মনেতে॥

কি করি আমার শস্য রাখিবার তরে।
নাহিক তিলেক স্থান মোর গোলা ঘরে॥

পরে সে ভাবিল আমি করিব এমন।
আমার এ গোলাঘর সকল এখন॥

ভেঙ্গে, বড় বড় গোলা করিব নির্ম্মাণ।
হ'বে তাতে শস্য সব রাখিবার স্থান॥

বলিব আপন প্রাণে হে প্রাণ আমার।
বহুকাল তরে শস্য সঞ্চিত এবার॥

বিশ্রাম ভোজন পান আমোদ প্রমোদে।
করিও যাপন কাল থাকিয়া আনন্দে॥

বলেন ঈশ্বর তারে ওরে মূঢ় জন।
আজ রাত্রে তোমা হ'তে তোমার জীবন॥

দাবি ক'রে নীত হ'বে কি হ'বে তখন।
কাহার হইবে তবে এই আয়োজন॥

যে কেহ নিজের তরে করয় সঞ্চয়।
ঈশ্বর সাক্ষাতে কভু ধনবান নয়॥

এই ধনী তুল্য হয় জান সেই জন।
শুভ সমাচার বাণী শ্রীযীশু বচন॥

বলেন আপন শিষ্যে তিনি অতঃপর।
এ কারণে বলি তোমাদিগের গোচর॥

কি খাব বলিয়া নিজ প্রাণের বিষয়।
কি পরিব বলি কেন দেহ তরে ভয়॥

হইও না মনে কভু তোমরা ভাবিত।
ভক্ষ্য হ'তে প্রাণ বড় নও কি বিদিত॥

বসন হইতে বড় শরীর নিশ্চয়।
কর আলোচনা মনে কাকের বিষয়॥

বুনে না কাটে না তারা, নাহিক ভাণ্ডার।
নাহি কিন্তু গোলাঘর তাদের আবার॥

দিতেছেন বিভু দেখ তাদিগে আহার।
পক্ষী ও মনুষ্য মধ্যে কতই অন্তর॥

পক্ষী হ'তে নর শ্রেষ্ঠ এ বিশ্বে বিদিত।
তোমাদের মাঝে কেহ হইয়া ভাবিত॥

আপনার পরমায়ু হস্ত পরিমিত।
বাড়াতে পারে কি বল হইয়ে চিন্তিত॥

অতএব এ সংসারে অতি ক্ষুদ্র যাহা।
করিতে না পার যদি নিজ বলে তাহা॥

অন্যান্য বিষয়ে কেন করিছ ভাবনা।
কাঙ্গুড় পুষ্পের কথা কর বিবেচনা॥

সে গুলি কেমন বাড়ে শ্রম নাহি করে।
কাটে না সূতাও কভু সংসার মাঝারে॥

বলি আমি তোমাদেরে এ সত্য বচন।
সমস্ত প্রতাপে দেখ রাজা শলোমন॥

একটী ফুলের তুল্য ছিল না সজ্জিত।
ক্ষেতে আজ যেই তৃণ রয়েছে জীবিত॥

জ্বলিবে চুলায় কাল ইহা সুনিশ্চিত।
ঈশ্বর সে তৃণে যদি এরূপ ভূষিত॥

করেন তবে হে অল্প বিশ্বাসী সকল।
তোমাদেরে দয়া ক'রে কত বেশী বল॥

করিবেন বিভূষিত জানিও নিশ্চয়।
তোমরা ভোজন আর পানের বিষয়॥

হইও না বিচলিত কভু মনে মনে।
ক'র না সংশয় কভু ঈশ্বর বচনে॥

কারণ মানবগণ এ সব বিষয়।
করে নিত্য অন্বেষণ ভাবিত হৃদয়॥

তোমাদের পিতা কিন্তু নিশ্চয় জানেন।
এ সকলে তোমাদের আছে প্রয়োজন॥

অগ্রে ঈশ্বরের রাজ্য কর অন্বেষণ।
পাইবে তোমরা এই সকল তখন॥

ওহে ক্ষুদ্র মেষপাল করিও না ভয়।
জান তোমাদের সেই পিতা দয়াময়॥

সেই রাজ্য তোমাদেরে করিতে প্রদান।
মানস করিয়াছেন তিনি দয়াবান॥

তোমাদের যাহা আছে করিয়া বিক্রয়।
বিতরণ কর এবে না ক'রে সংশয়॥

করিও প্রস্তুত থলি যা হয় অজর।
রাখিও অক্ষয় ধন স্বর্গে নিরন্তর॥

সেখানে কখন চোর করে না প্রবেশ।
কীটেও করে না কভু সে ধন বিনাশ॥

কারণ যেখানে থাকে তোমাদের ধন।
সেইখানে থাকিবেক তোমাদের মন॥

বন্ধকটী হ'য়ে থাক সর্ব্বদা জাগিয়া।
তোমাদের প্রদীপেরে রাখ হে জ্বালিয়া॥

এমন লোকের তুল্য হইও তোমরা।
নিজ প্রভু অপেক্ষায় ব'সে থাকে যারা॥

বিবাহ উৎসব হ'তে ফিরিয়া যখন।
প্রবেশিতে দ্বারে আঘাত করেন যেমন॥

সেইক্ষণে যেন দ্বার খুলে দিতে পারে।
তাই জেগে ব'সে থাকে সে সকল নরে॥

ধন্য সে দাসেরা দেখ যাদেরে আসিয়া।
জাগিতে দেখেন প্রভু ঘরে প্রবেশিয়া॥

বলি আমি তোমাদেরে শুন এ বচন।
বান্ধিয়া কোমর তিনি তাদেরে তখন॥

বসায়ে ভোজনাসনে ভোজনের তরে।
করিবেন পরিচর্য্যা আপনার করে॥

দ্বিতীয় প্রহরে কিম্বা তৃতীয় প্রহরে।
আসিয়া দেখেন যদি সে প্রকার নরে॥

তবে তারা ভাগ্যবান এ সংসারে ধন্য।
আর বলি দেখ চোর আসিবে কখন॥

তাহা যদি গৃহকর্ত্তা জানিতে পারিত।
না শুইয়া সারারাত জাগিয়া থাকিত॥

দিত না কাটিতে কভু সিঁধ নিজ ঘরে।
থাকিও প্রস্তুত এবে তোমরা অন্তরে॥

কারণ যে দণ্ড কভু মনে না ভাবিবে।
সে দণ্ডে মনুষ্যপুত্র দিবেন দেখা সবে॥

সুধায় পিতর দেখ তখন তাঁহারে।
বলেন কি এ উপমা আমাদের তরে॥

কিম্বা সকলের তরে বলেন এ কথা।
কহিলেন প্রভু পুনঃ উপমায় যথা॥

কেবা সেই বুদ্ধিমান বিশ্বস্ত সুজন।
যাহারে অধ্যক্ষ পদে প্রভু নিরূপণ॥

করেছেন পরিজনে উচিত সময়।
ভাণ্ডার হইতে যেন খাদ্য বিতরয়॥

ধন্য সেই দাস বটে প্রভু যেই জনে।
সেরূপ করিতে দেখেন আপন নয়নে॥

বলি আমি তোমাদেরে সত্য এ বচন।
সর্ব্বস্ব অধ্যক্ষ করি তাহারে তখন॥

করিবেন নিরূপণ নাহিক সংশয়।
কিন্তু সেই দাস মনে যদি ইহা হয়॥

আসিতে বিলম্ব আছে প্রভুর আমার।
দাসদাসীগণে থাকে করিতে প্রহার॥

করিয়া ভোজন পান মত্ত হ'য়ে রয়।
থাকিবে না যে দিনে সে তাঁর অপেক্ষায়॥

সে দিনে সে দণ্ডে প্রভু আসি উপস্থিত।
হইবেন জেনে রেখো ইহা তো নিশ্চিত॥

করিয়া দ্বিখণ্ড তারে অবিশ্বাসী সনে।
তার অংশ নিরূপণ করেন তখনে॥

জানিয়া প্রভুর ইচ্ছা যদি কোন দাস।
অপ্রস্তুত থাকে আর কার্য্যেতে অলস॥

সে বহু প্রহারে জান হবে প্রহারিত।
না জেনে প্রহার যোগ্য কর্ম্ম অনুচিত॥

করে সে প্রহারে অল্প হবে প্রহারিত।
হ'য়েছে যে জনে জ্ঞান বেশী সমর্পিত ॥

তাহার নিকট হ'তে জানিও নিশ্চয়।
করা যাবে সেই কালে অধিক আদায় ॥

লোকেরা যাহার কাছে রেখেছে অধিক।
চাহিবে সে জন হ'তে তারা সমধিক ॥

জ্বালিতে এসেছি আমি সংসারে অনল।
যদি জ্ব'লে থাকে এবে হ'য়ে তা প্রবল ॥

তবে আর চাহি কিবা আমি এ সংসারে।
বলেন শ্রীগুরু কথা সবার গোচরে ॥

যে অবগাহনে আমি হইব দীক্ষিত।
যাবৎ তা সিদ্ধ নয় আমি সঙ্কুচিত ॥

তোমরা কি মনে কর আমি পৃথিবীতে।
আসিয়াছি নর দেহে লোকে শান্তি দিতে

বলি আমি তোমাদেরে তা নয় কখন।
বরঞ্চ বিভেদ তরে মোর আগমন ॥

যে বাটীতে আছে দেখ লোক পাঁচ জন।
ভিন্নতা হইবে তথা বলি বিবরণ ॥

তিন জন দুজনের বিপক্ষ হইবে।
দুই জন সে তিনের বিরুদ্ধে উঠিবে ॥

পুত্রের বিরুদ্ধে পিতা উঠিবে তখন।
পিতার বিরুদ্ধে দেখ উঠিবে সন্তান ॥

কন্যার বিপক্ষে মাতা, কন্যা ও মাতার।
হইয়া বিচ্ছিন্ন, প্রাণে করিবে সংহার ॥

শাশুড়ী বিপক্ষ হ'বে আপন বধূর।
বধূ নিজ শাশুড়ীরে ক'রে দিবে দূর ॥

বলেন শ্রীযীশু লোকে তোমরা যখন।
পশ্চিম গগনে মেঘ কর দরশন॥

আসিতেছে বৃষ্টি এবে বলহ অমনি।
কথা মত জল ঝড় হয় তো তখনি॥

দেখিলে দক্ষিণ বায়ু তোমরা বহিতে।
প্রচণ্ড উত্তাপ হ'বে বল পৃথিবীতে॥

সে প্রকার ঘ'টে থাকে প্রায় দেখা যায়।
হে ভণ্ড তোমরা বুঝ প্রকৃতি বিষয়॥

দেখিয়া পৃথিবী আর আকাশ লক্ষণ।
বুঝিতেছ সব চিহ্ন তোমরা যেমন॥

এ কাল লক্ষণ দেখি কেন বুঝ নাক।
ন্যায্য কি বিচার করি কেন নাহি দেখ॥

যখন নিকটে যাবে শাসনকর্ত্তার।
বিপক্ষের সঙ্গে পথে করিয়া বিচার॥

মুক্তি পেতে চেষ্টা ক'রো হ'য়ে সযতন।
পাছে সে তোমায় দেখ করিয়া বন্ধন॥

শাসনকর্ত্তার কাছে ধ'রে ল'য়ে যায়।
আর সে বিচারকর্ত্তা বিচারে তোমায়॥

পদাতিক সনে যদি করে সমর্পণ।
রাখিবে তোমায় কারাগারে সে তখন॥

বলি আমি শুন কাণে তুমি কোন মতে।
কড়িটী পর্য্যন্ত শোধ না পার করিতে॥

বাহিরে আসিতে তবে পাবে না কখন।
কারাগারে কত দুঃখ ভোগিবে তখন॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সেখানে কএক জন যীশুরে তখন
জানাইল গালীলীয়দের বিবরণ ॥

পীলাত দেশের কর্ত্তা যাদের শোণিত
মিলাইল তাহাদের বলির সহিত ॥

শুনিয়া উত্তরে যীশু তাদেরে বলেন।
তোমরা কি ভাব এই গালীলীয়গণ ॥

অপর গালীলবাসী লোকদের হ'তে।
বেশী পাপী ব'লে ভোগে দুর্দ্দশা জগতে ॥

তোমাদেরে আমি বলি কিন্তু তাহা নয়।
না ফিরাও মন যদি তোমরা নিশ্চয় ॥

সকলেই সে প্রকারে হইবে বিনাশ।
সেরূপ যেমন এবে হইল প্রকাশ ॥

সে আঠার জন কথা মনে কি না পড়ে।
শীলোহের উচ্চ গৃহ যাদের উপরে ॥

পড়িয়া বধিল প্রাণ করিল নিধন।
ভাবিছ কি মনে মনে তোমরা এখন ॥

যিরূশালেমবাসী অন্য সকল হইতে।
ইহারা অধিক পাপী ছিল এ মহীতে ॥

আমি বলি তোমাদেরে নহেক তেমন।
বরং যদি না ফিরাও তোমরাও মন ॥

সকলে সেরূপে জান হইবে বিনাশ।
পরে উপমায় শিক্ষা করেন প্রকাশ ॥

রোপিল ডুম্বুর গাছ কোন এক জন।
আপন দ্রাক্ষার ক্ষেতে করিয়া যতন ॥

আসি তিনি করিলেন ফল অন্বেষণ।
পেলেন না কিন্তু ফল আপনি যখন॥

ক্ষেত্রের পালকে তিনি বলেন ডাকিয়া।
এ তিন বরষ কাল আমি ত আসিয়া॥

দেখ এ ডুম্বুর গাছে ফল অন্বেষণ।
করি কিন্তু পাই নাই বিফল যতন॥

কেটে ফেল এই গাছ রাখিও না তুমি।
মিছা কেন করে এটা অকর্ম্মণ্য ভূমি॥

বলে সে, হে প্রভো, এই বরষ কেবল।
থাকিতে দিউন গাছ ধরে যদি ফল॥

এ গাছের চারিদিকে করিয়া খনন।
সার দিয়া মূলে আমি করিব যতন॥

তাতে যদি ধরে ফল হ'বে তা উত্তম।
নয় কাটিবেন পরে দূর হবে ভ্রম॥

বিশ্রাম দিবসে তিনি সমাজ আলয়ে।
দিতেছেন উপদেশ এমন সময়ে॥

দেখ তথা এক নারী আঠার বৎসর।
আক্রান্ত দুর্ব্বল আত্মায় ছিল নিরন্তর॥

প'ড়ে ছিল কুব্জা হ'য়ে দেখ একেবারে।
পারিত না সোজা হতে কোনই প্রকারে॥

ডাকিলেন যীশু কাছে দেখিয়া তাহারে।
বলিলেন ওগো নারী শুনহ আমারে॥

তোমার ক্ষীণতা হ'তে হ'লে গো মুকত।
এক্ষণে কুশলে যাও মম ইচ্ছামত॥

এ কথা বলিয়া যীশু তাহার উপরে।
দিলেন আপন হাত তারে কৃপা করে॥

দাঁড়াইল সোজা হ'য়ে সে নারী তখন।
ঈশ্বর মহিমা করে আনন্দে কীর্ত্তন॥

আরোগ্য করেন যীশু বিশ্রাম দিবসে।
দেখিয়া সমাজ গৃহের অধ্যক্ষ সরোষে॥

বলিল সকল লোকে হইয়া কুপিত।
কর্ম্ম তরে আছে ছয় দিন নিরূপিত॥

আসিয়া আরোগ্য হও সে সকল দিনে।
সুস্থ হ'তে আসিও না বিশ্রামের দিনে॥

বলেন উত্তরে যীশু তাহারে তখন।
ওহে কপটীরা সবে শুন দিয়া মন॥

তোমরা কি প্রতিজন বিশ্রাম দিবসে।
আপন আপন গোরু গাধা সবিশেষে॥

খুলিয়া গোয়াল হ'তে জল-পান তরে।
লইয়া কি যাও নাক সবে স্থানান্তরে॥

অব্রাহাম কন্যা এই শয়তান যাহারে।
আঠার বরষ বান্ধি রাখিল সজোরে॥

বিশ্রাম দিবসে তার বন্ধন মোচন।
করা কি উচিত নয়, বলহ এখন॥

এ সকল কথা তিনি বলেন যখন।
সকল বিপক্ষ হ'ল লজ্জিত তখন॥

মহিমার কার্য্য দেখি শ্রীযীশু সাধিত।
প্রশংসে ঈশ্বরে সবে হয়ে আনন্দিত॥

তখন বলেন যীশু শুন দিয়া মন।
বলি ঈশ্বরের রাজ্য কিসের সমান॥

কিসের সহিত দিব তাহার তুলনা।
তাহা যেন হয় দেখি সরিষার দানা॥

কোন লোক লয়ে তাহা বাগানে আপন।
সন্তুষ্ট হইয়া করে যতনে বপন॥

বাড়িল সে গাছ যবে পক্ষিগণ এসে।
করিল শাখায় বাস উচ্চ দেখি শেষে॥

বলেন আবার তিনি কিসের সহিত।
ঈশ্বর রাজ্যের দিব তুলনা উচিত॥

হয় সেই রাজ্য যেন তাড়ীর সমান।
আনিয়া রমণী এক আটা তিন মান॥

রাখিল ঢাকিয়া তাতে তাড়ী সযতনে।
তাড়ীময় হয়ে গেল সব তত্ক্ষণে॥

গ্রামে গ্রামে প্রভু যীশু নগরে নগরে।
ভ্রমণ করিয়া শিক্ষা দেন সব নরে॥

যাইতেছিলেন যিরূশালেম নগরে।
এ কালে সুধায় কেহ তাঁহারি গোচরে॥

পাইতেছে পরিত্রাণ হে প্রভো যাহারা।
সংখ্যায় কি অল্প মোরে বলুন্ তাহারা॥

বলিলেন তাহাদেরে ত্রাণের আকর।
যাইতে সংকীর্ণ দ্বারে প্রাণপণ কর॥

বলি আমি তোমাদেরে শুন এ বচন।
প্রবেশিতে সেই পথে অনেকে যতন॥

করিবে অবশ্য জান কিন্তু না পারিবে।
উঠে গৃহস্বামী দ্বার বন্ধ করে দেবে॥

হইলে কপাট বন্ধ তোমরা বাহিরে।
থাকিয়া আঘাত যবে করিবে অচিরে॥

বলিবে হে প্রভো! এবে আমাদের তরে।
দিউন খুলিয়া দ্বার প্রবেশি ভিতরে॥

দিবেন তবে তোমাদেরে তিনি এ উত্তর।
জানি না তোমরা হও লোক কোথাকার॥

কহিবে তোমরা তবে মোরা আপনার।
সাক্ষাতে ভোজন পান.করেছি ক'বার॥

আমাদের পথে পথে হে প্রভো! আপনি
দিয়াছেন উপদেশ মোরা তাহা জানি॥

কহিতেছি তোমাদেরে বলিবেন তিনি।
তোমরা যে কোথাকার আমি নাহি জানি।

আমার নিকট হ'তে যত দুরাচার।
দূর হয়ে যাও সবে আদেশ আমার॥

সেই স্থানে তোমাদের বিলাপ রোদন।
হবে ভারি দন্তে দন্তে দন্ত ঘরষণ॥

তখন দেখিবে নেত্রে পিতা অব্রাহামে।
ইসহাক যাকোবেও সে পরমধামে॥

ভাববাদী সকলেই ঈশ্বর রাজ্যেতে।
আছেন পরম সুখে আনন্দ মনেতে॥

দেখিবে আপনাদেরে তথা দূরীকৃত।
গিয়েছ বাহিরে ফেলা হ'য়ে দোষীকৃত॥

উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম হইতে।
বসিবে লোকেরা আসি ঈশ্বর রাজ্যেতে।

আর দেখ কেহ কেহ শেষের যাহারা।
হইবে প্রথম জান সে রাজ্যে তাহারা॥

কিন্তু কোন কোন লোক যাহারা প্রথম
পড়িবে তাহারা শেষে হইবে অধম॥

সে কালে কএক জন ফরীশী যীশুরে
বলিল বাহির হ'য়ে চলে যাও দূরে॥

কারণ বধিতে চায় হেরোদ তোমায়।
শুনিয়া বলেন যীশু তাদের তথায়॥

গিয়া বল সে শৃগালে তোমরা এখন।
দেখ অদ্য কল্য আমি করিয়া গমন॥

ছাড়াই ভূতাদি করি রোগীরে মোচন।
তৃতীয় দিবসে সিদ্ধকর্ম্মা হব জান॥

অদ্য কল্য ও পরশ্ব আমায় গমন।
করিতে হইবে সত্য শুনহ বচন॥

শুন এবে যিরূশালেম নগর বাহিরে।
কোন ভাববাদী হত হ'তে নাহি পারে॥

হে যিরূশালেম বলি হে যিরূশালেম।
ভাববাদীদের হন্তা তুমি হে অধম॥

যাহারা প্রেরিত হয় নিকটে তোমার।
তাদেরে মারিয়া থাক ফেলিয়া পাথর॥

কুক্কুটী যেমন নিজ শাবক সকলে।
করয় একত্র ডাকি নিজ পক্ষতলে॥

তেমনি সন্তানগণে আমি হে তোমার।
একত্র করিতে ইচ্ছা করি কত বার॥

কিন্তু হায় হইলে না তোমরা সম্মত।
দেখ তোমাদের গৃহ তোমাদের মত॥

পড়িয়া রহিল এবে হইবে বিনাশ।
বলি আমি তোমাদেরে করিয়া প্রকাশ॥

যতদিন বলিবে না ধন্য ধন্য তিনি।
আসিছেন প্রভু নামে ধরাধামে যিনি॥

ততদিন এ জগতে তোমরা আবার।
দেখিতে আমায় কভু পাবে নাক আর॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বিশ্রামবারের দিনে প্রভু যীশু পরে।
প্রধান ফরীশীদের অধ্যক্ষের ঘরে॥

চলিলেন নিমন্ত্রণে করিতে ভোজন।
শুনহ সেখানে যাহা হইল ঘটন॥

রাখিল তাহারা সবে দৃষ্টি যীশু প্রতি।
যেন দোষ ধরে তারা যারা দুষ্ট মতি।

ছিল এক জলোদরী সম্মুখে তাঁহার।
তখন বলেন যীশু এই সমাচার॥

শুনহ শাস্ত্রজ্ঞ আর ফরীশী সকল।
বিশ্রাম দিবসে কর্ম্ম উচিত কি বল॥

রোগীরে আরোগ্য করা উচিত কি নয়,
নীরব রহিল তারা করিয়া সংশয়॥

করিয়া আরোগ্য তিনি রোগীকে তখন।
বিদায় দিলেন তবে গেল সেই জন॥

কহিলেন তাহাদেরে তিনি আর বার।
তোমাদের মাঝে আছে হেন কোন্ নর॥

যদি পড়ে কূপে তার গোরু বা সন্তান।
তুলে না বিশ্রাম বারে করিয়া সন্ধান॥

পারে না উত্তর দিতে তারা সে কথার।
অতঃপর শুন সবে বলি সমাচার॥

নিমন্ত্রিত লোক তথা কিরূপে তখন।
করে মনোনীত দেখি প্রধান আসন॥

লক্ষ্য করি তাহা তিনি তথা সর্ব্ব জনে।
বলিলেন শিক্ষা হেন উপমা বচনে॥

যাইলে বিবাহ ভোজে কোথা নিমন্ত্রণে।
বসিও না তথা গিয়া প্রধান আসনে॥

কি জানি তোমার চেয়ে বেশী সম্মানিত।
হ'য়ে থাকে কোন জন যদি নিমন্ত্রিত॥

বলিবে সে গৃহস্বামী তোমায় তখন।
স'রে গিয়া এই জনে দেও হে আসন॥

জানিও তখন তুমি হইয়া লজ্জিত।
নীচাসনে নেমে যাবে বসিতে ত্বরিত॥

কিন্তু তুমি নিমন্ত্রিত হইবে যখন।
বসিও যাইয়া নীচ আসনে তখন॥

করেছে তোমায় যেই জন নিমন্ত্রণ।
বলিবে সম্বোধি বন্ধু আসিয়া এখন॥

বসুন গ্রহণ ক'রে এ উচ্চ আসন।
পাবে তুমি সে সভায় সম্মান তখন॥

কেননা যে কেহ উচ্চ করে আপনারে।
নত করা যাবে জান তখন তাহারে॥

নত করে যেই জন সদা আপনারে।
করা যাবে বলি আমি উচ্চ সে জনারে॥

নিমন্ত্রণ কর্ত্তা প্রতি বলেন তখন।
মধ্যাহ্ন বা রাত্রি ভোজ ক'রে আয়োজন॥

ডাকিও না কভু তুমি আত্মীয় স্বজনে।
অথবা তোমার ধনী প্রতিবাসিগণে॥

কি জানি তাহারা তোমায় দিবে প্রতিদান।
করিয়া পাল্‌টা ভোজে পুন: নিমন্ত্রণ॥

তাহাতে পাইবে তুমি ভোজ প্রতিদান।
বুঝ এই সত্য শিক্ষা যদি থাকে জ্ঞান॥

যখন করিবে ভোজ গৃহে আয়োজন।
দুঃখী নূলা অন্ধ খঞ্জে কর নিমন্ত্রণ॥

তাহাতে হইবে ধন্য নামটী তোমার।
দিতে প্রতিদান কিছু নাইক তাদের॥

ধার্ম্মিকদিগের পুনরুত্থান সময়।
পাবে প্রতিদান তুমি নাহিক সংশয়॥

এ সকল কথা শুনে সেথা যত জন।
তাহাদের মাঝে দেখ কোন এক জন॥

বলে, ধন্য ঈশ রাজ্যে যে করে ভোজন।
বলেন তাহারে যীশু শুন দিয়া মন॥

করি এক জন ভোজ গৃহে আয়োজন।
আসিতে অনেক লোকে দিল নিমন্ত্রণ॥

উপস্থিত হ'লে পরে ভোজন সময়।
দাস দ্বারা সব লোকে ডাকিয়া পাঠায়॥

গিয়া বলে নিমন্ত্রিত জনে সে তখন।
সকলি প্রস্তুত আছে কর আগমন॥

কিন্তু নিমন্ত্রিত সবে হ'য়ে এক মত।
করিল ওজর আর আপত্তি যে কত॥

কহিল প্রথম জন দাসেরে তখন।
কিনেছি একটি ক্ষেত্র কি করি এখন॥

দেখিতে না গেলে নয় করি এ বিনতি।
আমায় ছাড়িতে হ'বে তা না হ'লে ক্ষতি

অন্য জন বলে আমি নিবেদি তোমারে।
কিনিলাম পাঁচ যোড়া বলদ এবারে॥

যাইতেছি তাহাদের পরীক্ষা করিতে।
আজকার মত মোরে হ'বে ছেড়ে দিতে।

করেছি বিবাহ আমি বলে অন্য জন।
তাই যেতে পারি নাক নিবেদি এখন॥

ফিরিয়া সে দাস পরে প্রভুরে তাহার।
জানাইল বিবরণ সব সমাচার॥

তখন সে গৃহ স্বামী ক'রে কোপ অতি।
বলে নিজ দাসে তুমি যাও শীঘ্র গতি॥

গলিতে গলিতে আর পথে পথে গিয়া।
আন অন্ধ, খঞ্জ, নূলা দরিদ্রে ডাকিয়া॥

করিয়া তেমন কর্ম্ম বলে দাস এসে।
করিলাম সব কার্য্য আপন আদেশে॥

তথাপিও আছে খালি আরো কত স্থান।
বলেন সে দাসে প্রভু করিয়া গমন॥

রাজপথে রাজপথে বেড়ার ধারে ধারে।
যত লোক আছে আন ছাড়িও না কারে॥

যেন পরিপূর্ণ হয় আমার সদন।
বলি আমি তোমাদেরে শুন এ বচন॥

নিমন্ত্রিত লোক মাঝে কোন এক জন।
পাবে না করিতে মম ভোজ আস্বাদন॥

একদা বিস্তর লোক শ্রীযীশুর সনে।
যেতেছিল যবে তিনি ফিরে লোক পানে॥

বলিলেন এই কথা তবে দয়াধার।
আসিতে আমার সনে ইচ্ছা আছে যার॥

নিজ পিতা মাতা ভার্য্যা সন্ততি সন্তানে।
ভাই ও ভগিনীগণে আর নিজ প্রাণে॥

করে না অপ্রিয় জ্ঞান তবে সে আমার।
শিষ্য হতে পারে নাক জান ইহা সার॥

যে কেহ আপন ক্রুশ করিয়া বহন।
করে না আমার সঙ্গে সঙ্গে আগমন॥

হ'তে পারে নাক কভু শিষ্য সে আমার।
শ্রীযীশু শ্রীমুখ কথা শুভ সমাচার॥

তোমাদের মাঝে কেহ দুর্গের নির্ম্মাণ।
করিতে চাহিলে সে কি না করে সন্ধান॥

সমাপন করিবার সঙ্গতি তাহার।
আছে কি না দেখে সেই করিয়া বিচার॥

কি জানি সে ভিত্তি মূল বসাইলে জান।
করিতে না পারে যদি কাজ সমাপন॥

তবেত সকল লোক বিদ্রূপ করিয়া।
বলিবে এমন কথা তারে সম্বোধিয়া॥

আরম্ভিল বানাইতে ঘর এই জন।
কিন্তু পারিল না সাঙ্গ করিতে কখন॥

যদি এক রাজা অন্য রাজার সঙ্গেতে।
সমর কামনা করে আপন মনেতে॥

বিচার কি করিবে না বসিয়া বিরলে।
বিংশতি হাজার সেনা ল'য়ে নিজ দলে॥

আসিছে বিপক্ষে মোর করিবারে রণ।
লইয়া হাজার দশ সঙ্গে সেনাগণ॥

সম্মুখ সমরে আমি পারি কি কখন।
যদি সে না পারে তবে শত্রু সেনাগণ॥

থাকিবে যখন দূরে দূত পাঠাইয়া।
সন্ধির নিয়ম যত নেবে জিজ্ঞাসিয়া॥

আপন সর্ব্বস্ব ত্যাগ যেই নাহি করে।
সে আমার শিষ্য কভু হইতে না পারে॥

লবণ উত্তম দ্রব্য স্বাদ যদি রয়।
স্বাদ গেলে স্বাদযুক্ত কভু নাহি হয়॥

সারযোগ্য নয় তাহা ঢিবি বা জমির।
লাগে নাক কোন কাজে সে লবণ আর॥

ফেলে দেয় লোকে তাহা লইয়া বাহিরে।
আছে কাণ যার সেই বুঝুক অন্তরে॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

করগ্রাহী পাপিগণ সকলে আবার।
আইল শুনিতে শিক্ষা নিকটে তাঁহার॥

ফরীশী ও অধ্যাপকে দেখি এ সকল।
করিয়া বচসা তাঁরে বলিতে লাগিল॥

এই জন পাপিগণে করয় গ্রহণ।
তাদের সহিত করে পান ও ভোজন॥

কহিলেন যীশু তবে উপমা এমন।
তোমাদের মাঝে আছে হেন কোন জন॥

আছে এক শত মেষ সংসারে যাহার।
হারায় একটি মেষ যদি একবার॥

নিরানব্বই মেষ ছেড়ে সে জন প্রান্তরে।
খুঁজতে কি যায় নাক হারাণ মেষেরে॥

যাবৎ সে মেষটির সন্ধান না পায়।
তাবৎ যতনে সে কি খুঁজে না বেড়ায়?

আর সে হারাণ মেষের পাইলে সন্ধান।
কান্ধে ক'রে ল'য়ে আসে উল্লাসে তখন॥

পরে নিজ ঘরে আসি বন্ধু ও বান্ধবে।
পাড়া প্রতিবাসিগণে ডাকি বলে সবে॥

আসিয়া আনন্দ কর আমার সদনে।
পেয়েছি হারাণ মেষ বহু অন্বেষণে॥

বলি আমি তোমাদেরে শুন এবচন।
এক জন পাপী জান ফিরাইলে মন॥

আনন্দ উৎসব হয় স্বরগে তখন।
যাদের ফিরান মন নাহি প্রয়োজন॥

হেন নিরানব্বই জন ধার্ম্মিকের তরে।
হবে না আনন্দ তত বলিছি সবারে॥

আর শুন কোন নারী আছিল এমন।
যাহার সঞ্চিত মাত্র দশটী সিকি ধন॥

সে যদি একটি সিকি ফেলে হারাইয়া।
খুঁজে না কি দীপ জ্বালি ঘর ঝাঁটি দিয়া॥

যাবৎ হারাণ সিকি না পায় তাহার।
দেখে না খুঁজিয়া সে কি ঘরে বার বার॥

পাইলে সে সিকি বন্ধু বান্ধব সকলে।
পাড়া প্রতিবাসিগণে ডাকিয়া সে বলে॥

আনন্দ আমার সনে করহ এখন।
পেয়েছি সিকিটী মোর আমি একারণ॥

বলি আমি তোমাদেরে তাই এ বচন।
ফিরাইলে মন দেখ পাপী এক জন॥

ঈশ্বরের দূতগণ জান তার তরে।
সে ধামে আনন্দ করে ঈশ্বর গোচরে॥

আর বলিলেন তিনি শুন সমাচার।
ছিল কোন পুরুষের দুইটী কুমার॥

আসিয়া কনিষ্ঠ বলে পিতার গোচরে।
হে পিতঃ বিনতি মোর রাখ দয়া ক'রে॥

বিষয় বিভাগ ক'রে যে অংশ আমার।
করহ প্রদান মোরে এই ভিক্ষা মোর ॥

পরে তিনি দুই পুত্রে আপন বিষয়।
দিলেন বিভাগ করে যা উচিত হয় ॥

অল্পদিন পরে সেই কনিষ্ঠ নন্দন।
একত্র করিয়া সব বিষয় আপন ॥

চলে গেল দূর দেশে নিজের ইচ্ছায়।
উড়াইল অনাচারে বিষয় তথায় ॥

করিলে সকল ব্যয় ; সেই দেশে ভারি।
আকাল পড়িল লোকে থাকে অনাহারী ॥

পাইল সে কষ্ট অতি না মিলে আহার।
এক মুষ্টি অন্ন তরে করে হাহাকার ॥

পাইল আশ্রয় সেই দেশে কোন ঘরে।
রাখে তাকে গৃহস্বামী চরাতে শূকরে ॥

পাঠাইয়া দিল মাঠে তাহারে তখন।
ক্ষুধায় শূকর শুঁটি করয় ভোজন ॥

চাহিত সে খাদ্যে পূর্ণ করিতে উদর।
দিত নাক কেহ তারে হ'ল সে কাতর ॥

পাইয়া চেতনা পরে বলিল তখন।
কত যে মজুর আছে পিতার ভবন ॥

পাইতেছে খাদ্য কত নাহি অনুসার।
উদর জ্বালায় যায় প্রাণ যে আমার ॥

উঠিয়া যাইব আমি পিতার নিকটে।
বলিব হে পিতঃ আমি পড়েছি সঙ্কটে ॥

ঈশ্বর বিরুদ্ধে আর তোমার সাক্ষাতে।
করেছি অনেক পাপ নিজের ইচ্ছাতে ॥

নহি আমি যোগ্য পুত্র হইতে তোমার।
জনৈক মজুর মত রাখ হে এবার॥

উঠিয়া পিতার পাশে চলিল যখন।
দূর হ'তে পিতা তারে করে নিরীক্ষণ॥

হইয়া করুণচিত্ত দৌড়ে গিয়া তারে।
করেন চুম্বন কোলে লয়ে প্রাণ ভ'রে॥

কহিল সে পুত্র তাঁরে করি নিবেদন।
শুনহ সকল লোক করিয়া যতন॥

ঈশ্বর বিরুদ্ধে পিতঃ তোমার সাক্ষাতে।
করেছি অনেক পাপ আপন ইচ্ছাতে॥

তব পুত্র হতে আমি যোগ্য নহি আর।
রাখ মোরে মজুরের মত এইবার॥

মহানন্দে পিতা বলে আদেশ আমার
ওহে দাসগণ গিয়া কর এ প্রকার॥

উত্তম কাপড়খানি ত্বরায় আনিয়া।
এখন এ পুত্রে মোর দাও পরাইয়া॥

পায়েতে পাদুকা দাও অঙ্গুরীয় হাতে।
হৃষ্ট পুষ্ট বৎস মার ভোজ হয় যাতে॥

মহোৎসবে করি মোরা আমোদ প্রমোদ।
কারণ বাঁচিল মৃত পুত্র এ অবোধ॥

গিয়াছিল হারাইয়া মিলিল এক্ষণে।
হউক উৎসব এবে আমার সদনে॥

ছিল জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁর ক্ষেত্রেতে তখন।
ফিরিয়া ঘরের পাশে আইল যখন॥

শুনিয়া ঐ গান বাদ্য নৃত্য কোলাহল।
জিজ্ঞাসে দাসেরে বল এ কিসের গোল

বলিল সে তারে ভাই এসেছে তোমার।
হৃষ্ট পুষ্ট বৎস হত হয়েছে এবার॥

কারণ তোমার পিতা কনিষ্ঠ সন্তানে।
পেয়েছেন সুস্থদেহে অদ্যই এখানে॥

তাতে সে হইয়া ক্রুদ্ধ যাইতে ভিতরে।
চাহিল না কোন মতে প্রবেশিতে ঘরে॥

আসিয়া তাহার পিতা বাহিরে তখন।
বলে জ্যেষ্ঠ পুত্রে কত প্রবোধ বচন॥

উত্তরে বলে সে পুত্র শুনহ আমায়।
দেখ এতকাল সেবা করেছি তোমায়॥

কখন আদেশ তব করিনি লঙ্ঘন।
তবু এক ছাগ বৎস পাইনি কখন॥

যেন আমি নিজ বন্ধু বান্ধবের সনে।
আমোদ প্রমোদ করি পুলকিত মনে॥

কিন্তু এই গুণধর পুত্রটী তোমার।
বেশ্যালয়ে সম্পত্তির ক'রে ছারখার॥

যেমনি আসিল ফিরে কোলে নিলে তারে।
বধিলে ঐ হৃষ্ট পুষ্ট বৎস তার তরে॥

বলিলেন পিতা তারে হে বৎস আমার।
সর্ব্বদাই আছ তুমি আমার গোচর॥

আমার সর্ব্বস্ব আছে তব অধিকারে।
দুঃখিত হইও না তুমি এই পুত্র তরে॥

উচিত উৎসব করা আমোদ প্রমোদ।
তব ভ্রাতা মরেছিল বাঁচিল অবোধ॥

হারাইয়া গিয়াছিল মিলিল এখন।
তাই এ উৎসব আর ভোজ-আয়োজন॥

ষোড়শ অধ্যায়।

বলিলেন শিষ্যগণে যীশু গুণাকর।
ছিল এক ধনবান শুন অতঃপর॥

আছিল দেওয়ান তার গৃহে এক জন।
তার নামে দোষারোপ হইল এমন॥

সে আপন প্রভু ধন করে অপচয়।
তাই ডেকে প্রভু তারে বলে এ বিষয়॥

শুনিতেছি তব নামে একি অপবাদ।
হিসাব নিকাশ দেও যাউক বিবাদ॥

কারণ অধ্যক্ষ পদে দেখ তুমি আর।
থাকিতে পারিবে নাক এ গৃহে আমার॥

মনে মনে বলে সেই অধ্যক্ষ তখনে।
কি করিব কোথা যাব বাঁচিব কেমনে॥

আমার প্রভু ত মোর নিকট হইতে।
অধ্যক্ষের পদ কেড়ে নিবেন ত্বরিতে॥

মাটি কাটিবার মোর নাইক শকতি।
ভিক্ষা করা মোর পক্ষে লজ্জাকর অতি।

আমার অধ্যক্ষ পদ গেলে লোকে যেন।
আমারে আশ্রয় দেয় তাই ভাবি হেন॥

বুঝিলাম যা করিব এবে মনে মনে।
ডাকিয়া পাঠাল প্রভুর যত ঋণী জনে॥

কহিল প্রথম জনে শুনহ সত্বর।
বল এবে মোর কাছে কত তুমি ধার॥

বলিল সে ধারি তৈল এক শত মণ।
বলে লেখ ঋণ পত্রে পঞ্চাশ এখন॥

তখনি পঞ্চাশ মণ লিখিল সত্বর।
আর এক জনে বলে নিকটে তোমার॥

কত ধার আছে বল বিলম্ব না সয়।
বলে এক শত বিশি গম মহাশয়॥

কহিল অধ্যক্ষ ঋণ পত্রেতে তোমার।
অবিলম্বে লেখ আশী আদেশ আমার॥

পরে সেই গৃহস্বামী শুনিয়া এ কথা।
অসাধু অধ্যক্ষ জনে প্রশংসিল তথা॥

করিল বুদ্ধির কাজ মোর এ দেওয়ান।
সত্য সত্য বলি এই যুগের সন্তান॥

স্বজাতি সম্বন্ধে দেখ সদা সর্ব্বক্ষণ।
আলোক সন্তান হ'তে হয় জ্ঞানবান॥

বলি আমি তোমাদেরে আপনার তরে।
অসাধুতার ধনে লভ বন্ধু যত্ন ক'রে॥

যেন উহা শেষ হ'লে তারা তোমাদেরে।
সে অনন্ত আবাসেতে লয়ে যেতে পারে॥

ক্ষুদ্রতম বিষয়ে যে বিশ্বস্ত সুজন।
প্রচুর বিষয়ে হবে বিশ্বস্ত সেজন॥

এ হেতু তোমরা যদি অসাধুতার ধনে।
না থাক বিশ্বস্ত হ'য়ে তাহ'লে কেমনে॥

বিশ্বাসে কে তোমাদের কাছে সত্যধন।
রাখিবে গচ্ছিত ক'রে বল না এখন॥

না হও বিশ্বাসী যদি পরের বিষয়।
তবে কেবা তোমাদের নিজের বিষয়॥

বিশ্বাসেতে তোমাদেরে করিবে প্রদান।
বুঝিও নিগূঢ় বাক্য করিয়া সন্ধান॥

কোন দাস দুই জন প্রভুর দাসত্ব।
করিতে পারে না কভু যদিও বিশ্বস্ত ॥

যে হেতু করিয়া ঘৃণা সেই এক জনে।
করিবে অপরে প্রেম আপনার মনে ॥

অথবা থাকিয়া এক প্রভু অনুগত।
করিবে অপরে তুচ্ছ কাজেতে সতত ॥

তোমরা ঈশ্বর আর ধন উভয়ের।
দাসত্ব করিতে দেখ কভু নাহি পার ॥

অর্থ-।প্রয় ফরীশীরা শুনি এ সকল।
হাসিয়া বিদ্রূপ তাঁরে করয় কেবল ॥

বলিলেন তাদিগেরে শ্রীযীশু তখন।
তোমরা মনুষ্যদের গোচরে যেমন ॥

আপনাদিগেরে ব'লে ধার্ম্মিক প্রবর।
দেখাইয়া থাক হাটে ঘাটে নিরন্তর ॥

তোমাদের চিত্ত চিন্তা জানেন ঈশ্বর।
কোথায় লুকা'বে মন হৃদয় অন্তর ॥

যেহেতু মনুষ্য মধ্যে যারা উচ্চতম।
ঈশ্বর সাক্ষাতে তারা ঘৃণিত অধম ॥

ব্যবস্থা ও ভাববাণী যোহন পর্য্যন্ত।
সে অবধি ঈশ্বরের কার্য্য এই মত ॥

হইতেছে প্রচারিত শুভ সমাচার।
প্রভুর বচন এই শুনহ আবার ॥

লোকেরা সবলে দেখ সে রাজ্যে প্রবেশ।
করিতেছে দিবা নিশি আগ্রহে বিশেষ ॥

স্বর্গ, পৃথিবীর জান বিলোপ সম্ভব।
ব্যবস্থার এক বিন্দু লোপ অসম্ভব ॥

পরিত্যাগ ক'রে যেই আপন বনিতা।
অপরে বিবাহ করে না করিয়া চিন্তা॥

করে সেই লোক জান তবে ব্যভিচার।
স্বামী ত্যক্তা স্ত্রীরে করে যে বিবাহ আর॥

সেও করে পরদার নাহিক সংশয়।
যীশুর ব্যবস্থা এই জান সুনিশ্চয়॥

আছিল পুরুষ এক বড় ধনবান।
বেগুনে ও সূক্ষ্ম বস্ত্র করে পরিধান॥

করিত সে প্রতিদিন আমোদ প্রমোদ।
মৃত্যুর বিষয় কভু ভাবে না অবোধ॥

ফটক দুয়ারে তার কাঙ্গালী লাসারে।
গিয়াছিল রাখা যেন অন্ন পেতে পারে॥

পচা ঘায়ে ভরা তার সমস্ত শরীর।
নিরাশ্রয় ছিল সেই বেদনায় অধীর॥

মেজ হ'তে হ'ত যত উচ্ছিষ্ট পতিত।
উদর জ্বালায় তাহা খাইতে চাহিত॥

চাটিত তাহার ক্ষত কুকুরে আসিয়া।
কালক্রমে সে কাঙ্গালী গেল যে মরিয়া॥

স্বর্গ দূতগণ দেখ লইয়া তাহারে।
বসাইল অব্রাহাম কোলে একেবারে॥

অতঃপর সে ধনীর হইল মরণ।
সমাধি হইল সমারোহেতে তখন॥

নরক যাতনা মাঝে থাকিয়া সে জন।
দেখে দূরে অব্রাহামে তুলিয়া নয়ন॥

তাঁর কোলে দেখি সেই কাঙ্গালী লাসারে।
অব্রাহামে ডেকে তবে বলে উচ্চৈঃস্বরে॥

করুন করুণা এবে এ অভাগা প্রতি।
পাঠান লাসারে আমি করি এ বিনতি॥

অঙ্গুলির অগ্রভাগ জলে ডুবাইয়া।
আমার রসনা দেয় শীতল করিয়া॥

পাই হায় কি যাতনা অনল শিখায়।
বলিলেন অব্রাহাম শুনহ আমায়॥

হে বৎস স্মরণ কর তব যত সুখ।
পেয়েছ জীবনকালে হয়নি ত দুঃখ॥

পাইয়াছে দুঃখ জান কাঙ্গালী লাসার.
সংসারে জীবনকালে করি হাহাকার॥

এখন সে এই ধামে লভিছে সান্ত্বনা।
পাইতেছ তুমি দেখ কতই যাতনা॥

এ সকল ছাড়া দেখ করি নিরীক্ষণ।
আমাদের তোমাদের মাঝেতে কেমন॥

এক মহা শূন্য স্থল রহিয়াছে স্থির।
পারে না কখন দেখ ইচ্ছা হয় যার॥

তোমাদের কাছে যেতে, যখন তখন।
অসম্ভব দেখ তাই তব নিবেদন॥

আবার সেখান হ'তে মোদের এই স্থলে।
আসিতে পারে না দেখ কেহ কোন কালে

তখন বলিল ধনী সম্বোধি তাঁহারে।
বিনয়ে নিবেদি পিতঃ শুন দয়া ক'রে॥

আমার পিতার গৃহে পাঠান এ জনে।
আছে পাঁচ ভাই মোর এখন সেখানে॥

করুক সে গিয়া তাহাদেরে সাক্ষ্যদান।
ঘটে না তাদের ভাগ্যে যেন এই স্থান॥

কহিলেন অব্রাহাম তাহারে তখন।
রয়েছেন মোশি আর ভাববাদিগণ॥

শুনুক তাদের কথা তাহারা সকলে।
অব্রাহামে সম্বোধিয়া তখন সে বলে॥

পিতঃ মৃত জন মাঝে কোন এক জন।
যদি তাহাদের কাছে করয় গমন॥

ফিরাইবে মন তারা তাহ'লে নিশ্চয়।
বলেন তাহারে তিনি কভু তাহা নয়॥

মোশির ও ভাববাদীদের শিক্ষা যবে।
শুনে না যাহারা কাণে তাহারাও তবে॥

মৃত্যু হতে উঠে যায় যদি কোন জন।
মানিবে না তবু তারা সত্য এবচন॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

বলিলেন শিষ্যগণে যীশু দয়াময়।
ঘটিবে অবশ্য বিঘ্ন নাহিক সংশয়॥

কিন্তু ধিক্ বলি তারে যে জন কারণে।
উপস্থিত হবে বিঘ্ন এ মর ভুবনে॥

এ ক্ষুদ্র দলের মাঝে কোন এক জনের
জন্মায় যে বিঘ্ন ধিক্ জীবনে তাহার॥

তা অপেক্ষা যাঁতা বেন্ধে গলায় তাহার।
সাগরে ফেলিলে হয় ভাল সে জনার॥

আপন বিষয়ে হও সদা সাবধান।
তব ভ্রাতা করে পাপ যদি তুমি জান॥

কর তারে অনুযোগ দোষ দেখাইয়া।
অনুতাপ করে যদি চেতনা পাইয়া॥

করিও তাহারে ক্ষমা না ধরিও দোষ।
না করিও ভাই প্রতি তুমি কভু রোষ॥

করে যদি অপরাধ বিরুদ্ধে তোমার।
একই দিবসে তব ভাই সাতবার॥

ফিরিয়া তোমার কাছে আসে সাতবার।
করিলাম অনুতাপ বলে ততবার॥

করিও তাহারে ক্ষমা মনের সহিত।
এই শুভ সমাচার শ্রীযীশু কথিত॥

বলিল প্রেরিতগণ প্রভুর চরণে।
মোদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করুন এক্ষণে॥

কহিলেন প্রভু এক সরিষার মত।
যদি তোমাদের থাকে বিশ্বাস সতত॥

তবে এই তুঁতগাছে বলিবে যখন।
সমূলে উপড়ে যাও সমুদ্রে এখন॥

বলি সবে এই ক্ষণে তোমাদের কথা।
মানিবে অবশ্য জান নাহিক অন্যথা॥

তোমাদের মাঝে লোক আছে কে এমন।
লাঙ্গল বহি বা করি মেষের পালন॥

আইলে ফিরিয়া দাস ক্ষেত্র হ'তে জান।
বলিবে বসিয়া কর ভোজন ও পান॥

বরং কি না বলিবে সেই দাসেরে তখন।
আমি কি খাইব তার কর আয়োজন॥

যতক্ষণ আমি করি পান ও ভোজন।
কোমর বান্ধিয়া সেবা কর ততক্ষণ॥

পরে তুমি কর গিয়া ভোজন ও পান।
করিলে সে দাস দেখ আদেশ পালন॥

ইহাতে কি সেই প্রভু ধন্যবাদ তাঁর।
করিবে আমায় বল তোমরা এবার॥

তেমনি সকল আজ্ঞা করিলে পালন।
বলিও অযোগ্য দাস মোরা অকিঞ্চন॥

করেছি কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল যা উচিত।
শুভ সমাচার শিক্ষা হইও বিদিত॥

চলিলেন যবে তিনি সে যিরূশালেমে।
শমরীয়া গালীলের মধ্য দিয়া ক্রমে॥

ছিল শিষ্যগণ সবে তাঁহার সহিত।
প্রবেশেন কোন গ্রামে হইয়ে ত্বরিত॥

দশ জন কুষ্ঠী প'ড়ে সম্মুখে তাঁহার।
দাঁড়াইয়া বলে দূরে উচ্চে বার বার॥

কর দয়া আমাদেরে যীশু দয়াময়।
বলেন তাদেরে দেখি তিনি সে সময়॥

যাজকগণের কাছে গিয়া দেও দেখা।
তোমাদের দেহ তারা করুক পরীক্ষা॥

যাইতে যাইতে তারা পথে দশ জন।
শুচি হ'ল কুষ্ঠ হ'তে দেখিল তখন॥

তাহাদের এক জন হয়ে শুচীকৃত।
ফিরিয়া আইল তথা হয়ে আনন্দিত॥

করিতে করিতে উচ্চে ঈশ-গুণগান।
যীশুর চরণে আসি ঢেলে দিল প্রাণ॥

উবুড় হইয়া, প'ড়ে দিল ধন্যবাদ।
জাতিতে সে শমরীয় বলি এ সংবাদ॥

তখন বলেন যীশু দেখ দশ জন।
হয়নি কি শুচীকৃত তবে এ কেমন॥

গেল সেই নয় জন এখন কোথায়।
আইল না ফিরে কেন কি হইল দায়॥

করিতে ঈশ্বর স্তব মাত্র একজন।
এসেছে ফিরিয়া দেখ, কোথা নয় জন॥

শমরীয় লোক ছাড়া কারে ত এমন।
মিলিল না কি আশ্চর্য্য বল এ কেমন॥

বলেন তাহারে প্রভু যীশু দয়াময়।
তুমি এবে চলে যাও নিজের আলয়॥

তোমার বিশ্বাস শুচি করিল তোমায়।
কুশলে থাকিয়া গাও ঈশ্বরের জয়॥

সুধায় ফরীশীগণ যীশুরে তখন।
আসিবে ঈশ্বর রাজ্য জগতে কখন॥

বলিলেন তাহাদেরে শ্রীযীশু উত্তরে।
আসে না ঈশ্বর রাজ্য সমারোহ ক'রে॥

বলিবে না লোকে ওহে দেখ এই খানে।
অথবা ঈশ্বর রাজ্য আছে ঐ স্থানে॥

কারণ দেখহ সবে মধ্যে তোমাদের।
আছে বিরাজিত এবে রাজ্য ঈশ্বরের॥

কহিলেন শিষ্যগণে যীশু দয়াময়।
আসিবে জগতে জান এমন সময়॥

যখন মনুষ্যপুত্রের কালের এক দিন।
করিবে দেখিতে ইচ্ছা তোমরা সেদিন॥

পাবে না দেখিতে কিন্তু তোমরা তখন।
বলিবে লোকেরা তোমাদিগেরে এমন॥

দেখ এই স্থানে রাজ্য দেখ ঐ স্থানে।
যেও নাক পিছু পিছু তাঁহার সন্ধানে॥

আকাশে বিজলী হ'লে দেখ চমকিত।
ব্যাপিয়া সকল দিক করে আলোকিত॥

তেমনি মনুষ্যপুত্র আপনার দিনে।
হবেন প্রত্যক্ষ লোকে দেখিবে তখনে॥

প্রথমে করিতে হ'বে দুঃখভোগ তাঁরে।
অগ্রাহ্য করিবে লোকে এপাপ সংসারে॥

ঘটিল নোহের কালে জগতে যেমন।
হইবে মনুষ্যপুত্রের কালেও তেমন॥

যে পর্য্যন্ত সাধু নোহ্ প্রবেশ জাহাজে।
করিল না পরিজন লইয়া সহজে॥

হ'ল নাক সে অবধি সে মহাপ্রলয়।
মরিল যাহাতে নর আর জীবচয়॥

বিবাহ করিত আর ভোজন ও পান।
হ'ত বিবাহিত সবে সে অবধি জান॥

সেরূপে লোটের দিনে হইল ঘটন।
মাতিত লোকেরা করি পান ও ভোজন॥

করিত ক্রয় বিক্রয় ও বৃক্ষাদি রোপণ।
করিত নিবাস তরে গৃহাদি নির্ম্মাণ॥

যে দিন সদোম হ'তে সে লোট সুজন।
বাহির হইয়া দেখ করিল গমন॥

সে দিন আকাশ হ'তে গন্ধক অনল।
বরষি বিনষ্ট করে লোক সে সকল॥

হবেন মনুষ্যপুত্র যে দিনে প্রকাশ।
সে দিনে তেমন হবে করিও বিশ্বাস॥

যে কেহ সে দিনে থাকে ছাদের উপরে।
থাকে যদি দ্রব্য আদি ঘরের ভিতরে॥

না আসুক নেমে তাহা লইবার তরে।
থাকে যেই ক্ষেতে ফিরে না আসুক ঘরে॥

লোটের গৃহিণী কথা করিও স্মরণ।
হয়েছিল সেইকালে যেরূপ ঘটন॥

লভিতে যে করে যত্ন আপনার প্রাণ।
হারাবে, রাখিতে তাহা পারিবে না জান॥

যে কেহ আপন প্রাণ হারায় নিশ্চিত।
বাঁচাইবে সেই জন নিজ প্রাণ সত্য॥

বলি আমি তোমাদেরে শুন দিয়া মন।
থাকিবে সে রাত্রে এক শয্যায় দু'জন॥

তাহাদের মধ্যে এক হইবে গ্রহণ।
অপর হইবে ত্যক্ত সত্য এ বচন॥

পেষে যদি দুটী নারী একসঙ্গে যাঁতা।
হইবে একটী নীত অন্যে পরিত্যক্তা॥

তখন আছিল তথা যত শিষ্যগণ।
চরণে সুধায় তাঁর হয় এ কেমন॥

বলুন এসব প্রভো হইবে কোথায়।
কহেন তাদেরে তিনি শুনহ আমায়॥

জানিও তোমরা শব থাকে যেইখানে।
শকুনি সকল এসে মিলিবে সেখানে॥

I

অতঃপর শিষ্যগণে যীশু গুণাধার।
দিলেন উপমা বাক্যে শিক্ষা এপ্রকার

তাদের প্রার্থনা করা সর্ব্বদা উচিত।
প্রার্থনায় নিরুৎসাহ হওয়া অনুচিত॥

বলেন শ্রীযীশু শুন একটী নগরে।
আছিল বিচারকর্ত্তা লোকদের তরে॥

করে না ঈশ্বরে ভয় মানে নাক নরে।
আছিল বিধবা এক শুন সে নগরে॥

বলিত বিধবা আসি তারে বার বার।
অন্যায়ের কর এবে ন্যায্য প্রতীকার॥

আমার বিপক্ষ হতে আমার উদ্ধার।
হ'ল নাক সম্মত সে করিতে বিচার॥

কিন্তু পরে মনে মনে ভাবিল এমন।
যদিও ঈশ্বরে ভয় করি না কখন॥

মানি না মানুষে আমি তথাপি এ নারী।
বিধবা অবলা দেয় ক্লেশ মোরে ভারি॥

এজন্য অন্যায় হতে ইহারে উদ্ধার।
করিব পাছে সে হেথা এসে বার বার॥

ক'রে তুলে জ্বালাতন আমায় কেবল।
পরে প্রভু বলিলেন সকলে শুনিল॥

অধর্ম্ম আচারী এই বিচার করতা।
বলিল কি মনে মনে শুনিলে সে কথা॥

তবে কি ঈশ্বর নিজ মনোনীত তরে।
করিবেন না প্রতীকার অন্যায়ের সত্বরে॥

যাহারা দিবস নিশি প্রভুর নিকটে।
রোদন প্রার্থনা করে হৃদি অকপটে॥

যদিও তাদের প্রতি পরম ঈশ্বর।
আছেন সহিষ্ণু সদা জান নিরন্তর॥

বলি আমি তোমাদেরে শুন দিয়া মন।
তিনি তাহাদের পক্ষে শীঘ্রই তখন॥

করিবেন অন্যায়ের যথা প্রতীকার।
বলেন শ্রীযীশু শুন এই সমাচার॥

মনুষ্য পুত্রের যবে হ'বে আগমন।
পাবেন কি পৃথিবীতে বিশ্বাস তখন॥

আপনাকে সাধু ব'লে ভাবয় যাহারা।
মনে মনে বলে শুধু ধার্ম্মিক আমরা॥

অপর সকল লোকে করে হেয়জ্ঞান।
বলেন তাদেরে তিনি দৃষ্টান্ত বচন॥

করিতে প্রার্থনা দেখ মন্দিরে যখন।
প্রবেশিল ধর্ম্মধামে পুরুষ দু'জন॥

একজন হয় দেখ ফরীশী প্রবর।
করগ্রাহী অন্যজন শুন অতঃপর॥

দাঁড়াইয়া সে ফরীশী আপনা আপনি।
করিল প্রার্থনা এই প্রকারে তখনি॥

হে ঈশ্বর ধন্যবাদ করি যে তোমার।
সকল লোকের মত নহি দুরাচার॥

উপদ্রবী অন্যায়ী কি ব্যভিচারী যত।
নহি আমি নাহি হই করগ্রাহীর মত॥

সপ্তাহেতে উপাবাস করি দুইবার।
দান করি দশমাংশ আয়ের আমার॥

দূরে দাঁড়াইয়া কিন্তু করগ্রাহী জন।
তুলিতে স্বর্গের দিকে আপন নয়ন॥

সাহস না পেয়ে শেষে বক্ষে করাঘাত।
করিতে করিতে বলে হে ঈশ্বর নাথ॥

দয়া কর ওহে প্রভু এ পাপীর প্রতি।
এ পাপ জীবনে যেন হয় সদ্গতি॥

বলি আমি তোমাদেরে দেখ এই জন।
ধার্ম্মিক গণিত হ'য়ে নিজের সদন॥

নেমে গেল মহানন্দে নাহিক সংশয়।
কিন্তু এ ফরীশী দশা তার তুল্য নয়॥

কারণ যে কেহ করে নিজেরে উন্নত।
করা যায় সেই জনে দেখ অবনত॥

কিন্তু যেই জন করে আপনারে নত।
হবে সেই জন জান নিশ্চয় উন্নত॥

লোকেরা আপনাদের ক্ষুদ্র শিশুগণে।
আনিল কোলেতে ক'রে শ্রীযীশু চরণে॥

যেন যীশু তাহাদেরে করেন পরশ।
দেখিয়া শিষ্যদের হ'ল বড় অসন্তোষ॥

করিল ভর্ৎসনা কত তাদের সকলে।
কিন্তু বলিলেন যীশু নিজ শিষ্য দলে॥

আসুক আমার কাছে যত শিশুগণ।
তাদের তোমরা কভু ক'র না বারণ॥

কারণ ঈশ্বর রাজ্য এমন লোকের।
এরাই করিবে সেই রাজ্য অধিকার॥

বলি আমি তোমাদেরে সত্য এবচন।
যে কেহ শিশুর মত হইয়া এখন॥

না করে ঈশ্বর রাজ্য গ্রহণ জীবনে।
পারিবে না প্রবেশিতে অমর ভবনে॥

সুধায় অধ্যক্ষ এক যীশুরে তখন।
কেমনে সদ্‌গুরো পাব অনন্ত জীবন॥

বলিলেন তারে যীশু তুমি যে আমায়।
সৎ ব'লে কেন বল বুঝা নাহি যায়॥

একজন বিনা আর কেহ সৎ নয়।
তিনি সেই সত্য নিত্য পিতা প্রেমময়॥

তুমি ত আদেশ সব আছ অবগত।
করিও না পরদার শিখেছ সতত॥

করিও না নরহত্যা কভু চুরি আর।
দিও নাক মিথ্যা সাক্ষ্য কোনই প্রকার॥

জনক জননী প্রতি কর সমাদর।
বাল্যাবধি পালিতেছি সে দিল উত্তর॥

একথা শুনিয়া যীশু বলেন তখন।
একটী বিষয়ে ত্রুটী রয়েছে এখন॥

যা কিছু তোমার আছে করিয়া বিক্রয়।
বিতর দরিদ্রগণে হইয়া সদয়॥

তাহাতে অমর ধামে পাবে সত্যধন।
তবে আসি কর মোর পশ্চাৎ গমন॥

হ'ল সে দুঃখিত অতি শুনি এবচন।
কারণ আছিল যুবা বড় ধনবান॥

বলেন শ্রীযীশু দৃষ্টি করি তার প্রতি
ধনী লোকদের দেখ কেমন দুর্গতি॥

ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ তাদের দুষ্কর
মন দিয়ে শুন সবে এবাক্য আমার॥

সূচী ছিদ্র দিয়া বরং উষ্ট্রের গমন।
সম্ভব হইতে পারে কিন্তু ধনী জন॥

পাইবে না স্বর্গ রাজ্যের কভু দরশন।
শুনি এই বাক্য সবে জিজ্ঞাসে তখন॥

পেতে পারে কোন জন তবে পরিত্রাণ
কহিলেন প্রভু যীশু শুন দিয়া কাণ

মানব অসাধ্য যাহা সাধ্য ঈশ্বরের।
তাহা শুনি বলে তাঁরে প্রেরিত পিতর॥

করিয়া সকলি ত্যাগ তোমারি কারণ।
করিতেছি মোরা তব পশ্চাৎ গমন॥

বলেন সকল শিষ্যে শ্রীযীশু তখন।
জানিও সংসারে কেহ নাহিক এমন॥

ঈশ্বর রাজ্যের তরে যেই কোন জন।
করি ত্যাগ ঘর, নারী, আরো ভ্রাতৃগণ॥

পিতা মাতা পুত্র কন্যা আত্মীয় সকল।
ঈশ্বর আশ্রয় করে জীবন সম্বল॥

ইহকালে পাইবে সে তার বহুগুণ।
পাইবে আগামী যুগে অনন্ত জীবন॥

পরে যীশু বার শিষ্যে নিকটে ডাকিয়া।
বলেন এ সব কথা স্পষ্ট বুঝাইয়া॥

দেখ করি মোরা যিরূশালেমে গমন।
লিখেছেন যাহা যাহা ভাববাদিগণ॥

ফলিবে মনুষ্যপুত্রে সে সব নিশ্চিত।
হবেন বিজাতি করে তিনি সমর্পিত॥

করিবে লোকেরা তাঁরে কত অপমান।
নিন্দা পরিহাস আর যত অসম্মান॥

কটু কথা ব'লে থুথু গায়ে দিবে তাঁর।
প্রহারিয়া কশা শেষে করিবে সংহার॥

উঠিবেন পুনঃ তিনি তৃতীয় দিবসে।
বুঝিল না কিছুমাত্র সে সকল শিষ্যে॥

রহিল তাদের হ'তে গুপ্ত এ বচন।
নারিল বুঝিতে তারা সে সব তখন॥

যিরীহো নিকটে তিনি আসেন যখন।
পথ পার্শ্বে ভিক্ষা করে এক অন্ধ জন।

জনতা গমন শব্দ শুনি সে সুধায়।
ইহার কারণ কি বল হে আমায়॥

বলিল লোকেরা তারে যীশু নাসরতী।
এই পথ দিয়া দেখ করিছেন গতি॥

তখন সে উচ্চে বলে করিয়া আহ্বান
কর দয়া মোর প্রতি দায়ূদ সন্তান॥

যাহারা তাঁহার আগে আগে যেতেছিল।
ধমকি নীরব হ'তে তাহারে বলিল॥

করিতে লাগিল আরো উচ্চে সে আহ্বান
কর দয়া মোর প্রতি দায়ূদ সন্তান॥

থামিয়া শ্রীযীশু তবে নিকটে তাঁহার।
আনিতে আদেশ অন্ধে দিলেন এবার॥

আইল নিকটে যবে সুধালেন তারে।
কি করিব তব তরে বল হে আমারে॥

বলে প্রভু যেন আমি এ দুটী নয়নে।
দেখিতে শকতি পাই এ ভিক্ষা চরণে॥

কহিলেন যীশু তারে ওহে অন্ধ জন।
দিলাম তোমারে দৃষ্টি শকতি এখন॥

করিল আরোগ্য তব বিশ্বাস তোমায়।
তখনি সে অন্ধ নেত্রে দেখিতে যে পায়॥

ঈশ্বর গৌরব সে করিতে করিতে।
গমন করিল তাঁর পশ্চাতে পশ্চাতে॥

দেখিয়া এহেন কাজ লোকেরা সকল।
ঈশ্বর প্রশংসা গান আনন্দে করিল॥

ঊনবিংশ অধ্যায়।

পরে তিনি যিরীহোতে প্রবেশ করিয়া।
যাইলেন নগরের মধ্য পথ দিয়া॥

বিখ্যাত সক্কেয় নামে এক ধনবান।
ছিল তথা করগ্রাহীর মধ্যে সে প্রধান॥

কেমন পুরুষ যীশু দেখিবার তরে।
করিল অনেক যত্ন জনতা ভিতরে॥

কারণ সে পারিল না ছিল খর্ব্ব কায়।
তাই জনতার আগে চলিয়া ত্বরায়॥

উঠিল ডুমুর গাছে যীশুরে দেখিতে।
যখন যাইতেছেন তিনি সেই পথে॥

হইলেন উপস্থিত সেখানে যখন।
উপরে চাহিয়া তারে বলেন তখন॥

হে সক্কেয় নেমে এস হইয়ে সত্বর।
থাকিব যে আজ আমি গৃহেতে তোমার॥

তাহাতে সে নেমে এসে আনন্দ মনেতে।
করিল আতিথ্য তাঁরে আপন গৃহেতে॥

দেখিয়া সকলে তাহা বচসা করিয়া।
বলিতে লাগিল ইনি পাপী গৃহে গিয়া॥

করিতে যাপন নিশি রহিলেন তথা।
তখন সক্কেয় বলে প্রভুরে এ কথা॥

হে প্রভু দেখুন অর্দ্ধ সম্পত্তি আমার।
দীনহীনে করি দান আমি নিরন্তর॥

যদি কারো কিছু করি অন্যায়ে হরণ।
ফিরাইয়া দিয়ে থাকি তার চতুর্গুণ॥

কহিলেন প্রভু যীশু তখন তাহারে।
উপস্থিত পরিত্রাণ আজ এ আগারে॥

যেহেতু এ জন অব্রাহামের সন্তান।
কারণ আছিল যাহা সংসারে হারাণ॥

অন্বেষণ ও পরিত্রাণ করিতে তাহার।
হলেন মনুষ্য পুত্র তাই অবতার॥

লোকেরা শুনিতেছিল এ কথা যখন।
উপমায় উপদেশ দিলেন তখন॥

যিরূশালেমের কাছে তিনি সে সময়।
আছিলেন উপস্থিত শুন হে সবায়॥

ভেবেছিল মনে মনে যত শিষ্যগণ।
ঈশ্বরের রাজ্য হবে প্রকাশ এখন॥

কহিলেন যীশু, ভদ্র বংশীয় এক জন।
এই অভিপ্রায়ে করে বিদেশে গমন॥

লয়ে রাজপদ যেন আপনার তরে।
ফিরিয়া আসিবে গৃহে কিছু দিন পরে।

দশ দাসে ডাকি তিনি আপনার সনে।
কহিলেন দশ মুদ্রা দিয়া প্রতিজনে॥

যাবৎ না আসি আমি কর ব্যবসায়।
কিন্তু তাঁর প্রজা সব ঘৃণা ও হিংসায়॥

পাঠাইল তাঁর পিছে দূত এক জন।
বলিল মোদের ইচ্ছা নয় সেই জন॥

করিবে রাজত্ব এসে মোদের উপরে।
পাইয়া সে রাজপদ যবে এল ঘরে॥

করেছিল যাহাদেরে মুদ্রা সমর্পণ।
ডাকিয়া আনিল কাছে তাদেরে তখন॥

জানিতে পারেন যেন তারা ব্যবসায়ে।
করিয়াছে কে কি লাভ কেমন উপায়ে॥

বলিল নিকটে আসি প্রথম সুজন।
করেছিলেন যেই মুদ্রা মোরে সমর্পণ॥

করেছি তা দিয়ে দশ মুদ্রা উপার্জ্জন।
বলেন সন্তোষে প্রভু তাহারে তখন॥

ধন্য হে উত্তম দাস শুন এ বচন।
আমার আদেশ যাহা বলি হে এখন॥

ক্ষুদ্র বিষয়েতে তুমি হইলে বিশ্বস্ত।
দশ নগরেতে তুমি কর হে রাজত্ব॥

আসিয়া তৎপরে কহে দ্বিতীয় যে জন।
করেছি ঐ মুদ্রায় পাঁচ মুদ্রা উপার্জ্জন॥

বলিল সে কর্ত্তা তারে এ হেন বচন।
পাঁচ নগরের কর্ত্তা হও হে এখন॥

কহিল আসিয়া পরে এক জন আর।
দেখুন হে প্রভু মুদ্রা এই আপনার॥

বাঁধিয়া রেখেছি আমি বস্ত্রে নিজ ঘরে।
কারণ সভয়ে চলি আপনার ডরে॥

আপনি কঠিন লোক না রাখেন যাহা।
ল'ন তুলি নিজ তরে বুঝিয়াছি তাহা॥

কাটেন আপনি জানি না বুনেন যথা।
কহেন তাহারে প্রভু শুন মোর কথা॥

ওরে দাস তুমি হও বড় দুরাচার।
তোমার মুখের বাক্যে করিব বিচার॥

জানিতে কঠিন লোক আমি এ জগতে।
রাখি নাই যাহা তাহা লই ইচ্ছামতে॥

বুনি নাই যাহা আমি কাটি যদি জান।
কর নাই কেন মুদ্রা বণিকে প্রদান॥

আজ আমি তা হইলে সুদের সহিত।
নিতাম আদায় ক'রে পাওনা উচিত॥

যাহারা দাঁড়িয়েছিল নিকটে তাঁহার।
বলিলেন তাহাদেরে তিনি এ প্রকার॥

ইহার নিকট হ'তে এ মুদ্রা লইয়া।
যার আছে দশ মুদ্রা তারে দেও গিয়া॥

বলি আমি তোমাদেরে যার আছে যত।
তারে তত এ জগতে হইবে প্রদত্ত॥

কিন্তু যে লোকের নাই; আছে তার যাহা
লইতে হইবে কেড়ে তাহা হ'তে তাহা॥

চায় না রাজত্ব মম যত শত্রুগণ।
এইখানে লয়ে এস তাদেরে এখন॥

কর বধ তাহাদেরে আমার সাক্ষাতে।
গ্রহণ করে না যারা মোরে কোন মতে॥

এ সকল কথা বলি যীশু ত্রাণপতি।
যিরূশালেমের পথে করিলেন গতি॥

আসিয়া জৈতুন নামে পর্ব্বতের পাশ।
বৈথফগী, বৈথনিয়ায় করেন প্রবেশ॥

পাঠান তখন তিনি শিষ্য দুই জনে।
যাও সম্মুখের গ্রামে তোমরা এক্ষণে॥

গর্দ্দভশাবক এক তথা প্রবেশিয়া।
পাইবে দেখিতে লোকে রেখেছে বান্ধিয়া॥

চড়ে নাই তার পৃষ্ঠে কভু কোন জন।
খুলে তারে লয়ে এস আমার সদন॥

খুল কেন তারে ; লোকে সুধায় যখন।
ইহাতে প্রভুর ব'ল আছে প্রয়োজন ॥

প্রেরিত শিষ্যেরা গিয়া তাঁর কথা মত।
দেখিতে পাইল চক্ষে সকল সে মত ॥

যখন খুলিতেছিল গর্দ্দভশাবকে।
সুধাল গর্দ্দভ-কর্ত্তা প্রেরিতদিগকে ॥

কেন খুলিতেছ এই গর্দ্দভশাবক।
বলে তারা প্রভুর যে আছে আবশ্যক ॥

আনিল গর্দ্দভে তারা শ্রীযীশু নিকটে।
পেতে দিল নিজেদের বস্ত্র তার পিঠে ॥

বসাইল শ্রীযীশুরে তাহার উপরে।
করিলেন যাত্রা তিনি এবে ধীরে ধীরে ॥

আপন আপন বস্ত্র দেখ পথে পথে।
লাগিল পাতিয়া দিতে তাঁহার অগ্রেতে ॥

এলেন নিকটে দেখ যীশু ততক্ষণে।
জৈতুন পর্ব্বত হ'তে নামিবার স্থানে ॥

হয়েছেন উপস্থিত এমন সময়।
দেখিয়া প্রভুর কার্য্য শিষ্য সমুদয় ॥

সবে মিলে সে কারণে আনন্দ করিয়া।
উচ্চ রবে ঈশ্বরের প্রশংসা গাইয়া ॥

বলিতে লাগিল ধন্য সেই রাজা যিনি।
আসিছেন প্রভু নামে ধন্য ধন্য তিনি ॥

স্বর্গে শান্তি ঊর্দ্ধে হো'ক মহিমা তাঁহার।
সত্য বেদবাণী ইহা শুভ সমাচার ॥

জনতার মাঝে কত ফরীশী কুজন।
বলিল যীশুরে সব করিয়া শ্রবণ ॥

দিউন ধমক এবে তব শিষ্যগণে।
উত্তরে বলেন তিনি সে ফরীশী জনে॥

বলি আমি তোমাদেরে যদি এরা সবে।
নীরব হইয়া থাকে তথাপি দেখিবে॥

প্রশংসিবে উচ্চ স্বরে পাথর সকল।
ঈশ্বর শকতি গুণে হবে তা সফল॥

নিকটে আসিয়া যীশু দেখিয়া নগর।
বলেন রোদন করি হইয়া অধীর॥

আজ যদি তুমি নিজ শান্তির বিষয়।
বুঝিতে আপন মনে বাঁচিতে নিশ্চয়॥

কিন্তু এবে সে সকল তব দৃষ্টি হ'তে।
গুপত রহিল আমি নারি প্রকাশিতে॥

আসিবে এমন দিন জগতে তোমার।
বাঁধিবে জাঙ্গাল শত্রু তব চারি ধার॥

ঘেরিবে তোমায় তারা করি অবরোধ।
তব পুত্রগণ সহ করিবে ত বধ॥

আর দেখ সেই কালে ইহাও ঘটিবে।
প্রস্তর উপরে প্রস্তর নাহিক রহিবে॥

বলি আমি শুন সবে এ সত্য বচন।
তব তত্ত্ব অবধান কাল কদাচন॥

বুঝিলে না তুমি কভু ভাবিলে না ভ্রমে।
প্রবেশ করেন তিনি পরে ধর্ম্মধামে॥

বণিকদিগের দলে মন্দির হইতে।
তাড়াইয়া দেন তিনি তখন ত্বরিতে॥

কহিলেন তা'দিগেরে হয়েছে লিখন।
হইবে প্রার্থনা-গৃহ আমার ভবন॥

করেছ তোমরা ইহা চোরের গহ্বর।
লাগিলেন শিক্ষা দিতে তিনি অতঃপর॥

যাজক প্রধান আর অধ্যাপকগণ।
বধিতে করিল যত্ন শ্রীযীশু-জীবন॥

উপায় করিতে স্থির তারা নাহি পারে।
কেননা লোকেরা এক মনে একেবারে॥

শুনিত যীশুর শিক্ষা দিয়া মন প্রাণ।
অনন্ত জীবন কথা অমৃত সমান॥

বিংশ অধ্যায়।

এক দিন প্রভু যীশু মন্দির ভিতরে।
দিতেছেন উপদেশ লোকের গোচরে॥

করেন ঘোষণা দেখ শুভ সমাচার।
ঘটিল এ কালে যাহা শুন একবার॥

প্রাচীনগণের সহ যাজক প্রধান।
আর অধ্যাপকগণ আইল তখন॥

সুধায় যীশুরে তারা কি শকতি বলে।
করিতেছ এ সকল বল না সকলে॥

দিয়াছেন তোমা পরে এ শকতি যিনি।
জানিব আমরা তাঁরে কোন্ জন তিনি॥

উত্তরে বলেন যীশু তখন তাদেরে।
আমিও জিজ্ঞাসি প্রশ্ন বল না আমারে॥

যোহনের অবগাহন কোথা হ'তে হ'ল।
স্বর্গ বা মানব হ'তে আমায় তা বল॥

পরস্পর তারা মনে করিল বিচার।
যদি বলি স্বর্গ হ'তে তবে ত আবার॥

বলিবে করেনি কেন তাঁহাতে বিশ্বাস।
যেই মত উত্তরেতে করিলে প্রকাশ ॥

মানব হইতে হ'ল যদি বলি সবে।
বধিবে পাথর ফেলে আমাদেরে তবে ॥

কারণ লোকের মনে জন্মেছে বিশ্বাস।
যোহন যে ভাববাদী নাহি অবিশ্বাস ॥

উত্তরে তাহারা তাঁরে এ কথা বলিল।
বলিতে পারি না মোরা কোথা হ'তে হ'ল ॥

কহিলেন প্রভু যীশু তাদেরে তখন।
তবে কি শকতি বলে আমিও এমন ॥

করিতেছি বলিব না তোমাদের সনে।
শ্রীগুরু বচন এই শুন সাবধানে ॥

পরে তিনি জনতায় উপমা বচনে।
কহিলেন এই কথা বুঝ সবে মনে ॥

করিয়া প্রস্তুত কেহ আঙ্গুর বাগান।
জমা দিয়া চাষিগণে করিল প্রস্থান ॥

চলে গেল দীর্ঘকাল তরে দেশান্তরে।
পাঠাইল যথাকালে দাসে ফল তরে ॥

ফল অংশ তারা যেন তাহারে প্রদানে।
চলিল সত্বর দাস চাষীদের সনে ॥

কিন্তু সে চাষীরা তারে করিয়া প্রহার।
ফিরাইল শুধু হাতে না করি বিচার ॥

পরে পাঠাইয়া দিল দাস পুনর্ব্বার।
সে দাসেও চাষিগণ করিয়া প্রহার ॥

ফিরাইল শুধু হাতে করি অপমান।
পাঠাল তৃতীয় দাসে করিতে সন্ধান ॥

করি ক্ষত বিক্ষত সে দাসেরে তখন।
বাহিরে ফেলিয়া দিল সেই চাষিগণ॥

বলেন আঙ্গুর ক্ষেতের স্বামী অতঃপর।
কি করিব এবে আমি ভাবি নিরন্তর॥

পাঠাব আমার প্রিয় সন্তানে বাগানে।
হয় ত কৃষকগণ মানিবে সম্মানে॥

কিন্তু কৃষকেরা পুত্রে দেখি পরস্পর।
বলাবলি করে ইনি তাঁহার কুমার॥

উত্তরাধিকারী ইনি আইস এখন।
ইঁহার আমরা এবে বধিব জীবন॥

যেন আমাদের হয় ক্ষেত্র অধিকার।
এ প্রকারে তারা সবে করিয়া বিচার॥

বধ করি ক্ষেত্রস্বামী-সন্তানে অচিরে।
ফেলে দিল আঙ্গুরের বাগান বাহিরে॥

এখন সে কর্ত্তা আসি চাষীদের প্রতি।
কি করিবে ; জিজ্ঞাসেন যীশু ত্রাণপতি॥

আসি তিনি চাষিগণে করিয়া সংহার।
দিবেন এ দ্রাক্ষাক্ষেত্র অপরে আবার॥

শুনিয়া এ কথা তারা কহিল এমন।
ঈশ্বর ইচ্ছায় যেন না ঘটে তেমন॥

বলিলেন তাকাইয়া তাহাদের পানে।
তবে একি লেখা আছে শুন এবে কাণে॥

"গাঁথকেরা যে পাথর অগ্রাহ্য করিল।
কোণের প্রধান প্রস্তর তাহাই হইল॥

যে কেহ সে প্রস্তরের উপরে পড়িবে।
খণ্ড খণ্ড হ'য়ে সেই ভগন হইবে॥

কহিলেন যীশু তাহাদিগেরে তখন।
জগৎ সন্তানগণ করিছে এমন॥

বিবাহিতা হয় তারা বিবাহও করে।
লোকাচার ব'লে ইহা গণ্য এ সংসারে॥

কিন্তু যারা সে ধামের যোগ্য হয় জান।
উঠিয়া ত মৃত্যু হ'তে তারা সর্ব্বজন॥

পুনরুত্থানের হয় সবে অধিকারী।
করে না বিবাহ কভু হয় না সংসারী॥

হয় নাক বিবাহিত শুন তারা আর।
মরে না জীবনে কভু অমর আবার॥

কারণ তাহারা হয় দূতের সমান।
পুনরুত্থানের আর ঈশ্বর-সন্তান॥

উত্থাপিত হয় মৃত শুন সর্ব্বজনে।
বলেছেন মোশি তাই ঝোপ বিবরণে॥

করেন প্রভুরে তিনি এই সম্ভাষণ।
অব্রাহাম ইস্‌হাকের ঈশ্বর সে জন॥

হন প্রকাশিত তিনি যাকূব ঈশ্বর।
ঈশ্বর ত নন মৃতদিগের ঈশ্বর॥

জীবিতদিগের তিনি ঈশ্বর বিদিত।
তাঁহার সাক্ষাতে জান সকলে জীবিত॥

কহিল কয়েক জন আচার্য্য তখন।
বেশ বলিলেন গুরো আপনি এখন॥

সে অবধি সুধাইতে তাঁরে কথা আর।
হ'ল না সাহস জান লোক মাঝে কার

বলিলেন সর্ব্বজনে তিনি অতঃপর।
কেমন করিয়া লোকে খ্রীষ্টেরে আবার।

দায়ূদ সন্তান ব'লে করে সম্ভাষণ।
দায়ূদ আপন গীত পুস্তকে যেমন॥

লিখিলেন যেই কথা শুন একবার।
কহিলেন সদাপ্রভু প্রভুরে আমার॥

যাবৎ তোমার শত্রুগণ তুমি জান।
তোমার ঐ পাদপীঠে নাহি পায় স্থান॥

তাবৎ দক্ষিণে ব'স তুমিই আমার।
বলেন দায়ূদ যবে তাঁরে প্রভু মোর॥

তবে তিনি কি প্রকারে দায়ূদ সন্তান।
ব'লে তোমাদের কাছে অভিহিত হন॥

কহিলেন শিষ্যগণে শুন দিয়া মন।
অধ্যাপকগণ হ'তে থাক সাবধান॥

লম্বা বস্ত্র প'রে তারা পথেতে বেড়ায়।
হাটে ও বাজারে লোকের নমস্কার চায়॥

তাহারা সমাজ-গৃহে, নিরন্তর জান।
ভাল বাসে উচ্চ স্থান আসন প্রধান॥

বিধবাদিগের গ্রাসে বিষয় আশয়।
কপটে প্রার্থনা করে লম্বা কথা কয়॥

তাহারা পাইবে দণ্ড বিচারে ভীষণ।
শ্রীযীশু শ্রীমুখ বাক্য শুন সর্ব্বজন॥

একবিংশ অধ্যায়।

পরে তিনি দেখিলেন ধনবানগণ।
করিছে ভাণ্ডারে দান নিজ নিজ ধন॥

দেখিলেন দীনহীনা বিধবা রমণী।
করে দান দুটী সিকিপয়সা তখনি॥

তা দেখে বলেন যীশু সত্য এ বচন।
দুঃখিনী বিধবা এই রাখিল যে ধন॥

সকল অপেক্ষা দান অধিক তাহার।
অতিরিক্ত ধন হ'তে লোকে আপনার॥

করিতেছে দান কিন্তু দেখ এই জন।
আপন অভাব সত্ত্বে করিল প্রদান॥

যা কিছু জীবনোপায় আছিল তাহার।
লইয়া সকল রাখে ভাণ্ডারে প্রভুর॥

আর দেখ কেহ কেহ মন্দিরের কথা।
কিরূপে বলিতেছিল শুন সে বারতা॥

কেমন সুন্দর উহা সুন্দর পাথরে।
দান দ্রব্যে সুশোভিত দেখ হে ভিতরে।

বলিলেন তিনি ইহা দেখিছ এখন।
আসিছে সময় জান তোমরা এমন॥

পাথর উপরে এক পাথর তখন।
থাকিবে না কভু এই মন্দিরে কখন॥

সকলি বিধ্বংস হ'য়ে হবে ভূমিসাৎ।
এ ধ্বংস নগর বলে হইবে আখ্যাত॥

সুধায় লোকেরা তাঁরে ওহে গুরো এবে
বলুন ঘটিবে ইহা এ নগরে কবে॥

আর যবে এ সকল হইবে সফল।
সে কাল লক্ষণ কিবা বলুন সকল॥

দেখিও ; বলেন তিনি হইও না ভ্রান্ত।
আসিবে আমার নামে অনেকে একান্ত॥

বলিবে আমিই তিনি, নিকট সময়।
যেও না তাদের পিছে তোমরা নিশ্চয়॥

শুনিবে সমর ধ্বনি গণ্ডগোল যবে।
হইও না ভীত কভু মনে রেখ সবে॥

ঘটিবে প্রথমে এই সকল নিশ্চয়।
কিন্তু তখনই কভু যুগ শেষ নয়॥

কহিলেন, যীশু তাহাদিগেরে এমন।
জাতির বিপক্ষে জাতি উঠিবে তখন॥

রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য উঠিবে নিশ্চয়।
মহাঘোর ভূমিকম্পে হইবে প্রলয়॥

দেশে দেশে মহামারী মড়ক ঘটিবে।
আকাশে ভীষণ চিহ্ন উদয় হইবে॥

ভীষণ লক্ষণ হ'বে বিমানে প্রকাশ।
আমার এ সত্যবাণী করহ বিশ্বাস॥

কিন্তু এ সকল জেনো ঘটিবার পূর্ব্বে।
দুঃখ দিতে লোকে তোমাদিগেরে ধরিবে॥

সমাজ-গৃহেতে আর দিবে কারাগারে।
সঁপে দিবে তোমাদেরে বধিবার তরে॥

আমার নামের তরে তোমরা সকলে।
রাজা ও শাসকদের সম্মুখে সে কালে॥

নীত হ'বে বিনা দোষে মনেতে জানিবে।
সাক্ষ্য তরে তোমাদের প্রতি তা ঘটিবে॥

সমাজ সমীপে আর শাসকের সনে।
ল'য়ে যবে যাবে লোকে ভাবিও না মনে॥

কি উত্তর দিতে হ'বে সেখানে তখন।
তার জন্য আগে চিন্তা ক'র না কখন॥

তোমাদেরে দিব আমি শকতি ও জ্ঞান।
দিব মুখে হেন বাক্য যে কথার কখন॥

শত্রুগণ প্রতিরোধ পারে না করিতে।
পারিবে না সে কথার উত্তর করিতে॥

পিতামাতা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন।
তোমাদের আছে প্রিয় যত বন্ধুগণ॥

তাহারাই তোমাদেরে ধরাইয়া দিবে।
কারে কারে প্রাণে তারা বধ করাইবে॥

আমার নামের তরে তোমরা জগতে।
হইবে ঘৃণিত সব জাতির সাক্ষাতে॥

তোমাদের মস্তকের একগাছি কেশ।
হ'বে না বিনষ্ট কভু জান সবিশেষ॥

থাকিলে সহিষ্ণু হ'য়ে তোমরা সকলে।
করিবে আপন প্রাণ লাভ শেষ কালে॥

যখন তোমরা সবে দেখিবে নয়নে।
যিরূশালেমেরে ঘেরে বহু সেনাগণে॥

জানিবে নগর ধ্বংস সন্নিকট হ'ল।
কহিলাম তোমাদেরে দেখ এ সকল॥

যিহূদায় যারা থাকে তাহারা তখন।
করুক পাহাড়ে অতি শীঘ্র পলায়ন॥

যাউক বাহিরে যারা নগরনিবাসী।
না আসুক সে নগরে কোন পল্লীবাসী

কারণ সে কাল প্রতিশোধের সময়।
লিখিত সকল কথা যেন পূর্ণ হয়॥

গর্ব্ভবতী স্তন্য-দাত্রী নারীদের হায়।
হইবে দুর্গতি কত বলা নাহি যায়॥

কেননা এ দেশে হ'বে বিপদ ভীষণ।
জাতির উপরে কোপ পড়িবে তখন॥

লোকেরা খড়গ ধারে হইবে পতিত।
বন্দী হ'য়ে দেশে দেশে হ'বে তারা নীত ॥

যে পর্য্যন্ত জাতিদের সময় পূরণ।
না হইবে সে পর্য্যন্ত সবে এবে শুন ॥

বিজাতির পদতলে এ ধাম দলিত।
হইবে সত্যই ইহা জানিও নিশ্চিত ॥

আর দেখ সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র সকলে।
প্রকাশিবে নানা চিহ্ন আকাশমণ্ডলে ॥

হইবে বিজাতিদের ক্লেশ এ জগতে।
সাগর তরঙ্গনাদে তারা এ মরতে ॥

হইবে আকূল ভারি পাবে প্রাণে ভয়।
ভূমণ্ডলে যাহা যাহা ঘটিবে নিশ্চয় ॥

সেই ভয়ে মানুষের উড়ে যাবে প্রাণ।
দেখি চিহ্ন ভীত হ'বে তবে সর্ব্বজন ॥

আকাশমণ্ডলে মহাশকতি সকল।
কক্ষ হ'তে বিচলিত হ'বে অমঙ্গল ॥

তখন মনুষ্য পুত্রে লোকেরা নয়নে।
পরাক্রমে সপ্রতাপে মেঘের বাহনে ॥

আসিতে দেখিবে নেত্রে সত্য এ বচন।
এ সব ঘটনা হ'বে আরম্ভ যখন ॥

করিও তোমরা সবে উর্দ্ধে নিরীক্ষণ।
তুলিও আপন শির করিতে দর্শন ॥

কারণ নিস্তার কাল তোমাদের তরে।
হইবে নিকট তবে দেখ নেত্র ভরে ॥

অতঃপর তিনি এক উপমা বচন।
কহিলেন তাদিগেরে তথায় তখন ॥

বারেক ডুমুর বৃক্ষে কর নিরীক্ষণ।
হয় পল্লবিত জান সেগুলি যখন ॥
দেখিয়া তোমরা সবে পার যে বুঝিতে
উপস্থিত গ্রীষ্মকাল হইল মহীতে ॥
সেরূপে তোমরা এই সকল যখন।
দেখিবে যে ঘটিতেছে জানিবে তখন ॥
উপস্থিত ঈশ্বরের রাজ্য এ ভুবনে।
সত্য বলি তোমাদেরে বুঝ সবে মনে ॥
যাবৎ এ সব কথা না হয় সফল।
হ'বে না কখন লোপ এ বংশ সকল ॥
হইবে আকাশ আর পৃথিবীর লোপ।
কিন্তু মম বাক্য কভু হ'বে না বিলোপ।
তাই বলি তোমাদেরে হও সাবধান।
ক'র না ভোজন পান পেটুক সমান ॥
মত্ততায় সাংসারিক জীবিকা চিন্তায়।
তোমাদের হৃদি ভারাক্রান্ত নাহি হয় ॥
সে দিন ফাঁদের মত তোমাদের পরে।
পড়িবে হঠাৎ আসি ভূতল উপরে ॥
কারণ সে কালে সব ভূতলনিবাসী।
দেখিবে সে দিন হ'ল উপস্থিত আসি ॥
তোমরা সর্ব্বদা দেখ জাগিয়া থাকিও।
নিরন্তর আগ্রহেতে প্রার্থনা করিও ॥
এড়াইতে পার যেন এ সব ঘটনা।
তাই এ সবের আমি দিলাম বর্ণনা ॥
মনুষ্য-পুত্রের কাছে দাঁড়াবার তরে।
হও যেন শক্তিমান ঈশ্বরের বরে ॥

আর তিনি প্রতিদিন মন্দিরে গমন।
করিয়া দিতেন শিক্ষা সবারে তখন॥

পরে তিনি প্রতি রাত্রে জৈতুন পর্ব্বতে।
করিতেন রাত্রিবাস গিয়া ইচ্ছা মতে॥

তাঁহার অপূর্ব্ব শিক্ষা শুনিবার তরে।
আসিত প্রভাতে লোক মন্দিরে সত্বরে॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

তাড়ীশূন্য রুটীর পর্ব্ব আসিল তখন।
নিস্তার পরব ব'লে জানে সর্ব্বজন॥

হ'ল সেই পর্ব্ব দেখ নিকট যখন।
প্রধান যাজক আর অধ্যাপকগণ॥

কেমনে করিতে পারে যীশুরে হনন।
তাই সে উপায় করে যত্নে অন্বেষণ॥

কারণ করিত তারা লোক জনে ভয়।
হেন কালে শয়তান বড় দুরাশয়॥

প্রবেশে ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা অন্তরে।
আছিল সে শিষ্য, বার জনের ভিতরে॥

প্রধান যাজক আর সেনাপতি সনে।
করিল গিয়া সে দেখ আলাপ এমনে॥

কিরূপে প্রভুরে ল'য়ে তাহাদের করে।
ধরাইয়া দিতে পারে পরামর্শ করে॥

তখন তাহারা হ'য়ে অতি আনন্দিত।
মুদ্রা দিতে তবে তারে হ'ল প্রতিশ্রুত॥

তাহাতে সম্মত হ'ল যিহূদা তখন।
জনতার অগোচরে তাঁরে সমর্পণ॥

কেমনে করিবে তাই ভাবে অনুক্ষণ।
করিল সুযোগ তাই মনে অন্বেষণ॥

তাড়ীশূন্য রুটীর দিন হ'ল উপস্থিত।
যে দিনে নিস্তারপর্ব্ব তাহারা পালিত॥

মেষের শাবক এক দিত বলিদান।
সে দিনে পিতরে আর যোহনে আহ্বান॥

করিয়া তাদেরে যীশু বলেন এমন।
তোমরা দুজনে এবে করিয়া গমন॥

নিস্তারপর্ব্বের ভোজ আমাদের তরে।
কর আয়োজন গিয়া সম্মুখ নগরে॥

বলে তারা আয়োজন করিব কোথায়।
আপনার ইচ্ছা যথা যাইব তথায়॥

বলেন নগরে যবে দেখ প্রবেশিবে।
সম্মুখে একটী লোক দেখিতে পাইবে॥

জলের কলসী ল'য়ে যাইতেছে ঘরে।
যেও তার সঙ্গে সঙ্গে তোমবা সত্বরে॥

প্রবেশে যে গৃহে সেই প্রবেশ তথায়।
বলিও তোমরা গিয়ে গৃহের কর্ত্তায়॥

জিজ্ঞাসেন আমাদের গুরু মহাশয়।
তোমার অতিথিশালা আছয় কোথায়॥

যেখানে আমি ও মোর শিষ্যগণ সনে।
নিস্তারপর্ব্বের ভোজ পালিব যতনে॥

তাহাতে সে তোমাদেরে দিবে দেখাইয়া।
সাজান কুঠরী বড় উপরে লইয়া॥

সে স্থানে পর্ব্বের ভোজ কর আয়োজন।
প্রভু কথা মতে তারা করিয়া গমন॥

পাইল সকলি দেখ যথা প্রয়োজন।
নিস্তারপর্ব্বের ভোজ হ'ল আয়োজন ॥

পরে উপস্থিত হ'ল সময় যে ক্ষণে।
লইয়া প্রেরিতগণে বসেন ভোজনে ॥

তথায় বলেন তিনি নিজ শিষ্যগণে।
মোর দুঃখ ভোগ পূর্ব্বে তোমাদের সনে ॥

নিস্তারপর্ব্বের ভোজ ভোজন করিতে।
করেছি মানস আমি একান্তই চিতে ॥

বলি আমি তোমাদেরে শুন দিয়া মন।
যাবৎ না হয় ঈশ রাজ্যেতে পূরণ ॥

তাবৎ না করিব আমি এ ভোজ ভোজন।
শুভ সমাচার বাণী শ্রীযীশু বচন ॥

পরে তিনি পানপাত্র গ্রহণ করিয়া।
বলিলেন শিষ্যদের হস্তে উহা দিয়া ॥

লও পান কর সবে বিভাগ করিয়া।
বলিতেছি আমি সবে শুন মন দিয়া ॥

যাবৎ না হয় স্বর্গ রাজ্য আগমন।
কভু করিব না আমি দ্রাক্ষারস পান ॥

পরে তিনি রুটী ল'য়ে ধন্যবাদ ক'রে।
ভাঙ্গিয়া দিলেন তাদের ভোজনের তরে ॥

বলিলেন ইহা হয় করহ বিচার।
তোমাদের তরে দত্ত শরীর আমার ॥

আমার স্মরণ তরে করিও এমন।
ভোজনান্তে পানপাত্র করিয়া গ্রহণ ॥

বলেন এ পানপাত্র আমার শোণিত।
নূতন নিয়ম রক্ত হয় যা পাতিত ॥

তোমাদের তরে জান এ পাপ সংসারে।
কিন্তু দেখ যেই মোরে সমর্পণ করে॥

তার হস্ত মোর সনে মেজের উপরে।
রহিয়াছে দেখ এবে বলি তোমাদেরে॥

কারণ যেমন আছে পূর্ব্বনিরূপিত।
সেরূপে মনুষ্যপুত্রের প্রয়াণ নিশ্চিত॥

কিন্তু হায় হায় ধিক্ জান সে জনারে।
সমর্পণ করিতেছে যে জন তাঁহারে॥

তখন সুধায় তারা দুঃখে পরস্পর।
কে করিবে হেন কার্য্য মোদের ভিতর॥

শিষ্যদের মধ্যে পরে বিবাদ বাধিল।
কোন্ জন শ্রেষ্ঠ তাহা জানিতে চাহিল॥

তাই ক'ন তিনি তাহাদিগে এ প্রকারে।
জাতিদের রাজা আছে দেখ এ সংসারে॥

তাদের শাসকগণ ব'লে হিতকারী।
আখ্যাত লোকের মাঝে দেখহ বিচারি॥

হইও না তোমরাও সেরূপ জগতে।
বলিলেন সার শিক্ষা ঈশ ইচ্ছামতে॥

তোমাদের শ্রেষ্ঠ যেই কনিষ্ঠের মত।
হউক সেবক তোমাদিগের সতত॥

কারণ শ্রেষ্ঠ কে হয় বলহ এখন।
ভোজনে আসীন নর বা সেবক জন॥

ভোজনে আসীন নর নয় কি প্রধান।
কিন্তু আমি তোমাদের সেবক সমান॥

সকল পরীক্ষা মাঝে তোমরা সকল।
রহিয়াছ সঙ্গে সঙ্গে এযাবৎ কাল॥

যেমন আমার পিতা আমার কারণ।
করেছেন স্ব ইচ্ছায় রাজ্য নিরূপণ॥

তেমনি আমিও তোমাদিগের কারণ।
করিয়াছি এক রাজ্য দেখ নিরূপণ॥

তোমরা আমার রাজ্যে আমার মেজেতে।
করিবে ভোজন পান দেখ ইচ্ছামতে॥

বসিয়া তোমরা সবে সিংহাসনে আর।
করিবে ইস্রেল গোষ্ঠীগণের বিচার॥

শিমোন শিমোন, দেখ গোমের মতন।
চালিবার তরে সেই শয়তান এখন॥

চাহিয়াছে তোমাদেরে নিজের বলিয়া।
করেছি বিনতি কিন্তু তোমার লাগিয়া॥

তোমার বিশ্বাস যেন বিলোপ না হয়।
আর তুমি একবার ফিরিলে নিশ্চয়॥

করিও তোমার ভ্রাতৃগণকে সুস্থির।
কহিল শিমোন তাঁরে হইয়া অধীর॥

আপনার সঙ্গে আমি যেতে কারাগারে।
মরিতে প্রস্তুত আছি প্রাণে একেবারে॥

কহিলেন তিনি শুন পিতর এখন।
বলি আমি তোমায় শুন সত্য এ বচন॥

চিন না আমায় ব'লে তুমি তিন বার।
না করিলে অস্বীকার আজ রাত্রে আর॥

ডাকিবে না কুক্কুট যে সত্য মোর কথা।
পরে শিষ্যগণে তিনি বলেন বারতা॥

থলী ঝুলি জুতা বিনা তোমাদেরে যবে।
পাঠালেম প্রচারেতে গ্রামে গ্রামে তবে॥

ছিল কি অভাব কিছু বলহ তখন।
বলে তারা ছিল নাহি অভাব কখন ॥
বলেন তাদেরে তিনি যাহার এখন।
আছে থলী গ্রহণ সে করুক এক্ষণ ॥
সেরূপে লউক ঝুলি নিজ সঙ্গে তার।
যার নাই সে বেচুক বস্ত্র আপনার ॥
করুক খড়্গ ক্রয় আদেশ আমার।
দিলাম জানিয়ে এবে এই সমাচার ॥
কারণ লিখিত আছে শাস্ত্রের বচন।
অসাধুর সঙ্গে তিনি গণিত হবেন ॥
সকলি আমাতে সিদ্ধ হইতে হইবে।
হতেছে সফল সব তোমরা দেখিবে ॥
দেখুন শিষ্যেরা বলে হে প্রভু এখন।
দুখানা খড়্গ আছে মোদের এখন ॥
যথেষ্ট হইবে ইহা বলেন তখন।
আর খড়্গে তোমাদের নাহি প্রয়োজন ॥
বাহির হইয়া নিজ অভ্যাস যেমন।
জৈতুন পর্ব্বতে তিনি করেন গমন ॥
গেল তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সব শিষ্যগণ।
সেই খানে উপস্থিত হলেন যখন ॥
বলিলেন শিষ্যগণে শুন দিয়া মন।
না পড় পরীক্ষায় যেন তোমরা এখন ॥
প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাক তাই সর্ব্বজন।
এক ঢেলার পথ দূরে যাইয়া তখন ॥
করেন প্রার্থনা জানু পাতি এ প্রকার।
বলেন পিতারে ডাকি হে পিতঃ আমার ॥

যদি তব ইচ্ছা হয় তবে আমা হ'তে।
দূর কর পানপাত্র তব অভিমতে॥

তথাপি আমার ইচ্ছা নহে কদাচন।
হউক সকল তব ইচ্ছায় সাধন॥

তৎকালে স্বরগ হ'তে দূত একজন।
দেখা দিয়া তাঁরে করে সবল তখন॥

পরে তিনি মর্ম্মভেদী দুঃখেতে মগন।
হইয়া একাগ্রচিত্তে করেন প্রার্থন॥

আর তাঁর ঘর্ম্ম যেন শোণিতের মত।
বড় বড় ফোঁটা হ'য়ে হইল পতিত॥

উঠিয়া আসিয়া তিনি প্রার্থনার শেষে।
দেখেন সকল শিষ্যে দুঃখে সবিশেষে॥

পড়িয়াছে ঘুমাইয়া তাহারা তখন।
বলিলেন তাহাদেরে শ্রীযীশু এমন॥

ঘুমায়েছ কেন সবে উঠহ এখন।
না পড় পরীক্ষায় যেন করহ প্রার্থন॥

কহিছেন তিনি কথা এমন সময়।
আইল অনেক লোক, যিহূদা তথায়॥

সে বার শিষ্যের মধ্যে ছিল এক জন।
তাহাদের অগ্রে অগ্রে করে আগমন॥

করিবার তরে দেখ যীশুরে চুম্বন।
আইল তাঁহার কাছে যিহূদা তখন॥

কহিলেন হে যিহূদা, তুমি কি চুম্বনে।
মনুষ্যপুত্রেরে দিবে ধরায়ে এক্ষণে॥

কি ঘটিবে জানি বলে যারা ছিল কাছে।
করিব আঘাত প্রভু খড়্গ হেথা আছে॥

আর দেখ তাহাদের মাঝে একজন।
খড়্গে মহাযাজক দাসের তখন॥

কাটিল দক্ষিণ কাণ তার একেবারে।
ক্ষান্ত হও এবে যীশু বলিলেন তারে॥

পরে ঐ দাসের কাণ পরশ করিয়া।
করেন আরোগ্য তিনি নিজ হস্ত দিয়া॥

প্রধান যাজক আর যত প্রাচীন জন।
এল তথা মন্দিরের সেনাপতিগণ॥

যীশুর বিপক্ষে আসে ধরিবার তরে।
বলেন তাদের তিনি পরে এ প্রকারে॥

ধরিতে দস্যুরে যায় লোকেরা যেমন।
তরওয়াল লাঠি ল'য়ে তোমরা তেমন॥

এসেছ কি নিশাকালে ধরিতে সবায়।
প্রতিদিন মন্দিরেতে দেখেছ আমায়॥

থাকিতাম যে সময়ে তোমাদের সনে।
ধর নাই কেন ; মোরে তথা কি কারণে॥

কিন্তু এই তোমাদের হইল সময়।
আঁধারের রাজত্বের কার্য্য পাপময়॥

যীশুরে সেনারা পরে ধরিয়া লইল।
মহাযাজকের গৃহে তাঁহারে আনিল॥

চলিল পিতর দূরে পিছে পিছে তাঁর।
দেখিতে বাসনা করে কি ঘটে আবার॥

প্রাঙ্গণে প্রহরিগণ আগুন জ্বালিয়া।
একত্রে বসিয়াছিল ; পরে পিতর গিয়া॥

বসিল আলোর কাছে তাহাদের সনে।
আছিল তথায় এক দাসী সেই ক্ষণে॥

তাকাইয়া এক দৃষ্টে পিতরের দিকে।
বলে দাসী তাঁর সনে দেখেছি ইহাকে॥

করিয়া সে অস্বীকার বলিল সত্বরে।
চিনি না তাহাকে নারি কি বল আমারে॥

অল্প ক্ষণ পরে আসি আর এক জন।
দেখে বলে তুমি তাহাদের এক জন॥

ওহে শুন, আমি নই, বলিল পিতর।
কিছুক্ষণ পরে আসি আর এক নর॥

বলিল সুদৃঢ়রূপে সত্য এই জন।
আছিল তাঁহার সনে বুঝেছি এখন॥

এলোক গালীলবাসী দেখ সর্ব্বজন।
বলিল পিতর শুনি তাহার বচন॥

বল এ কেমন কথা না পারি বুঝিতে।
বলিতে বলিতে কথা কুক্কুট ত্বরিতে॥

ডাকিয়া উঠিল, প্রভু মুখ ফিরাইয়া।
তাকান পিতর পানে কটাক্ষ করিয়া॥

তাহাতে প্রভুর বাক্য হইল স্মরণ।
করিল বাহিরে গিয়া অত্যন্ত রোদন॥

কুক্কুট ডাকার পূর্ব্বে আজ তিন বার।
করিবে আমায় জান তুমি অস্বীকার॥

তারা যারা ধরেছিল যীশুরে তখন।
প্রহার ও পরিহাস করে অনুক্ষণ॥

ঢাকিয়া প্রভুর চোখ তাঁরে জিজ্ঞাসিল।
ভাববাণী বল্ দেখি কে তোরে মারিল॥

করিয়া অনেক নিন্দা বিপক্ষে তাঁহার।
বলিতে লাগিল কথা অনেক আবার॥

যখন সকাল হ'ল ক'রে এই কাজ।
প্রধান যাজক আর প্রাচীন সমাজ॥

অধ্যাপকগণ সবে একত্র হইল।
আপন সভার কাছে তাঁরে আনাইল॥

বলিল তুমি হে যদি সেই খ্রীষ্ট ভবে।
সভার সম্মুখে বল শুনি মোরা সবে॥

বলেন তাদেরে যীশু যদি আমি বলি।
বিশ্বাস করিবে নাক তোমরা সকলি॥

যদি আমি তোমাদের সুধাই এখন।
দিবে না উত্তর জানি তোমরা কোন জন

দেখিবে মনুষ্যপুত্র মহাশক্তিমান।
ঈশ্বরের পরাক্রমের দক্ষিণে তখন॥

সুধায় সকলে তবে তাঁহারে তখন।
তবে তুমি হও কি হে ঈশ্বর নন্দন॥

কহিলেন তাহাদেরে তিনি এ বচন।
তোমরাই বলিতেছ ; আমি সেই জন॥

বলিল তাহারা দেখ সকলে তখন।
আর আমাদের নাই সাক্ষ্যে প্রয়োজন॥

মোরা আপনারা এবে ইহারই মুখে।
শুনিলাম এই কথা সভার সম্মুখে॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

তখন তাদের দলে সকলে উঠিয়া।
লইল পীলাত সনে যীশুরে ধরিয়া॥

বলে তারা যীশু নামে করি দোষার্পণ।
দেখিলাম এ জনারে মোরা সর্ব্বক্ষণ॥

মোদের জাতিরে করায় বিপথে গমন।
কর দিতে কৈসররাজে করে নিবারণ॥

আর বলে আমি খ্রীষ্ট রাজা তোমাদের।
সুধায় পীলাত তাঁরে সাক্ষাতে সবার॥

তুমি কি যিহূদীরাজ মোরে তাহা বল।
"তুমিই বলিলে তাহা সত্য এ সকল॥"

প্রধান যাজক আর সমাগত জনে।
বলিল পীলাত শুনি একথা শ্রবণে॥

পেলাম না এজনার আমি কোন দোষ।
আরো জোরে বলে তারা করি বড় রোষ॥

সকল যিহূদা দেশ গালীল অবধি।
এস্থান পর্য্যন্ত শিক্ষা দিয়া নিরবধি॥

করিতেছে উত্তেজিত যত প্রজাগণে।
জিজ্ঞাসে পীলাত তবে সমাগত জনে॥

এ ব্যক্তি কি যথার্থই গালীলনিবাসী।
জানিল তখন যীশু সেই দেশবাসী॥

হেরোদ অধিকারের সে লোক যখন।
পাঠাল হেরোদ সনে তাঁহারে তখন॥

ছিল সে যিরূশালেমে পর্ব্বের সময়।
দেখি তাঁরে আনন্দিত হ'ল অতিশয়॥

কেননা সে শুনেছিল যীশুর বিষয়।
কত দিন হ'তে তাঁরে দেখিতে সে চায়॥

আশা ক'রেছিল মনে মনে বহু দিন।
যীশুকৃত কোন চিহ্ন করিব দর্শন॥

আশায় আছিল কিন্তু হইল বিফল।
সুধাল অনেক কথা তাঁহারে কেবল॥

নাহি করিলেন তিনি বাক্য উচ্চারণ।
প্রধান যাজক আর অধ্যাপকগণ॥

কোপ ভরে তাঁর নামে করে দোষারোপ।
দেখান হেরোদ আর সেনাগণ কোপ॥

তুচ্ছভাবে পরিহাস কত যে করিল।
জাঁকাল পোষাক তাঁরে পরাইয়া দিল॥

ফিরাইয়া পাঠাইল পীলাত সদনে।
সে দিনে হেরোদ আর পীলাত দুজনে॥

পরস্পর মাঝে তবে হইল মিত্রতা।
পূর্ব্বে ছিল তাহাদের বড়ই শত্রুতা॥

প্রধান যাজকে আর অধ্যক্ষ সকলে।
ডাকিয়া পীলাত বলে যত প্রজা দলে॥

এনেছ তোমরা মোর নিকটে এজনে।
বিপথে লইয়া যায় ব'লে লোকগণে॥

কিন্তু দেখ আমি তোমাদিগের গোচরে।
করিতে পারি না দোষী আমার বিচারে॥

ইহারে যে সব দোষে এবে দোষী কর।
পাই নাই তার মাঝে কোনটী ইহার॥

পায় নাই হেরোদও দোষ তাঁর কোন।
ফিরিয়ে দিয়েছে তাই মম কাছে পুনঃ॥

আর দেখ প্রাণদণ্ড যোগ্য কোন কাজ।
করে নাই এই ব্যক্তি বুঝিয়াছি আজ॥

অতেব উহারে আমি করিয়া প্রহার।
ছেড়ে দিব মনে মনে করেছি বিচার॥

কিন্তু তারা সকলেই করি উচ্চৈঃস্বর।
বলে এই লোকটারে এবে দূর কর॥

ছেড়ে দাও বারাব্বায় আমাদের তরে।
ইহাকে বিনাশ কর নিবেদি সত্বরে॥

দাঙ্গা নরহত্যা আর বিদ্রোহের তরে।
বন্দী ছিল সেই জন জান কারাগারে॥

যীশুরে মুকতি দিতে পীলাত তখন।
করিয়া মানস পুনঃ বলিল বচন॥

কিন্তু তারা চেচাঁইয়া বলিল তখন।
ক্রুশে দাও ক্রুশে দাও উহারে এখন॥

পীলাত তৃতীয় বার জিজ্ঞাসিল কেন।
করিয়াছে অপরাধ এ জন কি হেন?

প্রাণদণ্ড যোগ্য কোন দোষই ইহার।
পাই নাই প্রকাশ্যেতে করেছি বিচার॥

অতেব ইহারে আমি প্রহার করিয়া।
তোমাদের সম্মতিতে দিব ত ছাড়িয়া॥

কিন্তু তারা উচ্চরবে বলে কোপ ভরে।
তাঁরে যেন দেওয়া হয় ক্রুশের উপরে॥

তাহাদের কলরব হইল প্রবল।
পীলাত আদেশ মতে সকল ঘটিল॥

যাহা ইচ্ছা তোমাদের কর ইহার প্রতি
দাঙ্গা নরহত্যা দোষে বন্দী যে দুর্ম্মতি॥

চাহিল তাহারা সবে সে জন মুকতি।
সঁপিল পীলাত তাঁরে দেশ অধিপতি॥

তাহাদের ইচ্ছাধীনে যীশুরে তখন।
ছেড়ে দিল অকাতরে করি সমর্পণ॥

যীশুরে লইয়া তারা করিছে গমন
তখন শিমোন নামে কুরীণীয় জন॥

পল্লীগ্রাম হ’তে আসে দেখিয়া তাহারে।
বেগার ধরিয়া ক্রুশ দিল স্কন্ধোপরে॥

বহিয়া যীশুর ক্রুশ যেন সেই জন।
সাহায্য করয় করি পশ্চাৎ গমন॥

চলে তাঁর পিছে পিছে লোক অগণন।
করিল মহিলা কত পশ্চাৎ গমন॥

কাঁদিল তাহারা কত ক’রে হাহাকার।
করি করাঘাত বক্ষে দেখ বার বার॥

ফিরিয়া বলেন যীশু তাদেরে তখন।
ওগো যিরূশালেমের যত কন্যাগণ॥

কাঁদিও না মম তরে করগে ক্রন্দন।
সন্তান সন্ততি আর আপন কারণ॥

কেননা আসিছে দেখ সময় এমন।
যে কালে বলিবে লোকে ধন্য নারীগণ॥

ধন্য তারা যাহাদের উদর কখন।
করে নাই কোন কালে সন্তান ধারণ॥

ধন্য তারা যাহাদের স্তন কদাচন।
শিশুগণে করে নাই কভু দুগ্ধ দান॥

বলিবে পর্ব্বতগণে লোকেরা তখন।
পড় ভাঙ্গি আমাদের উপরে এখন॥

উপপর্ব্বতেরে তারা বলিবে এমন।
তোমরা মোদেরে রাখ করি আচ্ছাদন।

ঘটিল সরস বৃক্ষে যখন এমন।
কি দশা না হ’বে শুষ্ক বৃক্ষের তখন॥

দুই জন দুরাচারী যীশুর সহিত।
হত হ’তে ক্রুশোপরে হইল আনীত॥

মাথাখুলি বলে ছিল তথা এক স্থান।
সবে মিলে সেই স্থলে করিল গমন॥

টাঙ্গাইল শ্রীযীশুরে ক্রুশের উপরে।
করিল সেরূপ দুই অপরাধী নরে॥

একেরে দক্ষিণে তাঁর বামে অন্য জনে।
বিদ্ধ করে ক্রুশোপরে সেনারা যতনে॥

কহিলেন প্রভু যীশু হে পিতঃ তখন।
উহাদেরে ক্ষমা কর নিবেদি এখন॥

কি করে তাহারা কিছু জানে না অজ্ঞান।
ক্রুশ যাতনার কালে বলেন এমন॥

বস্ত্রগুলি তারা সবে লইয়া তাঁহার।
বিভাগের তরে করে গুলিবাঁট আর॥

দাঁড়াইয়া লোক জন দেখিতে লাগিল।
অধ্যক্ষেরা উপহাসে একথা বলিল॥

এই জন বাঁচাইত লোকের পরাণ।
করুক দেখি আপনারে রক্ষা এই ক্ষণ॥

যদি ঈশ্বরের ইনি খ্রীষ্ট মনোনীত।
পাইব প্রমাণ তার জানিব নিশ্চিত॥

আর সেনাগণ কত বিদ্রূপ করিল।
দিয়া তাঁরে অম্লরস বলিতে লাগিল॥

যিহূদীদিগের রাজা যদি তুমি হও।
ক্রুশ হ'তে নেমে এসে নিজেরে বাঁচাও॥

অপরাধ লিপি লিখি শিরোপরে তাঁর।
টাঙ্গাইল লজ্জা দিতে এ হেন প্রকার॥

"যিহূদীদিগের রাজা হয় এই জন।"
দুই জন অপরাধী মাঝে এক জন॥

বলিতে লাগিল পরে নিন্দা করি তাঁরে।
তুমি নাকি হও খ্রীষ্ট, রক্ষ আপনারে॥

বাঁচাও মোদের প্রাণ ; কিন্তু অন্য জন।
অনুযোগ করি বলে তাহারে তখন॥

তুমিও কি ঈশ্বরেরে নাহি কর ভয়।
ভুগিছ একই দণ্ড তুমিও নিশ্চয়॥

পাইতেছি শাস্তি মোরা যাহা সমুচিত।
ভুগিতেছি কর্ম্মফল যা হয় উচিত॥

করেন নাই এই জন কোনই অন্যায়।
আর সে কহিল যীশু নিবেদি ওপায়॥

আপনি আপন রাজ্যে প্রতাপে যখন।
আসিবেন, এ অধমে করুন স্মরণ॥

কহিলেন যীশু তারে একথা নিশ্চিত।
সে পরম ধামে তুমি আমার সহিত॥

প্রবেশিবে আজি জান নাহিক সংশয়।
বলিতেছি সত্য আমি না করিও ভয়॥

দুপ্রহর বেলা প্রায় এমন সময়।
ঘোর অন্ধকার হ'ল দেশ সমুদয়॥

তৃতীয় প্রহরাবধি সেই অন্ধকার।
থাকিল আছন্ন ক'রে জগৎ সংসার॥

ঢাকিল সূর্য্যের আলো আকাশমণ্ডলে।
চিরে গেল মন্দিরের পর্দ্দা সেই কালে॥

উচ্চ রবে যীশু দেখ বলেন তখন।
হে পিতঃ তোমারি করে আত্মসমর্পণ॥

করিলাম আমি ; ইহা বলিয়া তখনি।
প্রাণত্যাগ করিলেন পাপী-বন্ধু যিনি॥

দেখিয়া ঐ শতপতি এসব ঘটনা।
ঈশ্বর মহিমা সত্য করিল রটনা॥

সত্য সাধু এ পুরুষ ধার্ম্মিক সুজন।
এদৃশ্য দেখিতে এসেছিল যত জন॥

এসব ঘটনা দেখি হইয়া চকিত।
করি বক্ষে করাঘাত ফিরিল ত্বরিত॥

তাঁর পরিচিত নর আর যত নারী।
আইল গালীল হ'তে সঙ্গেতে তাঁহারি॥

দূরে দাঁড়াইয়া তারা দেখিল সকল।
হায় হায় ক'রে কত কাঁদিল কেবল॥

যোষেফ নামক সাধু তথা কোন জন।
ছিলেন যে মন্ত্রী তিনি ধার্ম্মিক সুজন॥

উহাদের মন্ত্রণা ও ক্রিয়াতে সম্মত।
হন নাই কোন কালে ছিলেন ভকত॥

যিহূদার অরিমাথিয়া নামেতে নগর।
ছিলেন নিবাসী তিনি ধার্ম্মিক প্রবর॥

করেন ঈশ্বর রাজ্য অপেক্ষা জীবনে।
চাহেন যীশুর দেহ পীলাতের সনে॥

নামাইয়া যীশু দেহ সুন্দর চাদরে।
জড়াইয়া নিয়ে যান রাখিতে কবরে॥

পাহাড়ে খোদিত সেই সমাধি নূতন।
রাখা হয় নাই তাতে কভু কোন জন॥

এই দিন ছিল আয়োজনের দিবস।
হয়েছিল সন্নিকট বিশ্রাম দিবস॥

আর যে রমণীগণ তাঁহার সহিত।
আইল গালীল হ'তে হইয়া দুঃখিত॥

পশ্চাতে পশ্চাতে গিয়া কবরে তখন ।
রাখিছে কিরূপে দেহ করে নিরীক্ষণ ॥

তাহারা ফিরিয়া আসি প্রস্তুত করিল ।
সুগন্ধি পদার্থ আর সুবাসিত তৈল ॥

চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

বিশ্রাম দিবসে তারা যথা বিধি মত ।
করিল বিশ্রাম সবে যেরূপ উচিত ॥

সপ্তাহ প্রথম দিনে প্রভাত সময় ।
আইল সমাধি পাশে অবলানিচয় ॥

দেখিল কবর হ'তে পাথর সরান ।
প্রবেশ করিল গিয়া ভিতরে তখন ॥

দেখিতে না পায় তথা শ্রীযীশু শরীর ।
তাই তারা ভাবিতেছে হইয়া অধীর ॥

এমন সময় দেখ উজ্জ্বল বসন ।
পরিহিত দুই জন পুরুষ তখন ॥

দাঁড়াইল তাহাদের নিকটে আসিয়া ।
ভয়ে মুখ নত করে তাহারা দেখিয়া ॥

বলিল সে দুই দূত তাদেরে তখন ।
মৃত মাঝে জীবিতের কেন অন্বেষণ ॥

করিতেছ, তিনি নাই এখানে এখন ।
উঠেছেন তিনি, বলেছিলেন যেমন ॥

গালীলে থাকিতে তিনি তোমাদের সনে ।
বলিয়াছিলেন যাহা স্মর এবে মনে ॥

বলিয়া ছিলেন তিনি মনুষ্য নন্দন ।
হইবেন পাপীদের করে সমর্পণ ॥

হইবেন পরে তিনি ক্রুশে আরোপিত।
তৃতীয় দিবসে তিনি হ'বেন উত্থিত॥

তখন প্রভুর কথা করিয়া স্মরণ।
কবর হইতে গৃহে করিল গমন॥

এগার জনেরে তারা দিল সমাচার।
বলিল সকল শিষ্যে একথা আবার॥

মগদলীনী মরিয়ম ছিল যার নাম।
যোহন ও যাকোবের মাতা মরিয়ম॥

তাহাদের সঙ্গে যত অপর রমণী।
বলিল প্রেরিতগণে সকল তখনি॥

কিন্তু এ সকল কথা তাহাদের কাণে।
লাগিল গল্পের মত মন নাহি মানে॥

নারীদের বাক্যে তারা করি অবিশ্বাস।
দৌড়িয়া পিতর গেল কবরের পাশ॥

দেখিল সে অধোমুখে কবর ভিতরে।
রয়েছে কাপড় খানি কেবল শিয়রে॥

আর যাহা ঘটিয়াছে দেখি আচম্বিত।
ফিরে আসে নিজ স্থানে বিস্ময়ে ত্বরিত॥

আর তাহাদের মাঝে শিষ্য দুইজন।
সে যিরূশালেম হ'তে করিল গমন॥

চারি ক্রোশ দূরবর্ত্তী ছিল এক গ্রাম।
শাস্ত্রে বলে সে গ্রামের ইম্মায়ু যে নাম॥

এসব বিষয় কথা তারা পরস্পরে।
যেতে যেতে পথে পথে আন্দোলন করে॥

করিতেছে তারা যবে কথোপকথন।
এলেন শ্রীযীশু নিজে নিকটে তখন॥

করেন গমন তিনি তাহাদের সনে।
চিনিতে নারিল তাঁরে শিষ্যেরা দুজনে॥

হইল তাদের নেত্র রুদ্ধ একারণ।
না পারে চিনিতে তারা যীশুরে তখন॥

বলেন তাদেরে তিনি নিকটে আসিয়া।
চলিতে চলিতে পথে কি কথা লইয়া॥

করিতেছ বলাবলি এবে পরস্পর।
সে সকল কথা বল আমায় সত্বর॥

বিষণ্ণ হইয়া তারা দাঁড়াইল তথা।
ক্লিয়ফা নামক শিষ্য বলে এই কথা॥

আপনি কি একা যিরূশালেমে এখন।
থাকিয়া জানেন নাই এ কথা কেমন॥

ঘটিল কয়েক দিনে তথা যে ঘটনা।
পৃথিবী ব্যাপিয়া হ'ল সে সব রটনা॥

আপনি জানেন নাই এ কথা কেমন।
সুধান ঘটনা কি কি তিনি ত তখন॥

তাহারা বলিল তাঁরে তথায় তখন।
নাসরতী যীশু ল'য়ে হ'ল যা ঘটন॥

ঈশ্বর ও সর্ব্ব লোক সাক্ষাতেতে তিনি।
কার্য্যে বাক্যে পরাক্রমে ভাববাদী যিনি॥

প্রধান যাজকে আর অধ্যক্ষেরা তাঁরে।
করিল অর্পণ প্রাণদণ্ডে একেবারে॥

কিরূপে তাহারা তাঁরে বধিল ক্রুশেতে।
আমাদের ছিল আশা বড়ই মনেতে॥

করিবেন ইস্রায়েল লোকে মুক্তি যিনি।
হইবেন এ পুরুষ সত্য সত্য তিনি॥

তিন দিন হইয়াছে সেই ঘটনার।
শুনিতেছি সবে মোরা এ কথা আবার॥

আমাদের মাঝে ছিল যেই নারীগণ।
করিয়াছে সব শিষ্যে চকিত এখন॥

প্রভাতে উঠিয়া গেল কবরের সনে।
শোকাকুল হ'য়ে সবে দেহের সন্ধানে॥

না দেখিয়া তাঁর দেহ তাহারা তখন।
বলে পাইয়াছি মোরা দূতের দর্শন॥

বলিল দূতেরা তিনি আছেন জীবিত।
আমাদের কোন কোন সঙ্গীরা ত্বরিত॥

গিয়া কবরের কাছে নারীরা যেমন।
বলেছিল, সে প্রকার করে দরশন॥

কিন্তু পাইল না তাঁরে দেখিতে নয়নে।
বলেন শ্রীযীশু এবে সেই দুই জনে॥

শুন এবে মম বাক্য ওহে অবোধেরা।
বিশ্বাসিতে শাস্ত্র বাক্যে শিথিল চিত্তেরা॥

ভাববাদিগণ দেখ যে সব বচন।
লিখেছেন নিজ নিজ পুস্তকে আপন॥

সেরূপ খ্রীষ্টের ইহা নয় কি উচিত।
ক'রে বহু দুঃখ ভোগ শরীরে নিশ্চিত॥

আপন প্রতাপে তিনি করেন প্রবেশ।
পরে তিনি বুঝালেন তাদের সবিশেষ॥

মোশির ব্যবস্থা হ'তে আরম্ভ করিয়া।
ভাববাদীদের গ্রন্থ সকল লইয়া॥

সর্ব্ব শাস্ত্রে আছে যত নিজ বিবরণ।
বুঝালেন তাহাদেরে করিয়া যতন॥

করিতেছিলেন সবে যে গ্রামে গমন।
সে গ্রাম নিকটে তাঁরা আসেন যখন॥

আগে যাওয়া ভাব তিনি দেখালেন পরে।
করিয়া মিনতি তারা বলে এ প্রকারে॥

বেলা প্রায় গেল এবে হ'ল সন্ধ্যা কাল।
আসুন মোদের সনে এই নিশাকাল॥

করিতে তাদের সনে সে রাত্রি যাপন।
প্রবেশেন গিয়া গৃহে শ্রীগুরু তখন॥

ব'সে তিনি তাহাদের সহিত ভোজনে।
রুটী লয়ে আশীর্ব্বাদ করেন সেক্ষণে॥

ভাঙ্গিয়া তাদেরে তিনি দিলেন যখন।
অমনি খুলিয়া গেল তাদের নয়ন॥

চিনিল প্রভুরে তারা হইল বিস্মিত।
হইলেন তথা হ'তে তিনি অন্তর্হিত॥

ভাবিয়া তখন বলে তারা পরস্পরে।
পথ মাঝে যবে তিনি মোদের গোচরে॥

খুলিয়া শাস্ত্রের কথা দিলেন যখন।
হইল অন্তরে চিত্ত উত্তপ্ত কেমন॥

যিরূশালেমেতে গিয়া দেখিল তখন।
সমবেত এক দলে লয়ে সঙ্গিগণ॥

বলে তারা উঠেছেন প্রভু সুনিশ্চয়।
দিলেন শিমোনে দেখা নাহিক সংশয়॥

অতঃপর শিষ্যগণে সেই দুই জন।
করিল প্রকাশ যত পথ বিবরণ॥

রুটী ভাঙ্গিবার কালে তাহারা কেমনে।
চিনিতে পারিল তাঁরে বসিয়া ভোজনে॥

কহিতেছে তারা সব এই বিবরণ।
করিতেছে পরস্পর কথোপকথন ॥

আসিয়া তাদের মাঝে এহেন সময়।
বলেন হউক শান্তি যীশু দয়াময় ॥

তাহাতে তাহারা হ'ল মহা ভয়াকুল।
দেখিতেছি আত্মা ব'লে হইল ব্যাকুল ॥

বলেন তাদেরে তিনি কেন হে চঞ্চল।
হ'তেছ অন্তরে কেন ভাবিয়া বিকল ॥

হস্ত ও চরণ মম কর নিরীক্ষণ।
এই আমি স্বয়ং মোরে পরশ এখন ॥

আর দেখ যে প্রকার দেখিছ আমায়।
নাহিক আত্মার অস্থি-মাংস এধরায় ॥

এরূপ বলিয়া তিনি তাদেরে তখন।
দেখালেন হস্ত পদ করিয়া যতন ॥

তাহারা আনন্দ হেতু সন্দেহ করিল।
হইয়া বিস্মিত অতি দেখ ভীত হ'ল ॥

বলেন তাদেরে তিনি তোমাদের কাছে।
এখানে কি কিছু এবে খাদ্য দ্রব্য আছে ॥

এক খানি ভাজা মাছ তাহারা তখন।
এনে দিল প্রভুকরে করিতে ভোজন ॥

ল'য়ে মাছ তাহাদের নয়ন গোচরে।
করেন ভোজন তিনি আনন্দ অন্তরে ॥

পরে প্রভু বলিলেন তাদেরে সে ক্ষণে।
থাকিতে থাকিতে আমি তোমাদের সনে ॥

বলিয়াছিলাম যাহা সে বাক্য আমার।
মোশির বিধানে ভাববাদী গ্রন্থে আর ॥

গীতসংহিতায় আরো আমার বিষয়।
যাহা যাহা লেখা আছে সে সব নিশ্চয়॥

সফল হইতে হইবে নাহিক সংশয়।
খুলেন তাদের বুদ্ধি দ্বার দয়াময়॥

তাহারা বুঝিতে পারে যেন শাস্ত্রকথা।
তাই তিনি বলিলেন শিষ্যগণে যথা॥

আছে তো শাস্ত্রেতে লেখা শুন দিয়া মন।
করিবেন দুঃখভোগ খ্রীষ্ট সনাতন॥

মৃতদের মধ্য হ'তে তৃতীয় দিবসে।
উঠিবেন সশরীরে পরমাত্মা বশে॥

পাপ ক্ষমা তরে মন ফিরাবার কথা।
সেই নামে প্রচারিত হইবে সর্ব্বথা॥

সকল জাতির কাছে হইবে ঘোষিত।
আরম্ভি যিরূশালেম হইতে ত্বরিত॥

তোমরাই সাক্ষী এই ঘটনা বিষয়।
আর দেখ মম পিতা যিনি দয়াময়॥

করেছেন অঙ্গীকার দিতে যা তখন।
করিতেছি তোমাদেরে তাহাই প্রেরণ॥

সকলে তোমরা কিন্তু থাক এ নগরে।
যে পর্য্যন্ত নাহি পাও পবিত্রাত্মা বরে॥

ঊর্দ্ধ হ'তে বলবান শক্তি পরিহিত।
হইতে যে অপেক্ষায় থাকিও সতত॥

পরে তিনি বৈথনিয়া সম্মুখ পর্য্যন্ত।
লইয়া গেলেন সঙ্গে শিষ্য দল যত॥

করেন আশীস্ দান তাদের উপরে।
তুলিয়া আপন হস্ত শান্তিবাদ তরে॥

আশীর্ব্বাদ কালে তিনি তাদের হইতে
অন্তর হ'লেন দেখ স্বরগে যাইতে ॥

হইলেন নীত তিনি সে পরম ধাম।
করিল শিষ্যেরা তাঁরে তখন প্রণাম ॥

মহানন্দে ফিরে গেল সে যিরূশালেমে
করে ঈশ স্তব থাকি সদা ধর্ম্মধামে ॥

জয় জয় প্রভু যীশু সত্য সনাতন।
ক্ষম অপরাধ মোর পতিত পাবন ॥

শ্রীগুরু চরিতামৃত কর সবে পান।
পশিবে অমর ধামে পাই পরিত্রাণ ॥

গীত।

যীশু বিনে কেহ নাই এ সংসারে,
এই মহাপাপের দায় কে উদ্ধার করে ?

১। এই জগৎ মাঝে, যত জন আছে,
তারা সব দোষী হবে নিজ পাপ-ভারে।

২। পিতা মাতা সুত, ভাই বন্ধু যত,
তারা আমার পাপের ভার, নিতে নাহি পারে।

৩। ওরে আমার মন, ধর যীশুর চরণ,
যিনি তোমার পাপের ভার নিলেন শিরোপরে।

সমাপ্ত।

নিদ্রিত যীশু উঠিয়া ঝড় থামান। (লূক ৮; ২২-২৫)।

গর্দ্দভ শাবকে চড়িয়া যীশু খ্রীষ্টের যিরূশালেমে প্রবেশ
(লূক ১৯; ২৮-৪০)।